সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ১১-১২
২২ ডিসেম্বর ২০২৫, সোমবার

ফখরুল মুসলিমিন মাসজিদ,
চেচনিয়া, রাশিয়া

সাপ্তাহিক
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আলোয়ক
রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش
٩٨، نواب فور، داكا-١١٠٠.
الهاتف: ٠٢٧٥٤٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٠٥٩٠١
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)
الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة
الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)
الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:
الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)
رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে
উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

২০০৭ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্ন হজ্জ ও ওমরা সেবায়
বিশ্বস্ত একটি নাম আমরা আছি আপনার পাশে

২০২৬ সালের
হজ্জ
বুকিং চলছে

- সহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে হজ্জের সফরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- হজ্জ ফ্লাইট চালুর প্রথম ২/৩ দিনের মধ্যেই ফ্লাইট প্রদানের নিশ্চয়তা।
- সহীহ সুন্নাহভিত্তিক পূর্ণ হজ্জ কার্যক্রম পরিচালনা।
- হজ্জ সফরে একাধিক অভিজ্ঞ আলেমের সরাসরি তত্ত্বাবধানে মাসআলা প্রদান।

সালামত হজ্জ ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস
যেকোন প্রয়োজনে কল করুন
01713 495348
সরকার অনুমোদিত হজ্জ ওমরা ও ট্রাভেলস এজেন্ট
হজ্জ লাইসেন্স নং: ১১৫৫
সত্বাধিকারী: মোঃ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী
ATAB
অফিস: সুইট ৩০৫/বি, ৪৮ এবি, পুরানা পল্টন
বাইতুল খায়ের (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০

The weekly Arafat
مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার

১১-১২ সংখ্যা
২২ ডিসেম্বর-২০২৫ ঈসায়ী
০৭ পৌষ-১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০১ রজব-১৪৪৭ হিজরি

প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম
বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

সূচিপত্র

মণির খনি ০২
সম্পাদকীয় ০৩
◈ দারসুল কুরআন : সুদৃঢ় ঈমান ও তার প্রতিফল
আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৫
◈ দারসুল হাদীস : ভূমিকম্পসহ কিয়ামতের ছয়টি আলামত
গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৮
◈ ইসলামী প্রবন্ধ : কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মৃতের জন্য করণীয়
জান্নাতুল মহল- ১২
সলাত অমান্য ও অবহেলাকারীর পরিণাম
হাফেয মুহাম্মদ আইয়ূব- ১৬
◈ আলোকিত জীবন : ইমাম ইব্নুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) : জীবন ও কর্ম
ড. আহমাদুল্লাহ- ২১
◈ ক্বাসাসুল হাদীস : দুনিয়াতে দাজ্জালের কার্যক্রম
আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৫
◈ অনুবাদ সাহিত্য : যুবকদের ইসলামী শিক্ষা ও লালন-পালন
মূল : ড. আব্দুর রহমান বাল্লাহ আলী
ভাষান্তরে– আব্দুল্লাহীল হাদী- ২৭
◈ আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ : রোহিঙ্গাদের কি কোনো মানবাধিকার নেই?
মো. কায়ছার আলী- ৩০
◈ সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি : নতুন বছর : উচ্ছ্বাস নয়, আত্মসমালোচনার সময়
মো. খশিউর রহমান বিন মো. মনসুর আলী- ৩২
◈ সাময়িক প্রসঙ্গ : খ্রিসমাস (বড়দিন) সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি
মিরাজ বিন রাসেল- ৩৪
◈ 'আক্বীদাহ্ ও মানহাজ : বাউল মতবাদ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ
আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন- ৩৬
কবিতা ৩৮
পত্রিকার পাতা থেকে ৩৯
জমঈয়ত সংবাদ ৪০
শুব্বান সংবাদ ৪২
ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৪৩
প্রচ্ছদ পরিচিতি ৪৭

যোগাযোগ
জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭ ব্যবস্থাপক: ০১৯৩৩৩৫৫৯০১
বিপণন: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১ weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com, www.jamiyat.org.bd.com
Page: f/shaptahikArafat, f/groups/weeklyarafat

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ) বাংলাদেশ : (বার্ষিক : ৭০০/- ষান্মাসিক : ৩৫০/-) মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

মণির খনি

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٌ ۢ بَلْ أَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ﴾

"আর তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না, যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে; বরং তারা জীবিত, তবে তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো না।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৫৪)*

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ﴾

"আর তোমরা কখনোই মনে করো না যে, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তারা মৃত; বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের কাছে তারা রিয্ক পাচ্ছে।"
(সূরা আ-লি-'ইমরান : ১৬৯-১৭০)

﴿إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।" *(সূরা আত্-তাওবাহ্ : ১১১)*

﴿وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ أُوْلٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾

"আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে, তারা-ই তাদের প্রতিপালকের নিকট সত্যবাদী ও শহীদ।"
(সূরা আল-হাদীদ : ১৯)

﴿وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُوْلٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلٰئِكَ رَفِيْقًا﴾

"আর যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা তাদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন– নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের। কতই না উত্তম এ সঙ্গীতা!" *(সূরা আন্-নিসা : ৬৯)*

﴿وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْا أَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾

"আর যারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেছে, অতঃপর নিহত হয়েছে বা মারা গেছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের উত্তম রিয্ক দিবেন।" *(সূরা আল-হাজ্জ : ৫৮)*

﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ ... تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾

"আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার কথা বলব, যা তোমাদের রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে? (তা হলো–) তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা।" *(সূরা আস্-সা-ফ : ১০-১১)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী

عَنْ أَنَسٍ (رضي الله عنه) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : "مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، إِلَّا الشَّهِيْدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ".

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "জান্নাতে প্রবেশ করে কেউই দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে না, যদিও তার জন্য দুনিয়ার সব কিছু থাকুক। তবে শহীদ ব্যতিক্রম, সে চাইবে দুনিয়ায় ফিরে এসে দশবার শহীদ হতে, (শহীদের জন্য) যে সম্মান দেখবে সে কারণে।"
(সহীহুল বুখারী- হা. ২৮১৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১৮৭৭)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (رضي الله عنه) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : "يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ".

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "শহীদের সব গুনাহ ক্ষমা করা হবে, তবে ঋণ (দেনা) নয়।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৮৮৫)*

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ (رضي الله عنه) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : "للشهيد عند الله ست خصالٍ : يُغفر له في أول دفعةٍ من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلَّى حلية الإيمان، ويُزَوَّجُ من الحور العين، ويُشفَّعُ في سبعين من أقاربه".

মিক্বদাম ইবনু মা'দি কারিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "আল্লাহর নিকট শহীদের ছয়টি ফযীলাত রয়েছে– (১) তার রক্তের প্রথম ফোঁটার সাথেই তার গুনাহ মাফ করা হবে, (২) জান্নাতে তার আসন তাকে দেখানো হবে, (৩) কিয়ামতের মহাভয় থেকে নিরাপদ থাকবে, (৪) ঈমানের অলংকারে ভূষিত হবে, (৫) হুরদের সাথে বিবাহ দেওয়া হবে, (৬) এবং তার ৭০ জন আত্মীয়ের জন্য সুপারিশ করতে পারবে।" *(জামে আত্ তিরমিযী : হা. ১৬৬৩; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৭৯৯, হাসান)*

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (رضي الله عنه) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : "من سأَلَ اللهَ الشَّهادةَ بصدقٍ، بلَّغهُ اللهُ منازلَ الشُّهداءِ، وإن ماتَ على فراشِه".

সাহ্ল ইবনু হুনাইফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকট সত্যিকার অর্থে শাহাদাত (শহীদ হওয়া) চায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেন, যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যু বরণ করে।" *(মুসলিম- ১৯০৯)*

সম্পাদকীয়

নতুন বছর, নয়া চ্যালেঞ্জ, প্রয়োজন সংগ্রাম অবিরাম

নতুন বছর ২০২৬ আমাদের দুয়ারে। নতুন সময় মানেই নতুন সমস্যা, নতুন চ্যালেঞ্জ। এ বছরও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। তবে খুব বেশি দুশ্চিন্তারও কিছু নেই। কারণ সমস্যা তো সৃষ্টির সূচনা থেকেই আমাদের সঙ্গী। আমাদের প্রকাশ্য দুশমন শয়তান আমাদের অনিষ্ট করার হুমকিটা ওই সময়ই দিয়ে রেখেছিল। সে বলেছিল,"আমি অবশ্যই তাদের জন্য তোমার সরল পথে বসে থাকব"– **(সূরা আল-আ'রাফ : ১৬)**। মানুষকে সব দিক থেকে আক্রমণ করবে বলেও সে ঘোষণা দিয়েছিল : "অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের সামনে, পেছনে, ডানে ও বামে এসে পড়ব"– **(সূরা আল-আ'রাফ : ১৭)**।

শয়তানের কূটকৌশল হলো, সে মানুষের কাছে পাপকে আকর্ষণীয় করে তোলে। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন, "শয়তান তাদের কাজগুলো তাদের কাছে শোভন করে দেখিয়েছে"– **(সূরা আন্-নাহল : ৬৩)**। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জ, কারণ মানুষ বুঝতেই পারে না সে ভুল পথে যাচ্ছে। তার আরো একটি কৌশল হলো, সে মানুষকে মিথ্যা আশা দেয়– তাওবাহ্ পরে করা যাবে, শাস্তি হবে না –এ জাতীয় মিথ্যা বুঝ দেয়ার চেষ্টা করে। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন, "শয়তান তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আশা জাগায়, অথচ শয়তান কেবল প্রতারণাই করে"– **(সূরা আন্-নিসা : ১২০)**। 'আক্বিদায় বিভ্রান্তি, 'আমলে অলসতা, নফস ও প্রবৃত্তির অনুসরণ, দুনিয়ার মোহ তৈরি ইত্যাদির মাধ্যমে সে মানুষকে তার প্রতারণার জালে বন্দি করে ফেলে। আর এ কাজটি শয়তান একা করে না; তার স্বজাতি জীনদের ছাড়াও দুষ্ট মানুষদের মাধ্যমে করে থাকে।

শয়তানী শক্তির ধারাবাহিক ক্রমোন্নতি এবং মানবতাবিরোধী অধার্মিক কর্মকাণ্ডের কারণে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে থাকা মুসলিম বিশ্ব ২০২৬ সালেও জটিল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। এই চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে থাকবে সমাজে শির্ক-বিদ'আতের প্রসার, সেকিউলার এবং নাস্তিকতাভিত্তিক লাইফস্টাইলের পৃষ্ঠপোষকতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক চাপ, সামাজিক পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক রূপান্তর প্রক্রিয়ায় মুসলিম বিশ্বকে আদর্শিক এবং সাংস্কৃতিক সেবাদাসে পরিণত করার সর্বাত্মক আগ্রাসন। অনেক মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ এখনও যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ এবং বিদেশী হস্তক্ষেপের দ্বারা প্রভাবিত। ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ইয়েমেন, সুদান, কাশ্মীর ইত্যাদি অঞ্চলে চলমান যুদ্ধ-সংঘাত আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করে দিয়েছে। রাজনৈতিক বিভাজন এবং সুশাসনের অভাব শান্তি ও উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা হিসেবে রয়ে গেছে।

২০২৬ সালে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, ঋণ, দারিদ্র্য এবং বেকারত্ব, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হয়ে থাকবে। সীমিত সম্পদ বা বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা, শিল্প বৈচিত্র্যের অভাব, দুর্নীতি এবং অসম সম্পদ বন্টন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনে অনগ্রসরতা আমাদের অর্থনৈতিক দুর্দশার উল্লেখযোগ্য কারণ। ধর্মীয় এবং আধুনিক শিক্ষার মধ্যে ব্যবধান বিভ্রান্তি এবং অনৈক্যও তৈরি করে রেখেছে। বেকারত্ব, নৈতিক বিভ্রান্তি, দুর্বল শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে ইসলামবিরোধী মতাদর্শের কুপ্রভাব তরুণ মুসলিমদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে। মিডিয়া এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আধিপত্য নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতা এবং ইসলামী পরিচয় হারানোর মতো সমস্যাগুলো উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে যাবে। কারণ বিশ্বব্যাপী মিডিয়া প্রায়শই ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে, এটিকে চরমপন্থার সাথে অন্যায়ভাবে যুক্ত করে, যা উম্মাহর ভাবমূর্তি নষ্ট করে। সঠিক ইসলামী নির্দেশনা এবং দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষা ছাড়া এই জনসংখ্যাগত সুবিধা সংকটে পরিণত হতে পারে।

একই ধর্মবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও 'আক্বীদাহ্-মানহাজের ভিন্নতা, কাদিয়ানী এবং 'হাদীস অস্বীকারকারী' গ্রুপের মতো বিভ্রান্তিকর ফিরকার উত্থান, মসজিদ-মাদ্রাসা ভাংচুর-দখলের মতো মাযহাবী উগ্রতা, ব্যবসায়িক এবং রাজনৈতিক

স্বার্থের দ্বন্দ্ব, উম্মাহকেন্দ্রিক ঐক্যের অভাব আমাদের সম্মিলিত শক্তিকে ইতোমধ্যে এতটাই দুর্বল করে দিয়েছে যে OIC-এর মতো সংস্থাগুলোর কার্যকারিতাও হ্রাস করে দিয়েছে। এ অবস্থার অবসানের জন্য আমাদেরকে আরো উদ্যোগী হতে হবে।

২০২৬ সালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল অর্থনীতিতে দ্রুত অগ্রগতি অনেক মুসলিম দেশকে পেছনে ফেলে দিতে পারে। অভিযোজনে ব্যর্থতা অমুসলিম শক্তির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি করতে পারে এবং বিশ্বব্যাপী বৈষম্যকে আরো বিস্তৃত করতে পারে।

বাংলাদেশের মতো অনেক মুসলিম অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সৃষ্ট মানবিক সংকট এবং দুর্নীতি, কর্তৃত্ববাদ এবং জবাবদিহিতার অভাব মুকাবিলায় আমাদেরকে আরো সতর্ক এবং আন্তরিক ভূমিকা পালন করতে হবে। এ আমাদের সার্বিক উন্নতির জন্য একটি সৎ, যোগ্য এবং স্থিতিশীল সরকার অপরিহার্য।

আমাদের মনে রাখতে হবে, মুসলিম বিশ্বের উন্নতির জন্য অভ্যন্তরীণ সংস্কার অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন ঐক্য, প্রজ্ঞা এবং ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্যভিত্তিক সংগ্রাম। এ ক্ষেত্রে সাময়িক বিশেষ কোনো কর্মসূচি কোনো সমাধান বয়ে আনবে না; বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মিশনটি মনে রাখতে হবে– "তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রাসূলকে হেদায়েত এবং সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি একে অন্য সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে"– (সূরা আস্-আ-ফ্ : ৯)। সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে এ সংগ্রামে সক্রিয় থাকতে হবে– তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনো এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যদি তোমরা জানতে, তাহলে এটাই তোমাদের জন্য উত্তম"– (সূরা আস্-সা-ফ্ : ৯)। আমাদের এ সংগ্রাম চলমান থাকবে অবিরাম। কারণ এ মহান উদ্দেশ্যেই আমাদের উত্থান : "তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনো"– (সূরা আ-লি-'ইমরান : ১১০)।

আল্লামা মোহাম্মদ 'আবদুল্লাহিল ক্বাফী আল কুরায়শী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন

দা'ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলিল ব্যতীত দা'ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলীল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা।

আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোনো দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে। *[আহলে হাদীস পরিচিতি]*

🕮 দারসুল কুরআন :

সুদৃঢ় ঈমান ও তার প্রতিফল

আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ○ نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ○ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ﴾

সরল বঙ্গানুবাদ

"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব (পালনকর্তা) আল্লাহ, অতঃপর তাতেই সুদৃঢ় থাকে, তাদের কাছে ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হয় এবং বলে– তোমরা ভয় করো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শুনো। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। তোমাদের জন্য সেখানে রয়েছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা দাবি করো। এটি ক্ষমাশীল দয়াময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন।"[১]

শাব্দিক অর্থ

(১) إِنَّ নিশ্চয়, (২) ٱلَّذِينَ যারা, (৩) قَالُوا۟ তারা বলে, (৪) رَبُّنَا ٱللَّهُ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, (৫) ثُمَّ অতঃপর, (৬) ٱسْتَقَٰمُوا۟ তারা সুদৃঢ় থাকে, (৭) تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ তাদের কাছে অবতরণ করে, (৮) ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ফেরেশ্তা, (৯) أَلَّا تَخَافُوا۟ তারা যেন ভয় না করে, (১০) وَلَا تَحْزَنُوا۟ এবং চিন্তা না করে, (১১) وَأَبْشِرُوا۟ এবং সুসংবাদ দাও, (১২) بِٱلْجَنَّةِ জান্নাতের, (১৩) ٱلَّتِى যার, (১৪) كُنتُمْ তোমারা ছিলে, (১৫) تُوعَدُونَ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। (১৬) نَحْنُ আমরা, (১৭) أَوْلِيَآؤُكُمْ তোমাদের বন্ধু, (১৮) فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا দুনিয়ার জীবনে, (১৯) وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ এবং পরকালে, (২০) وَلَكُمْ এবং তোমাদের জন্য, (২১) فِيهَا সেখানে রয়েছে, (২২) مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ তোমাদের মন যা চায়, (২৩) وَلَكُمْ এবং তোমাদের জন্য, (২৪) فِيهَا সেখানে রয়েছে, (২৫) مَا تَدَّعُونَ যা তোমরা দাবি করো, (২৬) نُزُلًا উপহার/আতিথেয়তা/আপ্যায়ন, (২৭) مِّنْ থেকে বা হইতে, (২৮) غَفُورٍ ক্ষমাশীল, (২৯) رَّحِيمٍ পরমদয়ালু।

শানে নুযুল

নবী করিম (ﷺ)-এর প্রাচীনতম জীবনীকার মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বিখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল-কারযীর বরাত দিয়ে এই কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন যে, একদিন কিছু সংখ্যক কুরাইশ নেতা মসজিদে হারামের মধ্যে আসর জমিয়ে বসেছিল এবং মসজিদের অন্য এক কোণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একাকী বসেছিলেন। এটা এমন এক সময়ের ঘটনা যখন হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঈমান এনেছিলেন এবং কুরাইশরা প্রতিনিয়ত মুসলমানদের সাংগঠনিক উন্নতি দেখে অস্থির হয়ে উঠছিল। এই সময়ে 'উত্ববাহ্ ইবনু রাবী'আ (আবূ সুফিয়ানের শ্বশুর) কুরাইশ নেতাদের বললেন, ভাইসব! আপনারা যদি ভালো মনে করেন তাহলে আমি গিয়ে মুহাম্মাদের (ﷺ) সাথে আলাপ করতে এবং তাঁর কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করতে পারি। তিনি হয়তো তার কোনোটি মেনে নিতে পারেন এবং আমাদের কাছেও তা গ্রহণ যোগ্য হতে পারে। আর এভাবে তিনি আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকতে পারেন। উপস্থিত সবাই তার সাথে একমত হলো এবং 'উত্ববাহ্ উঠে নবী (ﷺ)-এর কছে গিয়ে বসলো। নবী (ﷺ) তার দিকে ফিরে বসলে সে বললো : ভাতিজা, বংশ ও গোত্রের বিচারে তোমার কৃওমের মধ্যে তোমার যে মর্যাদা তা তুমি অবগত আছ। কিন্তু তুমি তোমার কৃওমকে এক মুসিবতের মধ্যে নিক্ষেপ করেছ। তুমি কৃওমের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছ। গোটা কৃওমকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছ। কৃওমের ধর্ম ও তাদের উপাস্যদের সমালোচনা করছ এবং এমন কথা বলতে শুরু করেছ যার সারবস্তু হলো– আমাদের সকলের বাপ-দাদা কাফির ছিল। এখন আমার কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনো। আমি তোমার কাছে কিছু প্রস্তাব রাখছি, প্রস্তাবগুলো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো। "হয়তো তার কোনোটি তুমি গ্রহণ করতে পার।" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন– আবুল ওয়ালীদ! আপনি বলুন, আমি শুনবো। সে বললো– ভাতিজা, তুমি যে কাজ শুরু করেছ তা দিয়ে সম্পদ

---

* *এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্/ফুস্সিলাত : ৩০-৩২।*

অর্জন যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরা সবাই মিলে তোমাকে এতো সম্পদ দেব যে, তুমি আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে সম্পদশালী হয়ে যাবে। এভাবে তুমি যদি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে থাকো তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নিচ্ছি, তোমাকে ছাড়া কোনো বিষয়ে ফায়সালা করবো না। যদি তুমি বাদশাহী চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে নিচ্ছি। আর যদি তোমার ওপর কোনো জিন্ প্রভাব বিস্তার করে থাকে, যাকে তুমি নিজে তাড়াতে সক্ষম নও, তাহলে আমরা ভালো ভালো চিকিৎসক ডেকে নিজের খরচে তোমার চিকিৎসা করিয়ে দেই। 'উত্বাহ্ এসব কথা বলছিল আর নবী (ﷺ) চুপচাপ তার কথা শুনছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আবুল ওয়ালীদ, আপনি কি আপনার সব কথা বলেছেন? সে বললো– হ্যাঁ। তিনি বললেন– তাহলে এখন আমার কথা শুনুন। এরপর তিনি "বিস্মিল্লা-হির রহ্মা-নির রাহীম পড়ে এই সূরা (হা-মীম, আস্ সাজদাহ্) তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। 'উত্বাহ্ তার দুই হাত পেছনের দিকে মাটিতে হেলান দিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে শুনতে থাকলো। সিজদার আয়াত (৩৮ নং আয়াত) পর্যন্ত তিলাওয়াাত করে তিনি সিজদাহ্ করলেন এবং মাথা তুলে বললেন, হে আবুল ওয়ালীদ! আমার জবাবও আপনি পেয়ে গেলেন। এখন যা ইচ্ছা করেন।" 'উত্বাহ্ উঠে কুরাইশ নেতাদের দিকে অগ্রসর হলে লোকজন দূর থেকে তাকে দেখেই বলল, মহান আল্লাহর শপথ! 'উত্বার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। যে চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল এটা সেই চেহারা নয়। সে এসে বসলে লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, কি শুনে এলে। সে বললো– "আল্লাহর কসম! আমি এমন কথা শুনেছি যা এর আগে কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম! এটা না কবিতা, না যাদু, না গণনা বিদ্যা। হে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ! আমার কথা শুনো এবং তাঁকে তাঁর কাজ করতে দাও। আমার বিশ্বাস, এ বাণী সফল হবেই। মনে করো আরবের লোকেরা যদি তার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে তাহলে নিজের ভাইয়ের গায়ে হাত তোলা থেকে তোমরা রক্ষা পেয়ে যাবে এবং অন্যরাই তাঁকে পরাভূত করবে। পক্ষান্তরে সে যদি আরবদের বিরুদ্ধে বিজয় হয় তাহলে তাঁর রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদা তোমাদেরই সম্মান ও মর্যাদা।" তার এই কথা শুনামাত্র কুরাইশ নেতারা বলে উঠলো, "ওয়ালীদের বাপ, শেষ পর্যন্ত তোমার ওপর তার যাদুর প্রভাব পড়লো", 'উত্বাহ্ বললো– "আমি আমার মতামত তোমাদের সামনে পেশ করলাম। এখন তোমাদের যা ইচ্ছা করো।"[২]

[২] *ইবনু হিশাম- ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং- ৩১৩-৩১৪।*

নাযিলের সময়কাল

নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়াত অনুসারে এই সূরাটি মক্কায় হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঈমান আনার পর এবং 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঈমান আনার পূর্বে নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয়

সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত কুরআন, রিসালাত ও একত্ববাদ (তাওহীদ) অস্বীকারকারীদের সম্বোধন করা হয়েছে। মহান আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের সৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে তাওহীদের দা'ওয়াত ও অস্বীকারকারীদের পরিণাম এবং পরকালের 'আযাব তথা জাহান্নামের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতত্রয়ে পরিপূর্ণ মু'মিনের অবস্থা, ইহকালে ও পরকালে তাদের সম্মান। তাদের জন্য বিশেষ আলোচনা উল্লেখ করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ﴾

"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।"

অর্থাৎ- যারা মহান আল্লাহকেই প্রতিপালক হিসেবে মেনে নেয়। এক্ষেত্রে তার সাথে কাউকে কোনোরূপ শরীক করে না। এমন নয় যে, তারা প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহকে মানবে আর উপাসনা করবে অন্য কারো। তারপর তারা এমন হবে যে, ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟, অর্থাৎ- কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থাতেও তারা ঈমান ও তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তা থেকে তারা কখনো বিমুখ হয় না। কেউ কেউ এখানে এই 'ইস্তিকামাত'-এর অর্থ করেছেন– ইখলাস। অর্থাৎ- বিশুদ্ধচিত্তে কেবল এক মহান আল্লাহরই 'ইবাদত ও আনুগত্য করা। যেমন- হাদীসে এসেছে– এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-কে বলল, আমাকে এমন কথা বলে দিন যে, আপনার পর যেন আমার অন্য কারো জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। তখন রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন–

قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ.

তুমি বলো, আমি মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম। অতঃপর তারই উপর অবিচল থাকো।[৩]

আবূ বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, اسْتَقَامَتْ শব্দের অর্থ- ঈমান ও তাওহীদের উপর কায়েম থাকা এবং কখনো তা পরিত্যাগ না করা। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অর্থ করেছেন– খাঁটি 'আমল করা।[৪]

[৩] *সহীহ মুসলিম- কিতাবুল ঈমান, পরিচ্ছেদ– ১৩ : ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ, হাদীস নং- ৬৪ (আন্তর্জাতিক নম্বর-৩৮)।*
[৪] *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন।*

'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় বিধি তথা আদেশ ও নিষেধের উপর অবিচল থাকা এবং তা থেকে শৃগালের ন্যায় এদিক-ওদিক পলায়নের পথ বের না করার নাম– اسْتَقَامَتْ।[৫] 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও রাইসুল মুফাস্সিরীন ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, اسْتَقَامَتْ হলো– ফর্‌য কর্মসমূহ আদায় করা। হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যাবতীয় কাজে আল্লাহর আনুগত্য করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার নাম– اسْتَقَامَتْ।[৬] আল্লাহর উপর ঈমান এনে তাঁকে প্রতিপালক হিসেবে স্বীকার করে যারা এর উপর 'ইস্তিকামাত' করতে পারবে। তাদের জন্য আল্লাহর ঘোষণা–

﴿تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾

অর্থাৎ- "তাদেরকে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত করতে এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিতে আল্লাহ তাদের কাছে ফেরেশ্‌তা পাঠাবেন।" ফেরেশ্‌তা তাদের কাছে কখন অবতরণ করবে এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। আব্দুর রহমান নাসের আস-সা'দী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এই সুসংবাদ মু'মিনের মৃত্যুর সময় জানানো হয়'[৭]। ফলে সন্তুষ্টচিত্তে মু'মিন তার রবের সাক্ষাৎ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। কেউ কেউ আবার বলেন, ফেরেশ্‌তারা এ সুসংবাদ তিন সময়ে দেন; মৃত্যুর সময়ে, কবরে এবং কবর থেকে উঠানোর সময়ে। ফেরেশ্‌তাগণ যে সুসংবাদ দেন তা হলো, ভয় পেও না, দুশ্চিন্তা করো না, অর্থাৎ- আখিরাতে যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হবে তার ব্যাপারে কোনো আশঙ্কা করো না এবং দুনিয়াতে ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি যে ছেড়ে এসেছ সে ব্যাপারেও কোনো দুঃখ করো না এবং তোমরা আজ জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো। যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি (দুনিয়াতে) তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। এবার ফেরেশ্‌তাগণ তাদেরকে বলবে,

﴿نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ﴾

অর্থাৎ- "আমরা দুনিয়া এবং আখিরাতে তোমাদের বন্ধু হয়ে তোমাদের সাথে আছি। এ কথায় এখানে একটি অতিরিক্ত সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এটি মহান আল্লাহর উক্তি। অর্থাৎ- দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের বন্ধু হয়ে স্বয়ং মহান আল্লাহই আছেন। তারপর তাদেরকে আরো বলা হবে,

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ﴾

অর্থাৎ- তোমরা জান্নাতে তোমাদের মনে যা চাইবে তাই পাবে এবং তোমরা যা দাবি করবে সেখানে তাই দেওয়া হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি যদি জান্নাতে সন্তানের আকাঙ্খা করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রী গর্ভধারণ করবে ও সন্তান প্রসব করবে এবং সন্তানটি হবে বয়সে যুবক। তার ইচ্ছা অনুযায়ী মুহূর্তের মধ্যেই এসব হয়ে যাবে।[৮]

মোটকথা, তোমাদের প্রতিটি বাসনাই জান্নাতে পূর্ণ হবে তোমরা চাও বা না চাও। এবার– نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ অর্থাৎ- ক্ষমাশীল পরম দয়াময়ের পক্ষ থেকে আপ্যায়নের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নিয়ামতও সেখানে পাবে যার আকাঙ্খাও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না। যেমন- মেহমানের সামনে এমন অনেক খাদ্য মেজবান উপস্থাপন করে, যা মেহমান কল্পনাও করেনি।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আয়াতত্রয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পূর্ণ মু'মিনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য (সুদৃঢ় ঈমান) ও এর প্রতিফল (ফেরেশ্‌তা প্রেরণ, সুসংবাদ প্রদান ও জান্নাতের বিশেষ নিয়ামত) বর্ণনা করেছেন। একজন মু'মিন যদি লা-শরীক তাওহীদের উপর ঈমান আনার পর, তার উপর সুদৃঢ় থাকতে পারে এবং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার যাবতীয় হুকুম-আহকাম জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে, তাহলে মৃত্যুতেও তার কোনো ভয় বা দুঃশ্চিন্তা নেই। কেননা, সে তো দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করেছে। তার কাছেই তো জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে ফেরেশ্‌তাগণ অবতরণ করবে। আর সে সফলতার সর্বোচ্চ চূড়া জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে মু'মিনের এই বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ফেরেশ্‌তা কর্তৃক সুসংবাদসহ জান্নাতে প্রবেশ করার তাওফীক্ব দানে ধন্য করুন –আমীন।

---

[৫] *তাফসীরে মাযহারী।*
[৬] *তাফসীরে আবূল আলিয়া।*
[৭] *তাফসীরে সা'দী- সূরা হা-মীম, আস্-সাজদাহ্/ফুস্‌সিলাত : ৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা, পৃ. ৭৪৮।*
[৮] *জামে' আত্ তিরমিযী- অধ্যায়– ৩৬ : জান্নাতের বিবরণ, পরিচ্ছেদ– ২৩ : অতি সাধারণ জান্নাতীর মর্যাদা প্রসঙ্গে, হা. ২৫৬৩।*

🕮 দারসুল হাদীস :

ভূমিকম্পসহ কিয়ামতের ছয়টি আলামত

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمْ الْمَالُ فَيَفِيْضَ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামত কায়িম হবে না, যে পর্যন্ত না ইল্‌ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। হারজ খুন-খারাবী। তোমাদের ধন-সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, উপচে পড়বে।[৯]

হাদীসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসে রাসূলে করীম (ﷺ) কিয়ামতের আলামত হিসেবে ছয়টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এ ছয়টি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা উল্লেখ করা হলো–

১. ইল্‌ম উঠিয়ে নেওয়া : ইল্‌ম উঠে যাওয়া কিয়ামতের অন্যতম আলামতগুলোর একটি। পাশাপাশি এটি উম্মতের মাঝে ছড়িয়ে পড়া ভয়াবহ একটি ফিতনা। মানুষ আলেমদের অবমূল্যায়ন করতে শুরু করবে। ফলে প্রকৃত ইল্‌ম আস্তে আস্তে উঠে যাবে। মানুষ বিভ্রান্ত হতে থাকবে। সবাই নিজেকে আল্লামা ভাবতে শুরু করবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দ্বীনী ইল্‌মের শিক্ষা ও চর্চা কমে যাবে এবং মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে দ্বীনী বিষয়ে মূর্খতা বিরাজ করবে। নবী (ﷺ) বলেন,

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ.

কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে ইল্‌ম উঠিয়ে নেয়া হবে এবং মানুষের মাঝে অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করবে।[১০]

এখানে ইল্‌ম বলতে ইল্‌মে দ্বীন তথা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান উদ্দেশ্য। তিনি আরো বলেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوْسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا.

আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তর থেকে ইল্‌মকে টেনে বের করে নিবেন না; বরং আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে ইল্‌ম উঠিয়ে নিবেন। এমনকি যখন কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। তাদেরকে কোনো মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বিনা ইল্‌মেই ফাতাওয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরা গোমরাহ হবে এবং মানুষদেরকেও গোমরাহ করবে।[১১]

২. অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হওয়া : ভূমিকম্প শুধু একটি প্রাকৃতিক ঘটনা নয়; এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সতর্কবার্তাও বটে। ভূমিকম্প মুসলিম উম্মাহর জন্য সাবধানতা সতর্কতার এমন এক প্রতীক- যা আমাদের পাপাচার ত্যাগের আহ্বান করে ও নববী আদর্শের ওপর জীবনযাপন করার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। ভূমিকম্প বিভিন্ন কারণে ঘটে থাকে। কোরআন ও হাদীসের আলোকে দেখা যায় এর কয়েকটি উদ্দেশ্য রয়েছে–

১. সতর্ক করা ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য : কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সতর্ক করতে বা তাদের মনে ভীতি সৃষ্টি করে পাপাচারের পথ থেকে বিরত রাখতে ভূমিকম্প দিয়ে থাকেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيٰتِ إِلَّا تَخْوِيْفًا﴾

"আসলে আমি ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন পাঠাই।"[১২]

এখানে বলা নিদর্শনের মধ্যে ভূমিকম্পও একটি অন্যতম নিদর্শন। যা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে কিছুতেই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

★ প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।
[৯] সহীহুল বুখারী- হা. ১০৩৬।
[১০] সহীহুল বুখারী।
[১১] সহীহুল বুখারী।
[১২] সূরা ইস্‌রা : ৫৯।

২. মহান আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য : কখনো কখনো বান্দাদের মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসার উদ্দেশ্যে, তাদের তাওবাহ্ ও সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার জন্যও ভূমিকম্প হয়। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى، قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ (ﷺ) فَزِعًا، يَخْشَى أَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ "هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِيْ يُرْسِلُ اللهُ لَا تَكُوْنُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ".

আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন একবার সূর্যগ্রহণ হলো, তখন মহানবী (ﷺ) ভীত অবস্থায় উঠলেন এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয় করছিলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে আসেন এবং এর আগে আমি তাঁকে যেমন করতে দেখেছি, তার চেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ক্বিয়াম, রুকূ' ও সিজদা সহকারে সলাত আদায় করলেন। আর তিনি বললেন : এগুলো হলো নিদর্শন, যা আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়ে থাকেন, তা কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। কাজেই যখন তোমরা এর কিছু দেখতে পাবে, তখন ভীত অবস্থায় মহান আল্লাহর যিক্র, দু'আ এবং ইস্তিগফারের দিকে ধাবিত হবে।[১৩]

এই হাদীসে বলা নিদর্শন বলতে যা কিছু বোঝায়; তার মধ্যে ভূমিকম্পও একটি বড় নিদর্শন। কাজেই এ সময়ও বান্দার উচিত মহান আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া ও বেশি বেশি ইস্তিগফার পড়া।

৩. অন্যায়, অত্যাচার ও পাপের ফলাফল ভোগ করানোর জন্য : কখনো কখনো সমাজে অন্যায় ও পাপের কারণে ভূমিকম্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যেমন- পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ﴾

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে; যাতে ওদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি ওদের আস্বাদন করানো হয়। যাতে ওরা (সৎপথে) ফিরে আসে।"[১৪]

গুনাহ ও অন্যায়ের সতর্কবার্তা ভূমিকম্প। 'আলী ইবনু আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আমার উম্মাত যখন পনেরটি বিষয়ে লিপ্ত হবে তখন তাদের ওপর বিপদ-আপদ নেমে আসবে। প্রশ্ন করা হলো– হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! তা কি কি? তিনি বললেন,

إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيْقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَلُبِسَ الْحَرِيْرُ وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا وَمَسْخًا.

'যখন গনিমতের সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে, আমানাত লুটের সম্পদে পরিণত হবে, যাকাত জরিমানা হিসেবে গণ্য হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধুর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে কিন্তু পিতার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে, মসজিদে শোরগোল করা হবে, সবচেয়ে খারাপ চরিত্রের লোক হবে তার সম্প্রদায়ের নেতা, কোনো ব্যক্তিকে তার অনিষ্টতার ভয়ে সম্মান করা হবে, মদ পান করা হবে, রেশমি বস্ত্র পরিধান করা হবে, নর্তকী গায়িকাদের প্রতিষ্ঠিত করা হবে, বাদ্যযন্ত্রগুলোর বৃদ্ধি হবে এবং এই উম্মতের শেষ সময়ের লোকেরা তাদের পূর্ব যুগের লোকদের অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা একটি অগ্নিবায়ু অথবা ভূমিধ্বস অথবা চেহারা বিকৃতির 'আযাবের অপেক্ষা করবে।'[১৫]

ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়, খলিফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র আমলে মদিনায় ভূমিকম্প হলে তিনি বলেন,

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ : زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ، مَا أَسْرَعَ مَا أَحْدَثْتُمْ! لَئِنْ عَادَتْ لَأُخْرِجَنَّ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانَيْكُمْ.

[১৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ১০৫৯।*

[১৪] *সূরা আর্-রুম : ৪১।*

[১৫] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২২১০।*

সাফ্ওয়ান ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শুরাহবিল ইবনিস সিমত বলেছেন, খলিফা ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র শাসনামলে একবার ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটে। তখন তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবাহ্ দিলেন এবং বললেন, হে মদিনার লোক! তোমরা কত দ্রুত (গুনাহ ও পরিবর্তন) সৃষ্টি করলে! আল্লাহর কসম! যদি ভূমিকম্প আবার ফিরে আসে আমি তোমাদের মধ্য থেকে বের হয়ে যাব।[১৬]

ইমাম বায়হাক্বী (রহিমাহুল্লাহ)’র রিওয়ায়াতে এসেছে, যেখানে ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মানুষকে বলেন,

إِنَّمَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ لِمَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنَ الذُّنُوْبِ.

মানুষ যে গুনাহ সৃষ্টি করেছে তার কারণে ভূমিকম্প এসেছে।[১৭]

‘উমার ইবনুল ‘আব্দুল ‘আযীযের আমলে ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটলে তিনি গভর্নরদের চিঠি লিখে নির্দেশ দেন, যাতে জনগণ প্রচুর পরিমাণে সাদাক্বাহ্ করে।[১৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : أُمَّتِيْ هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُوْمَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِيْ الْآخِرَةِ، عَذَابُهَا فِيْ الدُّنْيَا الْفِتَنُ، وَالزَّلَازِلُ، وَالْقَتْلُ.

‘আমার উম্মতের ওপর মহান আল্লাহর রহমত আছে। আখিরাতে তারা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে না; বরং তাদের কাফ্ফারা হবে এইভাবে যে, দুনিয়াতে তাদের শাস্তি হবে ফিতনা-ফাসাদ, ভূমিকম্প এবং হত্যা।’[১৯]

৩. সময় সংকুচিত হওয়া : কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে বলে মনে হবে। নবী (ﷺ) বলেন,

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُوْنَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَيَكُوْنَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُوْنَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُوْنَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ.

সময় ছোট হয়ে যাওয়ার পূর্বে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না। এক বছরকে এক মাসের সমান মনে হবে। এক মাসকে এক সপ্তাহের সমান মনে হবে। এক সপ্তাহকে একদিনের মত মনে হবে এবং এক দিনকে এক ঘন্টার সমান মনে হবে।[২০]

আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাদের সময়ে এই আলামতটি প্রকাশিত হয়েছে। সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। অথচ আমাদের যুগের পূর্বে এ রকম মনে হতোনা।[২১]

৪. ফিতনা প্রকাশ পাবে : ‘ফিতনা’ শব্দটি আরবি। এর অর্থ নৈরাজ্য, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, অন্তর্ঘাত, চক্রান্ত, বিপর্যয়, পরীক্ষা প্রভৃতি। অভিধানবিদ আজহারি বলেন, ‘আরবি ভাষায় ফিতনার সামগ্রিক অর্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আগুনে পুড়িয়ে সোনার আসল-নকল ও মান যাচাইপ্রক্রিয়া বোঝাতে ফিতনা শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতেও এরূপ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সেদিন তাদের আগুনে পোড়ানো হবে।’[২২]

ফিতনাগুলো একটি অপরটির চেয়ে ভয়াবহ হবে। এমনকি ফিতনায় পড়ে মানুষ দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে। নবী (ﷺ) বলেন :

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَأَنَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا وَيَبِيْعُ فِيْهَا أَقْوَامٌ خَلَاقَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

নিশ্চয়ই কিয়ামতের পূর্বে অন্ধকার রাত্রির মতো ঘন কালো অনেক ফিতনার আবির্ভাব হবে। সকালে একজন লোক মু’মিন অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হবে। বিকালে সে কাফিরে পরিণত হবে। বহু সংখ্যক লোক ফিতনায় পড়ে দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে তাদের চরিত্র ও আদর্শ বিক্রি করে দিবে। অপর বর্ণনায় এসেছে, তোমাদের একজন দুনিয়ার সামান্য সম্পদের বিনিময়ে তার দ্বীন বিক্রি করে দিবে।[২৩]

৫. হারজ বৃদ্ধি পাবে : কিয়ামতের একটি আলামত হলো হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়া। হত্যাযজ্ঞ এত বেড়ে যাবে যে, পিতা ছেলেকে, ছেলে তার পিতাকে, চাচাকে ও প্রতিবেশীকে হত্যা করবে। এমনকি হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি জানবে না হত্যাকাণ্ডের কারণ কি? রাসূল (ﷺ) বলেন,

[১৬] *মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবাহ্- হা. ৩১২১৯।*
[১৭] *শু‘আবুল ঈমান, বায়হাক্বী- ৮/৩৬৪।*
[১৮] *হিলইয়াতুল আউলিয়া- ৫/৩০৪।*
[১৯] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪২৭৮।*
[২০] *সহীহুল জামে‘ আস্ সাগীর- হা. ৭২৯৯।*
[২১] *ফাতহুল বারী- ১৩/১৬।*
[২২] *তাহজিবুল লুগাহ- ১৪/২৯৬।*
[২৩] *সহীহুল জামে‘ আস্ সাগীর- হা. ৫১২৫।*

وَالَّذِيْ نَفْسِى بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِى الْقَاتِلُ فِيْ أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ وَلَا يَدْرِى الْمَقْتُوْلُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ.

'ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে, যখন হত্যাকারী জানবে না যে, কি অপরাধে সে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে, কি অপরাধে সে নিহত হয়েছে'।[২৪]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যখন কিয়ামত সন্নিকট হবে তখন 'আমল কমে যাবে, অন্তরে কৃপণতা ঢেলে দেওয়া হবে এবং হারজ বেড়ে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হারজ কী? তিনি বলেন, ব্যাপক হত্যাকাণ্ড।[২৫]

৬. মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে : কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। ফকীর-মিসকীন খুঁজে পাওয়া যাবে না। সাদাক্বাহ্ ও যাকাতের টাকা নিয়ে খুঁজা-খুঁজি করেও নেয়ার মতো কোনো লোক পাওয়া যাবে না। নবী (ﷺ) বলেন,

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضَ حَتّٰى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتّٰى يَعْرِضَهُ فَيَقُوْلَ الَّذِيْ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِيْ.

ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ না মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। মানুষ যাকাতের মাল নিয়ে সংকটে পড়বে। যাকাতের মাল মানুষের কাছে পেশ করা হলে সে বলবে, এতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।[২৬]

রাসূল (ﷺ) বলেন,

تَصَدَّقُوْا فَيُوْشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِى بِصَدَقَتِهِ فَيَقُوْلُ الَّذِيْ أُعْطِيَهَا لَوْ جِئْتَنَا بِهَا بِالْأَمْسِ قَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْآنَ فَلَا حَاجَةَ لِى بِهَا. فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا.

'তোমরা সাদাক্বাহ্ করো, কেননা তোমাদের ওপর এমন যুগ আসবে যখন মানুষ নিজের সাদাক্বাহ্ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তা গ্রহণ করার মতো কাউকে পাবে না। (দাতা যাকে দেয়ার ইচ্ছা করবে সে) লোকটি বলবে, গতকাল পর্যন্ত নিয়ে আসলে আমি গ্রহণ করতাম। আজ আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই'।[২৭]

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, শেষ যামানায় সম্পদের ব্যাপকতা, যমীনের ধন-ভাণ্ডারের প্রকাশ এবং পৃথিবীতে অজস্র বরকতের প্রেক্ষিতে দান গ্রহণ করার জন্য কাউকে পাওয়া যাবে না। আর এটা ঘটবে কিয়ামতের পূর্বক্ষণে ইমাম মাহদী ও 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর আবির্ভাবের পর মানুষ যখন ফিতনায় পতিত হয়ে নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তখন কেউ সম্পদের দিকে খেয়াল করবে না। অথবা এটা ঘটবে মাহদী ও 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর অবতরণের পর যখন মানুষ ন্যায় ও নিরাপদে অবস্থান করবে তখন প্রত্যেকের নিকট যে সম্পদ থাকবে সেটাকেই সে যথেষ্ট মনে করবে।[২৮]

ইয়াকূব ইবনু সুফ্ইয়ান বলেন, 'উমার ইবনু 'আব্দুল 'আযীযের শাসন আমলে লোকেরা প্রচুর সম্পদ নিয়ে আমাদের কাছে আগমণ করতো। তারা আমাদেরকে বলতঃ তোমরা যেখানে প্রয়োজন মনে করো সেখানে এগুলো বিতরণ করে দাও। গ্রহণ করার মতো লোক না পাওয়া যাওয়ার কারণে তাদের কাছ থেকে কেউ মাল গ্রহণ করতে রাজী হতো না। পরিশেষে মাল ফেরত নিতে বাধ্য হত। মোটকথা, তাঁর শাসন আমলে যাকাত নেয়ার মতো লোক ছিল না।[২৯]

উপসংহার

কিয়ামতের বিষয়টি যেহেতু খুবই ভয়াবহ, তাই এ ব্যাপারে অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ জন্যই নবী করীম (ﷺ) কিয়ামতের আলামত এবং সেটার লক্ষণগুলো খুব বেশি বর্ণনা করেছেন। কিয়ামতের আগে যেসব ফিতনার আবির্ভাব হবে তিনি তাও বলেছেন। উম্মতকে তিনি এ বিষয়ে সতর্ক ও সাবধান করেছেন, যাতে তারা এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিয়ামত হবে এটা মহান প্রভুর ঘোষণা। সেদিন আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। হাদীসে বর্ণিত বিষয়গুলো অল্প হলেও সত্য হতে শুরু করেছে। সময়ের পরিক্রমায় তা বাস্তবে পরিণত হবে। আর তখনই অনুষ্ঠিত হবে কিয়ামত। সুতরাং এ পরিস্থিতি আসার আগে সবাইকে সতর্ক হওয়ার বিকল্প নেই।

---

[২৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৯০৮; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫৩৯০; সহীহুল জামে'- হা. ৭০৭।*
[২৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০৩৭।*
[২৬] *সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : কিতাবুয্ যাকাত।*
[২৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৪১১; সহীহ মুসলিম- হা. ১০১১; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৮৬৬।*
[২৮] *শারহু মুসলিম- উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা দ্র.।*
[২৯] *ফাতহুল বারী- ১৩/৮৩।*

ইসলামী প্রবন্ধ :

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মৃতের জন্য করণীয়

জান্নাতুল মহল★

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং অসংখ্য সলাত, সালাম তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর ওপর। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾

অর্থ : "তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের পেয়ে বসবেই, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের মধ্যে অবস্থান করো।"[১]

অতএব, মৃতব্যক্তি কেন্দ্রিক করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিলের ভিত্তিতে জানতে হবে এবং মানতে হবে। আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের সুন্নত পরিত্যাগ করে সমাজে বা পরিবারে প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা নিজের অজান্তেই শির্ক ও বিদ'আতে জড়িয়ে পড়ছি। এর মূল কারণ– ১) অজ্ঞতা, ২) অন্ধ অনুসরণ। রাসূল (ﷺ) বলেন,

"যে ব্যক্তি কোনো 'আমল করে অথচ সেই 'আমলের সমর্থনে কুরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশ নেই তা পরিত্যজ্য।"[২]

অতএব আসুন, আবেগ দ্বারা কোনো 'ইবাদত নয়। অজ্ঞতা ও অন্ধ অনুসরণেও কোনো 'ইবাদত নয়। কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণে আমাদের বাব-মা, প্রিয়জনের মৃত্যুতে এমন 'আমল বা কর্ম করি যা দ্বারা তারা উপকৃত হবেন এবং আমরাও উপকৃত হব।

মৃতব্যক্তির জন্য করণীয়

১) যখন কোনো ব্যক্তির মৃত্যু সম্পন্ন হয় তখন উপস্থিত ব্যক্তিরা মৃতের চক্ষু বন্ধ করে দিতে হবে এবং তার জন্য উপস্থিত সবাইকে এই দু'আ পড়তে হবে। মৃত ব্যক্তিকে দেখতে আসা সবাই এই দু'আ পড়বে।

"হে আল্লাহ! এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিন। হিদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদা উচ্চ করে দিন এবং অতীতের সকল নেক বান্দাদের মধ্যে তাকে অন্তর্ভুক্ত করে দিন এবং আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করে দিন। হে বিশ্বের প্রতিপালক! তার কবর প্রশস্থ করে দিন। তার জন্য তার কবরকে আলোকিত করে দিন।"[৩]

নবী (ﷺ) বললেন, "তোমরা তার জন্য দু'আ করো। কেননা তোমরা যা বলো মালাইকারা (ফেরেশ্তারা) তা সত্যায়িত করে।"

২) মৃত্যুর পর কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া সুন্নাত। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাকে একটি ডোরাদার ইয়ামিনি চাদরে ঢেকে দেওয়া হলো।[৪]

উপস্থিত/অনুপস্থিত সকলের করণীয়

১) মৃত্যুর খবর শুনার পর এই দু'আ পড়তে হয় :

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

অর্থ : "নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনকারী।"[৫]

নিকট আত্মীয় ও প্রিয়জনের মৃত্যুতে নিম্নের দু'আ

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ، وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا.

অর্থ : "নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমাকে আমার এই দুরবস্থা (বিপদ) থেকে উদ্ধার করো এবং এর পর উৎকৃষ্টতর অবস্থা দান করো।"[৬]

২) আর বলবে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ. 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'সকল প্রশংসা আল্লাহর'। সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রশংসা

★ *দাঈ' ও প্রশিক্ষক, ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প।*

[১] *সূরা আন্-নিসা : ৭৮।*

[২] *সহীহুল বুখারী- ১৩/৩২৯; সহীহ মুসলিম- ১২/১৬।*

[৩] *সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : জানাযা, হা. ৯২০।*

[৪] *বুখারী- অধ্যায় : পোষাক, হা. ৫৮১৪; মুসলিম- হা. ৯৪২।*

[৫] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৫৬।*

[৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ২/৬৩২, মা. শা., হা. ৩/৯১৮।*

করতে হবে। اَللّٰهُمَّاغْفِرْلِىْ وَلَهُ. ‘আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়া লাহু’, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ও তাকে ক্ষমা করুন।

৩) মহান আল্লাহর প্রতি ভালো ধারনা পোষন করা, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারীত ফায়সালায় ধৈর্য্য ধারণ করা আর সন্তুষ্ট থাকা।

৪) তার জন্য, **মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও দু‘আ করা** (জানাযার সলাতে তৃতীয় তাকবীরের পর এই দু‘আ)

«اَللّٰهُمَّ، اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ».

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফির লাহু ওয়ারহামহু ওয়া আ-ফিহী ওয়া‘ফু ‘আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহু ওয়া ওয়াসসি‘ মুদখালাহু, ওয়াগ্‌সিলহু বিলমা-ই ওয়াস্ সালজি ওয়াল বারাদি। ওয়া নাক্কিহী মিনাল খাত্বায়া কামা ইউনাক্কাস সাউবুল আবইয়্যায়ু মিনাদ দানাস। ওয়া আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহী ওয়া আহলান খাইরাম মিন আহলিহী ওয়া যাওজান খাইরাম মিন যাওজিহ। ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া আ‘ইয্‌হু মিন ‘আযা-বিল ক্বাবরি ওয়া ‘আযা-বিন্নার।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও এবং ওকে রহম করো। ওকে নিরাপত্তা দাও এবং মার্জনা করে দাও, ওর মেহেমানী সম্মানজনক করো এবং ওর কবর প্রশস্থ করো। ওকে তুমি পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধৌত করে দাও এবং ওকে গুনাহ থেকে এমন পরিষ্কার করো, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিস্কার করা হয়। আর ওকে তুমি ওর ঘর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘর, ওর পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার, ওর জুড়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জুড়ী দান করো। ওকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবর ও দোযখের ‘আযাব থেকে রেহাই দাও।”[১]

اَللّٰهُمَّاغْفِرْلِىْ وَلَهُ. ‘আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়া লাহু’, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ও তাকে ক্ষমা করুন।

[১] *সহীহ মুসলিম- হা. ২/৬৬৩।*

আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের করণীয় :

৫) মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে মানুষের প্রশংসা করা : মৃত ব্যক্তির প্রতি সত্যবাদী এক জামা‘আত মুসলিমের কমপক্ষে দু’জন পরিচিত সামর্থবান ও জ্ঞানী প্রতিবেশীর প্রশংসা যা মৃত ব্যক্তিকে জান্নাত অপরিহার্য করে দেয়। এ ব্যাপারে হাদীসে উল্লেখ আছে–

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ)-এর নিকট দিয়ে একটি জানাযা গেল, অতঃপর তার (উত্তম প্রশংসা মুখে মুখে লেগে থাকল)। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেন, ‘অপরিহার্য হয়ে গেল, অপরিহার্য হয়ে গেল, অপরিহার্য হয়ে গেল’।

রাসূল (ﷺ)-এর নিকট দিয়ে আর একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলো, ঐ জানাযার নিন্দা জ্ঞাপন করা হলো। তারা বললো, মহান আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে লোকটা খারাপ ছিল। (ঐ জানাযার) নিন্দা মুখে মুখে লেগেই থাকলো। অতঃপর নবী করিম (ﷺ) বললেন, ‘অপরিহার্য হয়ে গেল, অপরিহার্য হয়ে গেল, অপরিহার্য হয়ে গেল। তিনবার বললেন। অতঃপর ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, একটি জানাযা গেল, তার উত্তম প্রশংসা করা হলো, আপনি বললেন, অপরিহার্য হয়ে গেল (তিনবার), এরপর আরেকটি জানাযা গেল, তার নিন্দা করা হলো, আপনি বললেন, ‘অপরিহার্য হয়ে গেল (তিনবার)। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেন, ‘তোমরা যার উত্তম প্রশংসা করলে তার জান্নাত অপরিহার্য হয়ে গেল এবং তোমরা যার নিন্দা করলে, তার জাহান্নাম অপরিহার্য হয়ে গেল’।[২]

মালাইকারা (ফেরেশ্‌তারা) আসমানে মহান আল্লাহর স্বাক্ষী আর তোমরা পৃথিবীতে মহান আল্লাহর সাক্ষী। অন্য বর্ণনায় রয়েছে মু’মিনগণ পৃথিবীতে মহান আল্লাহর স্বাক্ষী।

(মহান আল্লাহর ফেরেশ্‌তা রয়েছে যারা মানুষের যবানীতে মানুষ সম্পর্কে উত্তম ও নিন্দাবাদের কথা বলে)।

মৃত ব্যক্তির আত্মীয়, প্রতিবেশী এবং পরিচিত ব্যক্তিরা মৃতের মাগফিরাতের জন্য দু‘আ করা ও তার সদগুনাবলী বর্ণনা করা উচিৎ। কেননা তাতে মালাইকাগণ (ফেরেশ্‌তাগণ) ‘আমীন’ বলেন ও তার জন্য ওগুলো

[২] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।*

ওয়াযিব হয়ে যায়। অন্য বর্ণনায় আছে তার জন্য জান্নাত ওয়াযিব হয়ে যায়।[১]

৬) মৃতের পরিবারের জন্য আত্মীয়, প্রতিবেশী এবং পরিচিত যে কেউ কমপক্ষে একদিন বা তিন দিন পর্যন্ত খাবারের ব্যবস্থা করা সুন্নত।[২]

৭) মৃতব্যক্তিকে সুন্নত পদ্ধতীতে গোসল করানো এবং কাফনের কাপড় পড়ানো : মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার ব্যাপারে সন্তান ও নিকট আত্মীয়রাই অন্যান্যদের চেয়ে বেশি হক্বদার।[৩] মৃতদের ডানদিক থেকে শুরু করে কাফনের কাপড় পরানো সুন্নাত।[৪] গোসল, কাফনের কাপড় পরানো, কবরে নামানো এবং দাফনের কাজগুলো মু'মিন ব্যক্তি দ্বারা করানো ভালো। (গোসল ও কাফনের কাপড় পরানোর নিয়ম দেখে নিন)।

৮) জানাযার সময় তার জন্য খাশ করে দু'আ করা[৫] : জানাযার সলাতের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ। এখানে উল্লেখ্য জানাযার সলাতে ৪ নং দু'আটি তৃতীয় তাকবীরের পর পাঠ করতে হবে (জানাযার সলাত পড়ার নিয়ম দেখে নিন)।

৯) দাফন : দাফন অর্থ কবরস্ত করা।

⇨ **কবরে রাখার দু'আ :** সুনান আবূ দাউদও হাসান সনদে বর্ণনা করেন, মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হতো তখন নবী (ﷺ) বলতেন,

"বিস্‌মিল্লা-হি ওয়ালা বিল্লাহি ওয়ালা মিল্লাতি রাসূলুল্লাহ।"

অর্থ : 'মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করছি এবং রাসূল (ﷺ)-এর তরিকার উপর রাখলাম।'

⇨ **মাটি দেয়ার সময়** শুধু 'বিস্‌মিল্লা-হ' বলে প্রত্যেকে দু'হাত দিয়ে তিন মুঠো মাটি মৃত ব্যক্তির মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছড়াবে[৬] (দাফনের সময় দাফনের নিয়ম দেখে নিন)।

১০) দাফনের পর মৃতের জন্য দু'আ (খুবই জরুরি) : ইমাম আবূ দাউদ তার সুনান আবূ দাউদে বর্ণনা করেন, "দাফন সম্পন্ন করার পর সেখানে মৃতের সন্তানেরা এবং উপস্থিত সবাই একাকী কিবলামুখী হয়ে তার জন্য দু'আ করবে কবরের পরীক্ষা সহজ হওয়ার জন্য।" কেননা নবী (ﷺ) বলেন, "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করো এবং তার জন্য ঈমানের প্রতি দৃঢ় থাকার জন্য দু'আ করো। কেননা এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে" (মৃত ব্যক্তি তোমাদের কাছে তা কামনা করে)।[৭]

১১) সারাজীবন তার জন্য করণীয় : সুনান আবূ দাউদ ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, এই সময় মৃতব্যক্তির জন্য নিচের দু'আগুলো বার বার পড়া উত্তম।

«اَللّٰهُمَّ، اغْفِرْ لَهُ وَثَبِّتْهُ».

উচ্চারণ : 'আল্লা-হুম্মাগফির লাহু ওয়া সাব্বিতহু।'

অর্থ : "হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তাকে (প্রশ্নোত্তর ও ঈমানের উপর) অটল রাখুন।"[৮]

«اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ».

উচ্চারণ : 'আল্লা-হুম্মাগফির লাহু ওয়ার হামহু ইন্নাকা আংতাল গাফুরুর রহিম।'

অর্থ : "হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"[৯]

«اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ».

'আল্লা-হুম্মা গফিরলাহু ওয়ারফাউ দারাজাতাহু ফিল মাহদিইয়ীনা ওয়াখলুফহু ফি আক্বিবিহি ফিল গবিরীন, ওয়াগফির লানা ওয়া লাহূ ইয়া রব্বাল আ-লামীন। ওয়াফসাহ লাহু ফি ক্বরিহী ওয়া নাউয়ার লাহু ফিহ্।'

অর্থ : "হে আল্লাহ! আপনি তাকে মাফ করে দিন। হেদায়েত প্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তার পিছনে যারা রয়ে গেছে তাদের মধ্যে আপনি প্রতিনিধি হন। হে জগৎসমূহের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করুন। তার কবর প্রশস্ত করে দিন এবং তার জন্য কবরকে আলোকিত করুন।"[১০]

---

[১] *সহীহ মুসলিম- হা. ২২০০।*
[২] *আত্ তিরমিযী- হা. ৯৯৮; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৬১০।*
[৩] *আস্ সিরাতুন নাবিইয়া- ইবনু হিশাম, পৃ. ৬৬২।*
[৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪২৬।*
[৫] *সুনান আবূ দাউদ; জামে আত্ তিরমিযী; সুনান আন্ নাসায়ী।*
[৬] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৫৬৫।*
[৭] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩২২৩, হাসান।*
[৮] *আবূ দাউদ- হা. ৩২২১; মিশকাত- হা. ১৩৩, সনদ সহীহ।*
[৯] *মিশকাত- ১৬৭৭/৩২, সহীহ; আবূ দাউদ- অধ্যায় : জানাযা।*
[১০] *সহীহ মুসলিম- হা. ৭/৯২০; ত্বাবারানী- হা. ১১৯১।*

এই সময় জানাযার সলাতে পঠিত দু'আগুলোও বারবার পড়ে মাইয়্যেতের জন্য দু'আ করবে। যেখানে মাইয়্যেতের জন্য চাওয়া-পাওয়ার সবকিছুই আছে। এভাবে বিনীত হয়ে বার বার মহান আল্লাহর নিকট মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে। যারা দু'আ জানে না তারা নিজ নিজ ভাষায় আন্তরিকভাবে মাইয়্যেতের জন্য ক্ষমা চাইবে এবং দু'আ করবে।

⇨ **সারা জীবন তার জন্য করণীয় : (ক)** ক্ষমা চাওয়া, **(খ)** দু'আ করা এবং **(গ)** মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সাদাক্বাহ্ করা। তাহলে সে উপকৃত হবে (তবে জানাযার সময় ও কবরের কাছে সাদাক্বাহ্ করা শরিয়তসম্মত নয়)।

সন্তান যখন বাবা-মার জন্য ইস্তিগফার করে (ক্ষমা চায়) তখন তাদের (বাবা-মার) মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।[১]

ইস্তিগফার অর্থ- 'ক্ষমা চাওয়া'।

সন্তানের নিকট হতে দু'আ, ক্ষমা চাওয়া এবং যে কোনো সৎকর্মের সওয়াব মৃত বাবা-মার নিকট পৌঁছে থাকে, কারণ সন্তান পিতা-মাতার সুকর্ম ও প্রতিপালনের ফল।[২]

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মৃত ব্যক্তির জন্য বর্জনীয় :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾

অর্থ : "রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ করো, আর তোমাদেরকে যাথেকে নিষেধ করে তাথেকে বিরত থাকো।"[৩]

উপরের আয়াতে সুস্পষ্ট– রাসূল (ﷺ)-এর দেয়া সকল কর্মই গ্রহণীয় আর সকল নিষেধই বর্জনীয়। নিচের কর্মগুলো করার দলিল কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই আর তা রাসূল (ﷺ) করেননি; বরং তা নিষেধের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১) মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করা বা পড়া, ভাড়া করা লোক এনে কুরআন পড়ানো, তাসবীহ পড়া, কলেমা পড়া সবই সুস্পষ্ট বিদ'আত।

২) গোসলের সময় মৃত ব্যক্তির খাটিয়া তুলতে এবং জানাযায় যাওয়ার সময় কোনো 'যিক্র' বা দু'আ নেই।

৩) জানাযার সলাতে এবং দাফনের শেষে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে ইমামের পিছনে 'আমীন', 'আমীন' বলেও কোনো শরীআতে দু'আ নেই। প্রত্যেকে একাকী তার জন্য দু'আ করতে হবে। আর এটাই রাসূল (ﷺ)-এর বিধান।

৪) দাফনের পর মাটি দেয়ার সময় নিচের দু'আ পড়া ঠিক না।

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾

উচ্চারণ : 'মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা।' **অর্থ :** "এ (মাটি) থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব, আর তাথেকে তোমাদেরকে আবার বের করব।"[৪]

কারণ, **ক)** কবরে কুরআন পড়া নিষেধ। **খ)** কথাগুলো সৃষ্টিকর্তার বলা (সৃষ্টজীব কিভাবে তা বলে? অর্থের দিকে খেয়াল করে দেখি)।

৫) মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে ৩ দিন, ৭ দিন, ৪০ দিন বা যে কোনো দিন এবং মৃত্যুবার্ষিকীতে খানা খাওয়ার আয়োজন, দু'আর অনুষ্ঠান সবই বর্জনীয়।

৬) উচ্চস্বরে কান্নাকাটি, বিলাপ করা, মহান আল্লাহর উপর দোষারোপ করা, মহান আল্লাহর কাছে কৈফিয়ত চাওয়া, ভাগ্যকে গালিগালাজ করা সম্পূর্ণ নিষেধ।[৫]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশের বাইরে "দীনের প্রত্যেক নতুন কাজই বিদ'আত।" "প্রত্যেক বিদ'আত পথভ্রষ্ঠতা।"[৬] 'আর সকল প্রকার পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামী।'[৭]

হে আল্লাহ! মৃতব্যক্তি কেন্দ্রিক সকল 'আমল (কর্ম) সঠিক জানা ও মানার সৌভাগ্য দান করুন। আমাদেরকে 'আমলে স্বলেহীনদের দলে অন্তর্ভুক্ত করুন –আমীন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

---

[১] *সহীহুল বুখারী।*
[২] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[৩] *সূরা আর-হাশ্র : ৭।*
[৪] *সূরা ত্ব-হা- : ৫৫।*
[৫] *আহকামুয জানায়িয বা জানাযার নিয়ম কানুন- রচনায়– নাসিরুদ্দিন আলবানী, ক্রমিক নং- ১-৬, উৎস : 'গ্রন্থপুঞ্জি'।*
[৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ২/৫৯২।*
[৭] *সুনান আন্ নাসায়ী।*

সলাত অমান্য ও অবহেলাকারীর পরিণাম

হাফেয মুহাম্মদ আইয়ূব★

[দ্বিতীয় পর্ব]

সলাত অমান্যকারীর ভয়াবহ পরিণাম

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন :

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ﴾

"তোমাদের কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা সলাত আদায় করতাম না।"[১]

প্রখ্যাত তাবি'ঈ 'আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, সহাবায়ি কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সলাত ব্যতীত অন্য কোনো 'আমলকে ছেড়ে দেয়াকে কুফ্‌রী মনে করতেন না।[২]

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে না তার কোনো দ্বীন নেই।[৩]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সলাত বিনষ্টকারী হিসেবে মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে আল্লাহ তা'আলা তার অন্যান্য পুণ্যের প্রতি গুরুত্ব দিবেন না।[৪]

যারা সলাত ত্যাগকারীকে কাফির মনে করে না তারা সে সব দলিল পেশ করে থাকে তা সে সব দলিলের তুলনায় দুর্বল যা সলাত ত্যাগকারীকে কাফির বলে প্রমাণ করে। কারণ, (যারা কাফির না মনে করে) তারা যে সব দলিল পেশ করে থাকে যেগুলো য'ঈফ-দুর্বল ও অস্পষ্ট অথবা যাতে মোটেই তার প্রমাণ নেই।

সলাত অমান্যকারীর প্রতি শার'ঈ বিধান : বিশ্ববিখ্যাত 'আলিম, সাউদী আরবের প্রাক্তন প্রধান দু'জন মুফতী শাইখ 'আব্দুল 'আযীয 'আব্দুল্লাহ বিন বায (রহিমাহুল্লাহ) ও শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন সলাত ত্যাগকারীর প্রতি শরী'আতের বিধান কী এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলেন,

জিজ্ঞাসা : কোনো ব্যক্তি যদি তার পরিবার-পরিজনকে সলাত আদায় করার জন্য নির্দেশ দেয়, যদি তারা তার নির্দেশের প্রতি কোনো গুরুত্ব না দেয়, তাহলে সে তার পরিজনের সাথে কী ধরনের ব্যবহার করবে? সে কি তাদের সাথে এক সাথে বসবাস এবং মিলেমিশে থাকবে, নাকি সে বাড়ী থেকে অন্যত্র চলে যাবে?

জবাব : এ সকল পরিবার যদি একেবারেই সলাত আদায় না করে, তাহলে তারা অবশ্যই কাফির, মুরতাদ (স্বধর্মত্যাগী) ও ইসলাম থেকে খারিজ- বহির্ভুত হয়ে যাবে। উক্ত ব্যক্তির তাদের সাথে একই সাথে অবস্থান এবং বসবাস করা জায়িয নয়। তবে তাদেরকে দা'ওয়াত দেয়া তার জন্য ওয়াজিব এবং বিনয়ের সাথে ও প্রয়োজনে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে সলাত আদায় করার জন্য আহ্বান জানাতে হবে। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা হয়তো তাদেরকে হিদায়াত দান করতে পারেন। কারণ, সলাত ত্যাগকারী কাফির। আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করুন।

● **মুসলিম মেয়ের সঙ্গে বেনামাযীর বিয়ে হারাম :** বেনামাযীকে কোনো মুসলিম মহিলার সাথে বিবাহ দেয়া শুদ্ধ হবে না। সলাত না আদায় করা অবস্থায় যদি তার আক্‌দ বা বিবাহ সম্পাদন করা হয়, তাহলেও তার নিকাহ্ বা বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এই বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে উক্ত স্ত্রী স্বামীর জন্য হালাল হবে না। আল্লাহ তা'আলা মুহাজির মহিলাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

"যদি তোমরা জানতে পারো যে, তারা মু'মিনা তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো না। মু'মিনা নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররা মু'মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয়।"[৫]

বিবাহ বন্ধন সম্পাদন হওয়ার পর যদি সে সলাত ত্যাগ করে, তাহলেও তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং পূর্বে যে আয়াত আমরা উল্লেখ করেছি সে আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না। এ বিষয়ে আহলে 'ইল্‌মদের নিকট ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রসিদ্ধ রয়েছে। বিবাহ বাতিল হওয়ার ব্যাপারে স্ত্রী মিলনের আগে হোক বা পরে হোক এতে কোনো পার্থক্য নেই।

● **সলাত অমান্যকারী দ্বারা গৃহপালিত জন্তু যাবাহ করা হলে তা হারাম :** যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে না, তার যাবাহকৃত পশু খাওয়া যাবে না। কেন তার যাবাহকৃত পশু খাওয়া যাবে না? এর কারণ হলো যে, উক্ত যাবাহকৃত পশু হারাম। যদি কোনো ইয়াহূদী অথবা নাসারা (খ্রিষ্টান) যাবাহ করে তা আমাদের জন্য খাওয়া হালাল। আল্লাহ রক্ষা করুন। উক্ত বেনামাযীর কুরবানী ইয়াহূদী এবং নাসারার কুরবানী থেকেও নিকৃষ্ট।

★ *সভাপতি, আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা, বংশাল।*

[১] *সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির : ৪২-৪৩।*

[২] *জামি' আত্ তিরমিযী- হা. ২৬২২, সহীহ।*

[৩] *মুহাম্মাদ ইবনু নাস্‌র মারফূ' সনদে বর্ণনা করেছেন।*

[৪] *সূত্র : কিতাবুল কাবায়ির- ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ), ই. ফা. বাং ছাপা, ২৩-২৪ পৃ.।*

[৫] *সূরা আল-মুমতাহিনাহ্ : ১০।*

● **সলাত অমান্যকারী আত্মীয়দের পরিত্যক্ত ধন হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে :** উক্ত সলাত ত্যাগকারী ব্যক্তির কোনো নিকটাত্মীয় বা জ্ঞাতি যদি মারা যায়, তাহলে সে সম্পত্তির কোনো মীরাস পাবে না। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি এমন সন্তান রেখে গেল, যে সলাত আদায় করে না (মুসলিম ব্যক্তি সলাত আদায় করে অথচ ছেলেটি সলাত আদায় করে না) এবং তার জন্য এক দূরবর্তী চাচাতো ভাই (স্বগোত্র ব্যক্তি-জ্ঞাতি) এ দু'জনের মধ্যে কে মীরাস পাবে? উক্ত মৃত ব্যক্তির দূরবর্তী চাচাতো ভাইও ওয়ারিস হবে, তার ছেলে কোনোই ওয়ারিস হবে না। এ সম্পর্কে ওসামা বর্ণিত হাদীসে নবী (ﷺ)-এর বাণী উল্লেখ্য : "মুসলিম কাফিরের ওয়ারিস হবে না এবং কাফির মুসলিমের ওয়ারিস হবে না।"[১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : "ফারায়িয তাদের মৌল মালিকদের সাথে সংযোজন করো। অর্থাৎ- সর্বপ্রথম তাদের অংশ দিয়ে দাও, যাদের অংশ নির্ধারিত অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকবে তন্মধ্যে (মৃতের) নিকটতম পুরুষ আত্মীয়দেরই হবে অগ্রাধিকার।"[২]

এটি একটি উদাহরণ মাত্র এবং একইভাবে অন্যান্য ওয়ারিসদের প্রতিও এই হুকুম প্রয়োগ করা হবে।

● **সলাত অমান্যকারীর জানাযা আদায় করা ও তার জন্য দু'আ করা হারাম :** সে মারা গেলে তাকে গোসল দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, দাফনের জন্য কাপড় পরানো হবে না এবং তার ওপর জানাযার সলাতও আদায় করা হবে না এবং মুসলিমদের কবরস্থানে দাফনও করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হলো– উক্ত মৃত ব্যক্তিকে কী করব? এর উত্তর হলো যে, আমরা তার মৃতদেহকে মরুভূমিতে (খালি ভূমিতে) নিয়ে যাব এবং তার জন্য গর্ত খনন করে তার পূর্বের পরিধেয় কাপড়েই দাফন-কবরস্থ করব। কারণ ইসলামে তার কোনো পবিত্রতা ও মর্যাদা নেই। তাই কারো জন্য হালাল নয় যে, তার কেউ মারা গেলে এবং তার সম্পর্কে সে জানে যে সলাত আদায় করত না, তাহলে মুসলিমদের কাছে জানাযার সলাতের জন্য উপস্থাপন করা যাবে না।

● **সলাত অমান্যকারীর হাশ্‌র হবে যাদের সাথে :** কিয়ামতের দিন ফিরআউন, হামান, কারূন এবং উবাই ইবনু খাল্‌ফ কাফিরদের নেতা ও প্রধানদের সাথে তার হাশ্‌র-নাশ্‌র হবে। আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করুন। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তার পরিবার-পরিজনেরা তার জন্য কোনো রহমাত ও মাগফিরাত এর দু'আও করতে পারবে না। কারণ সে কাফির, মুসলিমদের প্রতি তার কোনো হক্ব বা অধিকার নেই। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী : "নবী এবং অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জায়িয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, এ কথা প্রকাশ হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।"[৩]

প্রিয় ভাই সকল! বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও মারাত্মক। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, কোনো কোনো মানুষ বিষয়টিকে অবহেলা করে খুবই খাটো করে দেখছে। তারা বাড়ির ভিতরে অবস্থান করেও সলাত আদায় করছে না এবং তা কখনই জায়িয নয়। নারী বা পুরুষ উভয়ের জন্য সলাত ত্যাগের এটিই হলো বিধান। আমি সে সমস্ত ভাইদের আহ্বান জানাচ্ছি, যারা সলাত ছেড়ে দিয়েছেন এবং সলাত ছাড়াকে সহজ মনে করছেন। আপনি আপনার বাকি জীবনকালটা ভালো 'আমল করে পূর্বের ক্ষতিপূরণ ও সংশোধন করুন। আপনি অবগত নন যে, আপনার বয়সের আর কত বাকি আছে? তা কি কয়েক মাস, কয়েকদিন অথবা কয়েক ঘণ্টা? এ বিষয়ের জ্ঞান মহান আল্লাহর কাছে।

সলাত অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের ভূমিকা : সলাত ইচ্ছাকৃতভাবে তরককারীদের (ত্যাগ) প্রসঙ্গে আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের অভিমত– সলাতের ইনকারকারী (আপত্তি) সকল ইমাম ও মুজতাহিদের মতে কাফির বলে গণ্য হবে; যে ব্যক্তি সলাতকে অস্বীকার করে না, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে তা ছেড়ে দেয়, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ইমাম ইসহাক্ব ও কিছু সংখ্যক শাফি'য়ী ও মালিকী আলেমের মতে সে কাফির বলে গণ্য হবে। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'য়ী (রহিমাহুল্লাহ)'র মতে ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত ত্যাগকারী তাওবাহ্ না করলে তার ওপর হত্যার হাদ্দ জারী করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ)'র মতে, সলাত ত্যাগকারীকে সলাত আদায় না করা পর্যন্ত জেলে আবদ্ধ রাখতে হবে।[৪]

সলাত ত্যাগ করা কুফ্‌রীর কারণ হলো– যে ব্যক্তি সলাত ওয়াজিব হওয়ার অস্বীকারকারী সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, আহলে 'ইল্‌ম ও ঈমানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। যে ব্যক্তি অলসতা করে সলাত ছেড়ে দিলো তার চেয়ে উক্ত ব্যক্তির কুফ্‌রী খুবই মারাত্মক। উভয় অবস্থাতেই যারা মুসলিম রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন, তাদের প্রতি অপরিহার্য হলো, তারা সলাত ত্যাগকারীদেরকে তাওবাহ্ করার নির্দেশ দিবেন, যদি তাওবাহ্ না করে, তাহলে এ বিষয়ে বর্ণিত দলিলের ভিত্তিতে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করবেন।

---

[১] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪০৩২।*
[২] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪০৩৩।*
[৩] *সূরা আত্-তাওবাহ্ : ১১৩।*
[৪] *মির'আত; নাইল; গুনিয়া; বুলূগুল মারাম- পশ্চিমবঙ্গ ছাপা, ১১৫ পৃ.।*

অতএব সলাত ত্যাগকারীকে বর্জন করা এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ওয়াজিব এবং সলাত ত্যাগ করা থেকে তাওবাহ্ না করা পর্যন্ত তার দা'ওয়াত গ্রহণ করা যাবে না, সাথে সাথে তাকে ন্যায়ের পথে আহ্বান ও নাসীহাত প্রদান করা ওয়াজিব এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সলাত ত্যাগ করার কারণে যে শাস্তি তার প্রতি নির্ধারিত আছে তা থেকে সাবধান করতে হবে। এর ফলে হয়তো বা সে তাওবাহ্ করতে পারে এবং আল্লাহ তার তাওবাহ্ কবুলও করতে পারেন।[১]

সন্তান-সন্ততিকে কখন সলাতের নির্দেশ দিতে হবে

'আম্র ইবনু শু'আইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে সাত বছর বয়সে সলাতের আদেশ দাও। যখন তারা দশ বছর বয়সে উপনীত হবে তখন সলাতের জন্য মৃদু প্রহার কর এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও।[২]

ইমাম শাফি'য়ী (রহিমাহুল্লাহ)'র কতিপয় শিষ্য এই হাদীস দ্বারা দলিল প্রমাণ দিয়ে বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর সলাত অমান্য করলে তাকে কতল (হত্যা) করা ওয়াজিব বলে মনে করেন। তাঁরা আরো বলেন : অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য সলাত অমান্য করলে প্রহারের শাস্তির বিধান রয়েছে। এ কথা প্রমাণ করে যে, প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য এর চাইতে গুরুতর শাস্তি সাব্যস্ত হওয়া উচিত। আর মারপিট ও প্রহারের পরে হত্যার চাইতে গুরুতর শাস্তি আর কিছু নেই।[৩]

জামা'আতের সাথে সলাত আদায়ের গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সলাত সম্পর্কে জামা'আতেরই হুকুম দিয়ে বলেছেন : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ "তোমরা সলাত ক্বায়িম করো" (তারা সবাই সলাত ক্বায়িম করে) ইত্যাদি। অন্য জায়গায় বলেছেন, ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ "তোমরা রুকূ'কারীর সাথে রুকূ' করো।" অর্থাৎ- জামা'আতে সলাত আদায় করো। কুরআন দ্বারা বুঝা যায় যে, ফর্য সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করা অপরিহার্য।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি আযান শুনলে এবং তার কোনো ওযর না থাকা সত্ত্বেও জামা'আতে উপস্থিত হলো না, তার সলাত নষ্ট।[৪] অন্য রিওয়ায়াতে আছে, সহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওযর কী? তিনি (ﷺ) বললেন, ভয় ও অসুখ।[৫] তিনি (ﷺ) বলেন, পুরুষ মানুষের সবচেয়ে উত্তম সলাত তার ঘরে, কিন্তু ফর্য সলাত নয়।[৬] এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ঘরে পুরুষের ফর্য সলাত হয় না।

● 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আগামীকাল কিয়ামতের দিন মুসলিম হিসেবে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পেতে আনন্দবোধ করে সে যেন ঐসব সলাতের রক্ষণাবেক্ষণ করে যেসব সলাতের জন্য আযান দেয়া হয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর জন্য হিদায়েতের পন্থা-পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেছেন। আর এসব সলাত ও হিদায়েতের পন্থা-পদ্ধতি। যেমন- এ ব্যক্তি সলাতের জামা'আতে হাজির না হয়ে বাড়ীতে সলাত আদায় করে থাকে, অনুরূপ তোমরাও যদি তোমাদের বাড়ীতে সলাত আদায় করো তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত বা পন্থা-পদ্ধতি পরিত্যাগ করলে। আর তোমরা যদি এভাবে তোমাদের নবীর সুন্নাত বা পদ্ধতি পরিত্যাগ করো তাহলে অবশ্যই পথ হারিয়ে ফেলবে। কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে (সলাত আদায় করার জন্য) কোনো একটি মসজিদে হাজির হয় তাহলে মসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ করবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি করে নেকী লিখে দেন। তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং একটি করে গুনাহ দূর করে দেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : আমরা মনে করি, যার মুনাফিক্বী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফিক্বী ছাড়া কেউই জামা'আতে সলাত আদায় করা ছেড়ে দেয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা'আতে হাজির হত যাকে দু'জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে নিয়ে এসে সলাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হত।[৭]

● আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) অন্ধ একটি লোক নবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ধরে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কেউ নেই। তাকে বাড়ীতে সলাত আদায় করার অনুমতি প্রদান করার জন্য সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে আবেদন জানালো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বাড়ীতে সলাত আদায় করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু লোকটি যে সময় ফিরে যেতে উদ্যত হলো তখন নবী (ﷺ) তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন? তুমি কি সলাতের আযান শুনতে পাও? সে বলল,

---

[১] *ফাতাওয়া প্রদান– মাননীয় শাইখ 'আব্দুল 'আযীয বিন 'আব্দুল্লাহ বিন বায (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম' নামক কিতাব থেকে সংগৃহীত, ১৪০ পৃ.; বরাতে হিয়াল আহাদ- ২৩ পৃ.।*

[২] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৯৫, হাসান।*

[৩] *কিতাবুল কাবায়ির- ঐ, ২৫ পৃ.।*

[৪] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৭৯৩, সহীহ।*

[৫] *সুনান আবূ দাঊদ; দারাকুতনী; য'ঈফ মিশকাত- হা. ১০০১।*

[৬] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম; বুলূগুল মারাম- ২৯ পৃ.।*

[৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৭৪।*

হ্যাঁ (আমি আযান শুনতে পাই)। নবী (ﷺ) বললেন : তাহলে তুমি জামা'আতে উপস্থিত হও।[১]

● রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ফজরের সলাত আদায় করল সে মহান আল্লাহর নিরাপত্তা লাভ করল। আর আল্লাহ যদি তাঁর নিরাপত্তা প্রদানের হক্ব কারো থেকে দাবি করে বসেন তাহলে সে আর রক্ষা পাবে না। তাই তাকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।[২]

● সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (ﷺ) থেকে স্বপ্নে দেখা বৃত্তান্ত সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করলে নবী (ﷺ) বললেন : আর পাথরের আঘাতে যে ব্যক্তির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হচ্ছে সে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করে (তৎপ্রতি যত্নশীল না হওয়ার কারণে) ভুলে যায় এবং ফজর সলাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে।[৩]

● একদা নবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহর ক্বসম! আমার কখনো ইচ্ছা হয় যে, একজনকে দিয়ে সলাত শুরু করিয়ে দেই এবং তারপর যারা সলাতে হাজির হয় না আমি পেছন দিয়ে গিয়ে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেই।[৪]

● 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যদি লোকেরা 'ইশা ও ফজরের সলাতের কী যে ফযীলাত জানত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দু' ওয়াক্তের সলাতে জামা'আতে উপস্থিত হত।[৫]

● ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন : যদি কোনো ব্যক্তি 'ইশা ও ফজরের সলাতের জামা'আতে অনুপস্থিত থাকত তবে তার প্রতি আমাদের ধারণা পাল্টে যেত। আমরা মনে করতাম হয়তো সে মুনাফিক্ব হয়ে গেছে।[৬]

জামা'আতে সলাত আদায়ের ফযীলাত

● 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করলে একা সলাত আদায় করার চেয়ে ২৭ গুণ বেশি সাওয়াব হয়।[৭]

● আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি ৪০ দিন জামা'আতের তাকবীরে উলা (জামা'আতের প্রথম তাকবীর) পেয়ে সলাত আদায় করবে তার জন্য দু'টি মুক্তি সানাদ লিখে দেয়া হবে; একটি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি এবং দ্বিতীয়টি মুনাফিক্বী থেকে মুক্তি।[৮] 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি 'ইশার সলাত জামা'আতে আদায় করে সে যেন অর্ধেক রাত সলাতে কাটায়।[৯]

● নবী (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি জামা'আতে এক রাক'আত সলাত পায় সে পুরো জামা'আতের সাওয়াব পায়।[১০] নবী (ﷺ) বলেন : সলাতের জন্য দূর থেকে আসার কারণে প্রতি পদক্ষেপে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সাওয়াব লিখা হয়।[১১] ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : যে ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভে খুশি হয় তার উচিত জামা'আত সহকারে সলাত আদায় করা।[১২]

● আল্লাহ সাত শ্রেণীর লোককে এমন একদিন তাঁর ছায়াতলে স্থান দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে টাঙ্গানো থাকে।[১৩]

● 'উমারাহ্ ইবনু রুওয়াইবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : এমন কোনো ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে সলাত আদায় করেছে অর্থাৎ- ফজর ও 'আস্রের সলাত।[১৪]

● জুনদুব ক্বাসরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ফজরের সলাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মাদারিতে চলে গেল। অতএব হে আল্লা-র বান্দাগণ! আল্লাহ যেন আপন জিম্মাদারীর কোনো বিষয় সম্পর্কে তোমাদের বিপক্ষে বাদী না হন। কারণ তিনি যার বিপক্ষে আপন দায়িত্বের কোনো ব্যাপারে বাদী হবেন তাকে ধরতে পারবেনই। অতঃপর তিনি তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।[১৫]

● আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : মানুষেরা যদি জানতে পারত আযান দেয়া ও সলাতের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে কী মর্যাদা আছে

---

[১] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৮৫১, সহীহ।*
[২] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৭৯।*
[৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ১১৪৩।*
[৪] *জামে আত্ তিরমিযী- হা. ২০৮।*
[৫] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৭৯৬, সহীহ।*
[৬] *বায্যার; ত্বাবারানী।*
[৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪৯।*
[৮] *জামে আত্ তিরমিযী- হা. ২৪১, হাসান।*
[৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৭৭।*
[১০] *সুনান আন্ নাসা'য়ী- হা. ৫৫৬, সহীহ।*
[১১] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৭৭৪, সহীহ।*
[১২] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৭৪।*
[১৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৬০।*
[১৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৩২২।*
[১৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৭৯।*

এবং লটারী করা ছাড়া এ সুযোগ পাওয়া যাবে না, তাহলে তারা লটারী করত। যদি তারা যোহরের সলাত আদায় করার জন্য তাড়াতাড়ি আসার সাওয়াব সম্পর্কে জানত, তাহলে তারা এই সলাতে দৌড়িয়ে এসে শামিল হত। যদি তারা 'ইশা ও ফজরের সলাতের ফযীলাত জানত তাহলে তারা শক্তি না থাকলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সলাতে আসতে চেষ্টা করত।[১]

● 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি 'ইশার সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করেছে, সে যেন অর্ধেক রাত সলাত আদায়কারীর সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি ফজরের সলাত জমা'আতে আদায় করেছে, সে যেন গোটা রাত সলাত আদায় করেছে।[২]

● আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : সলাতে সবচেয়ে বেশি সাওয়াব পাবে ঐ ব্যক্তি দূরত্বের দিক দিয়ে যার বাড়ী সবচেয়ে বেশি দূরে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে জামা'আতে সলাত আদায় করার জন্য মসজিদে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, তার সাওয়াবও ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি হবে যে মসজিদের নিকটে থাকে এবং তাড়াতাড়ি সলাত আদায় করেই ঘুমিয়ে থাকে।[৩]

● আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : তোমাদের কাছে যেসব মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্তারা) আসে রাতে এবং দিনে তাদের একদল আসে এবং আরেক দল যায় এবং ফজর ও 'আস্রের সলাতে তারা (দু' দল) একত্রিত হয়। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপনকারী মালায়িকাহ্ দল (আসমানে) উঠে যায়। তখন তাদের রব (আল্লাহ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায় দেখে এসেছো? অথচ তিনি তাদের সব কিছুই ভালোভাবে অবগত আছেন। জবাবে মালায়িকা বলেন, আমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় তাদেরকে সলাত আদায়রত অবস্থায় রেখে এসেছি। আবার যখন আমরা তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তাদেরকে সলাত আদায়রত অবস্থায় (পেয়েছি)।[৪]

● আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন : পুরুষ লোকদের জন্য প্রথম কাতার সর্বোত্তম এবং নিকৃষ্টতম হচ্ছে সর্বশেষ কাতার।[৫]

[১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬১৫; সহীহ মুসলিম- হা. ৮৬৭।*
[২] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৭৭।*
[৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৫১।*
[৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭৪৮৬।*
[৫] *জামি' আত্ তিরমিযী- হা. ২২৪, সহীহ।*

● আবূ বক্র ইবনু আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা (আবূ মূসা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি দু'টি ঠাণ্ডা ওয়াক্তের সলাত (ফজর ও 'আসরের সলাত ঠিক সময় মতো) আদায় করবে সে জান্নাতে যাবে।"[৬]

জামা'আত ছাড়ার গুনাহ

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ﴾

"ঐ সমস্ত সলাত আদায়কারীদের জন্য ধ্বংস যারা তাদের সলাতে অমনোযোগী।"[৭] অর্থাৎ- তা হতে গাফিল এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা আদায় করে না, অথবা ওযর ব্যতীতই দেরি করে আদায় করে।

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾

"তারপর তাদের পরে পরবর্তীগণ যারা সলাতসমূহকে নষ্ট করল এবং নিজেদের খেয়াল খুশিমত চলতে শুরু করল, শীঘ্রই তারা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। লোকেরা অবশ্যই যেন জামা'আত ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে। নতুবা আল্লাহ তাদেরকে উদাসীনদের মধ্যে গণ্য করবেন।[৯] বিখ্যাত সহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তোমরা যদি তোমাদের ঘরে সলাত আদায় করো তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত ছেড়ে দেবে আর নবীর সুন্নাত ছাড়লে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।[১০]

জামা'আত ত্যাগ করার শর'ঈ ওযর

মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, খাবার হাজির হলে সলাত নেই (অর্থাৎ- আগে খাও তারপরে সলাত) এবং তখনও যখন দু'টি খবীস জিনিস অর্থাৎ- পেশাব ও পায়খানা চাপ সৃষ্টি করে।[১১] ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির দিনে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মুয়ায্যিনকে এ হুকুম দিতেন যে, সে আযানে এ কথাও যেন বলে দেয়, ওগো সবাই নিজের নিজের ঘরে সলাত আদায় করে নিও।[১২] *[চলবে ইন শা-আল্লাহ]*

[৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৭৪।*
[৭] *সূরা আল-মা'ঊন : ৪-৫।*
[৮] *সূরা মারইয়াম : ৫৯।*
[৯] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৭৯৪।*
[১০] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৭৭৭।*
[১১] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৩৩।*
[১২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩২।*

আলোকিত জীবন :

যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, মুফাস্সির, মুহাদ্দিছ, ফকীহ, ঐতিহাসিক, বাগ্মী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা

ইমাম ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ) : জীবন ও কর্ম

ড. আহমাদুল্লাহ*

মুসলিম উম্মাহর জন্য যুগ যুগ ধরে ইসলামী ‘আক্বীদাহ্ ও সমাজ সংস্কার করে যে কয়জন মনীষী চির স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে ইমাম ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ) অন্যতম। তিনি ‘আব্বাসীয় খলীফা আল-মুনতাযহির-এর খিলাফতকালে (৪৮৭-৫১২ হি.) বাগদাদের ‘দারবে হাবীব’ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং খলীফা আন্-নাসির (৫৭৫-৬২২ হি.)-এর শাসনামলে ইন্তিকাল করেন। তিন বছর বয়সে ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ) পিতৃহারা হন। পিতার মৃত্যুর পর মাতা এবং ফুফুর নিকট লালিত-পালিত হন। বিদ্যার্জনে তিনি ছিলেন চরম ধৈর্যশীল ফলে অল্প বয়সে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা রপ্ত করেছিলেনে। তৎকালীন সময়ে শিয়া, রাফিযী, খারিজীসহ বিভিন্ন দল-উপদল নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য জাল হাদীস তৈরি ও আল-কুরআনের অপব্যাখ্যা দিয়ে সমাজকে কলুষিত করে তোলে। ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ)’র অসাধারণ বক্তৃতা ও ক্ষুরধার লিখনীর মাধ্যমে এমন বিভ্রান্ত ও কলুষিত মুসলিম সমাজকে দিয়েছেন সঠিক পথের দিশা। হিদায়েতের পথ পেয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। তিনি একাধারে যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ঐতিহাসিক, বাগ্মী, লেখক, গবেষক ও বিশ্ববিখ্যাত ইসলামিক স্কলার ছিলেন।

ইবনুল জাওযীর সমাজ মূলতঃ হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিব্যপ্ত ছিল। তিনি ‘আব্বাসীয় খলীফা আল-মুসতাযহির-এর খিলাফাতামলে (৪৮৭-৫১২ হি.) জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য পেরিয়ে ৮৭ বছর বয়সে ‘আব্বাসীয় খলিফা আন-নাসীর (৫৭৫-৬২০ হি.)-এর শাসনামলে ৫৯৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

*পিএইচডি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রভাষক, ইসলামিয়া ডিগ্রি কলেজ, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী। সহকারী সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, রাজশাহী পশ্চিম জেলা।

ইমাম ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ)’র সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম : মুসলিম উম্মাহর জন্য যুগ যুগ ধরে ইসলামী ‘আক্বীদাহ্ ও সমাজ সংস্কার করে যে কয়জন মনীষী চির স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে ইমাম ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ) অন্যতম। তিনি ‘আব্বাসীয় খলীফা আল-মুনতাযহির-এর খিলাফতকালে (৪৮৭-৫১২ হি.) বাগদাদের ‘দারবে হাবীব’ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং খলীফা আন্-নাসির (৫৭৫-৬২২ হি.)-এর শাসনামলে ইন্তিকাল করেন। তিন বছর বয়সে ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ) পিতৃহারা হন। পিতার মৃত্যুর পর মাতা এবং ফুফুর নিকট লালিত-পালিত হন। বিদ্যার্জনে তিনি ছিলেন চরম ধৈর্যশীল ফলে অল্প বয়সে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা রপ্ত করেছিলেনে। তৎকালীন সময়ে শিয়া, রাফিযী, খারিজীসহ বিভিন্ন দল-উপদল নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য জালহাদীস তৈরি ও আল-কুরআনের অপব্যাখ্যা দিয়ে সমাজকে কলুষিত করে তোলে। ইব্নুল জাওযী (রাহিমাহুল্লা-হ)’র অসাধারণ বক্তৃতা ও ক্ষুরধার লিখনীর মাধ্যমে এমন বিভ্রান্ত ও কলুষিত মুসলিম সমাজকে দিয়েছেন সঠিক পথের দিশা। হিদায়েতের পথ পেয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। তিনি একাধারে মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ঐতিহাসিক, বাগ্মী, লেখক, গবেষক ও বিশ্ববিখ্যাত ইসলামিক স্কলার ছিলেন। নিম্নে এই মহান মনীষীর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা তুলে ধরা হলো।

নাম, লকব ও বংশ পরিচয় : যে সমস্ত ক্ষণজন্মা মনীষীর ক্ষুরধার লেখনীতে ইসলাম সঞ্জীবিত ও বিকশিত হয়েছে ইব্নুল জাওযী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর প্রকৃত নাম ‘আব্দুর রহমান।[১] পিতার নাম ‘আলী, কুনিয়াত জামাল

[১] দায়িরাতুল মা‘আরিফিল ইসলামিয়্যাহ্, ১ম খণ্ড (লাহোর : পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ৪৬৭; হাফিয ইবনু কাসীর, *আল বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াহ্*, ১৩শ খণ্ড (বৈরূত :

উদ্দীন আবুল ফারাজ আল-হাফিয, আল-মুফাস্সির, আল-মুহাদ্দিস, আল-ফকীহ্, আল-ওয়াই'য, আল-আদীব, যুগপ্রাজ্ঞ, যুগশ্রেষ্ঠ আলিম।[১]

তাঁর নিসবতী নাম নিয়ে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ইবনু খাল্লিকান বলেন,[২] বাগদাদের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত আল-জাওয[৩] মহল্লার প্রতি সম্বন্ধ করে তাঁকে আল-জাওযী বলা হয়।[৪]

প্রখ্যাত জীবনীকার আয্-যাহাবী[৫] (মৃত্যু : ৭৪৮ হি.) মনে করেন, জাফর নামে তাঁর নবম পূর্বপুরুষ এ মহল্লার গোড়াপত্তন করেন। তাই জাফরকে আল-জাওযী বলা হত।[৬] সিবত ইবনুল জাওযী বলেন, আমি ইবনু দিহ্ইয়াতিল মাগরিবীর হস্তাক্ষরে লিখিত কিতাবে দেখেছি

মাক্তাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ২৮; 'আব্দুল আযীয সায়্যিদ হাশিম আল গাযূলী, *ইবনুল জাওযী* (দামিশ্ক : দারুল কলম, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৮; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *তায্কিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড, উর্দূ অনুবাদ : মুহাম্মাদ ইসহাক (কলিকাতা : দারুল ইশা'আতিল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৯০৫; আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৩৬৫; ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বালী, *শাযারাতুয-যাহাব ফী আখবারি মান যাহবা*, ৪র্থ খণ্ড (দারুল ফিক্র, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ৩২৯; শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু *'আলী আদ দাউদী, তবাকাতুল্ মুফাসসিরীন*, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ২৭৬; ইবনু তাগরী বারদী, *আন নুজূমুয্ যাহিরাহ্ ফী মুলূকি মিসর* ওয়াল কাহিরা, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯২), পৃ. ১৫৭; খায়রুদ্দীন আয্ যিরিকলী, *আল-আ'লাম*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩১৬; ইবনু রজব, *আয-যায়লু 'আলা তাবাকাতিল হানাবিলা*, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি./ ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩৩৬।

[১] বিভিন্ন রিজাল গ্রন্থে তার কুনিয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে,

يكنى ابن الجوزي بأبي الفرج، وكان يلقب وهو صغير بالمبارك، ثم لقب بجمال الدين، شيخ وقته، وإمام عصره، والحافظ المفسر، والفقيه الواعظ، والأديب.

দ্র. আবূল মিযফার সিব্তি ইবনুল জাওযী, *মির'আতুয্-যামান*, ৮ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৯৫২ খ্রি.), পৃ. ৩১০; ইব্ন রজব, *যায়লি 'আলা তাবাকাতিল হানাবালাহ্*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩৩৬, পৃ. ৩৯৯।

[২] ইবনু খাল্লিকান সপ্তম হিজরি শতকের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তাঁর নাম ইবনু খাল্লিকান আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু ইব্রাহীম। তিনি সমকালীন বিখ্যাত সব পণ্ডিতগণের নিকট কুরআন, হাদীস, আইন, ব্যকরণ, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি আইনবিদ, ধর্মতাত্ত্বিক ও ব্যকরণবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মিসরের প্রধান বিচারকের সহকারী ছিলেন। পরে তাকে দামেস্কের প্রধান বিচারকের দায়িত্ব দেয়া হয়। পরবর্তীতে তিনি পুনরায় মিসরে ফিরে আসলে বিচারকের দায়িত্ব অর্পন করা। মধ্যখানে তিনি শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবায়ি আবনাইয যামান নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৬০৮ হিজরিতে ইরাকের আর্বিলে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৬৮১ হিজরিতে মৃত্যু বরণ করেন। দ্র. ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিয়া অন-লাইন।

[৩] ইবনু খাল্লিকান বলেন,

الجوزى بفتح الجيم وسكون الواو بعدها زاي هذه النسبة الى فريضة الجوز وهو موضع مشهور ورأيت بخطى فى مسوادتى ان جدة كان من مشرعة الجوز احدى محال بغداد باجانب الغربي.

দ্র. ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবায়ি আবনাইয যামান, ৩য় খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮), পৃ. ১১৮।

[৪] *শাযারাতুয-যাহাব- কায়রো*, খণ্ড ৪র্থ, পৃ. ৩৩০।

[৫] শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু 'উসমান আয্-যাহাবী ৬৭৩ হিজরিতে দামিশকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দামিশক, আলেপ্পো, নাবলুস ও মক্কার খ্যাতিমান পণ্ডিতগণের নিকট কুরআন, হাদীস, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি হাদীস ও ইতিহাসে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল, ত্বাবাকাতুল হুফ্ফায প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৭৪৮ হিজরির যুল কা'দাহ মাসে দামিশকে মৃত্যুবরণ করেন।

দ্র. *আন নুমূমুয যাহিরাহ*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৮২-১৮৩; ইবনু হাজার, *আদ-দুরারুল কামিন*, ৩য় খণ্ড, (কায়রো : মাকতবাতুল মাদানী, তা. বি.), পৃ. ৩৩৭-৩৩৮; আস সুবকী, *ত্বাবাকাতুশ শাফি'ঈয়্যাহ আল কুবরা*, ৫ম খণ্ড, (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২১৬-২২৬; আব্দুল্লাহ ইবনু আস'আদ আল ইয়াফি'ঈ, মিরআতুল জিনান, ৩য় খণ্ড (হায়দারাবাদ, ১৩৩৮ হি.), পৃ. ৩৩১-৩৩৩; *শাযারাতুয যাহাব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫৩-১৫৭।

[৬] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭২। ইবনু রাজাব আল-হাম্বলী, কিতাবুয-যায়ল 'আলা তবাকাতিল হানাবিলা : ইস্তাম্বুল, সকুপরূলু লাইওব্রেরী, সংংখ্যা ১১১৫, পত্র সংখ্যা ১৩০ আলিফ।

তিনি বলেন, বসরার জাওয নামক একটি মহল্লার প্রতি সম্বন্ধ করেই তাঁকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয়।[১] ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, জা'ফারের বাড়ীতে একটি নারিকেল গাছ ছিল। এ গাছটি ছাড়া গোটা ওয়াসিত শহরের অন্য কোথাও নারিকেল গাছ ছিল না। বিধায় তিনি আল-জাওযী বা নারিকেল বাড়ীর সদস্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।[২]

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, নদীতে পানি পানের স্থান এবং সমুদ্র বন্দরকে জাওযা বলা হয়।[৩] এ সুত্র ধরে বসরার নদীর পানি পানের স্থানের প্রতি সম্বন্ধ করে জাফরকে বলা হয় আল-জাওযী।[৪]

আল-জাওযী নামে পরিচিতি লাভ করা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের প্রদত্ত সকল তথ্য বিশ্লেষণ করলে মোটামোটি তিনটি কারণ বেরিয়ে আসে। তা হলো– **১.** আল-জাওযা বসরার একটি জনপদের নাম। **২.** এটি একটি নারিকেল গাছ যা জা'ফারের বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। **৩.** এটি পানি পান করার ঘাট। এ তিনটি কারণে জা'ফারের অধস্তন নবম পুরুষ 'আব্দুর রহমানকে ইবনুল জাওযী নামে অভিহিত করা হয়। কালের আবর্তে তিনি এ নামে এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, তাঁর আসল নাম ঢাকা পড়ে যায়। উপস্থাপিত এ তিনটি মতামতের মধ্যে প্রথমটি তথা আল-জাওযা বসরার একটি মহল্লার নাম এই মতটি অধিক অগ্রগণ্য বলে মনে হয়। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বালী, ইবনু খাল্লিকান, আল-কুসানতীনী প্রমূখ ঐতিহাসিক এ বিষয়ে ইবনুল জাওযীর বক্তব্য উল্লেখ করে এ মতটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৫]

ইবনুল জাওযীর নিসবাতী নাম হলো[৬] আল-কুরায়শী,[৭] আত্-তায়মী,[৮] আল-বাকরী,[৯] আল-বাগদাদী[১০] ও আল-হাম্বালী।[১১]

---

[১] *ইব্নুল জাওযী*, পৃ. ১৯; *মিরাআতুয যামান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩১০; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭২; *শায্ যারাতুয যাহাব*- কায়রো, ৪ খণ্ড, পৃ. ৩৩০; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৩২২; *দায়িরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ*- ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭।

[২] মূল আরবী :

كان فى داره جوزة لم يكن بواسط جووزة سواها وفرضة النهر ثلمتة.

দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭২; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড, (উর্দূ অনুবাদ), পৃ. ৯০৫।

[৩] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*- ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭২; *ইবনুল জাওযী*- পৃ. ১৯; আয-যায়ল- ইবনু রজব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭।

[৪] আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্- ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮।

[৫] এ সমস্ত ঐতিহাসিক ইবনুল জাওযী থেকে যে উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা হলো–

عن ابن الجوزى نفسه أنه منسوب الى محلة بالبصرة تسمى محلة الجوز وان جده كان من مشرعة الجوز احدى محال بغداد.

দ্র. আল-কুসানতীনী, *আল-ওয়াফায়াত* (বৈরূত : মানশূরাতু দারিল আফাবিল জাদীদাহ্, ১৯৭১ খ্রি.), পৃ. ৩০১; আল-যিরিকলী, *আল-আ'লাম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৬।

[৬] আরবী হলো–

الحافظ العلامة جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي، القرشي التيمي البكري، البغدادي، الحنبلي، الواعظ، صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم من التفسير، والحديث، والفقه، والوعظ، الزهد، والتاريخ، والطب، وغير ذلك.

তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী- খণ্ড ০৯, হারফুল আইন, পৃ. ২৬২; *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াহ্*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২২; *দায়িরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭; *ইবনুল জাওযী*, পৃ. ১৮; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড, (উর্দূ অনুবাদ) পৃ. ৯০৫; *সিয়ারু আ'আলামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬; *শাযারাতুয যাহাব*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৯; আদ দাউদী, *তাবাকাতুল মুফাসসিরীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৬; ইবনু তাগরী বারদী, *আন নুজূমুয্ যাহিরাহ্ ফী মুলূকি মিসর ওয়াল কাহিরা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

[৭] আল কুরায়শী : মক্কার কুরায়শ বংশ একটি বিখ্যাত মর্যাদাপূর্ণ বংশ, তাঁর পূর্ব পুরুষ এ বংশোদ্ভূত হওয়ায় তিনি আল-কুরায়শী নামে অভিহিত হন। **দ্র.** *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড, (উর্দূ অনুবাদ) পৃ. ৯০৫।

[৮] আত তায়মী : কুরায়শ বংশের শাখা গোত্র আত-তায়ম এর দিকে নিসবাত করে তাঁকে আত-তায়মী বলা হয়। **দ্র.** *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৭; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায* ৪র্থ খণ্ড, (উর্দূ অনুবাদ), পৃ. ৯০৫।

[৯] আল-বাকরী : তাঁর বংশ পরম্পরা আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পর্যন্ত পৌঁছায় তাঁকে আল-বাকরী বলা হয়। **দ্র.** *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৭; *শাযারাতুয যাহাব*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.

তাঁর পূর্ণ বংশক্রম হলো– 'আব্দুর রহমান ইবনু 'আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনু উবায়দিল্লাহ[৩] ইবনু 'আব্দিল্লাহ ইবনু হাম্মাদী ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জাফর আল-জাওযী ইবনু 'আব্দিল্লাহ ইবনু কাসিম ইবনু নাদার ইবনু কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ ইবনু 'আব্দির রহমান ইবনু কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবি বকর আস্-সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)।[৪]

সিবত ইবনুল জাওযী বলেন, তাঁর বংশক্রম হলে–

عبد الرحمن بن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي بن عبد الله بن القاسم بن النصر بن القاسم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسم بْن مُحَمَّد بْن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

'আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মদ ইবনু 'আলী ইবনু 'আব্দিল্লাহ ইবনু হাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জাফর আল-জাওযী ইবনু 'আব্দিল্লাহ ইবনু কাসিম ইবনু নাদার ইবনু কাসিম ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু 'আব্দির রহমান ইবনু কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবি বকর আস্-সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)।[৫] *[চলবে ইন শা-আল্লাহ]*

৩২৯; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৭; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড, (উর্দূ অনুবাদ), পৃ. ৯০৫।

[১] আল-বাগদাদী : তিনি বাগদাদের অধিবাসী হওয়ায় তাঁকে আল-বাগদাদী বলা হয়। **দ্র.** *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড, (উর্দূ অনুবাদ), পৃ. ৯০৫; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২২।

[২] আল-হাম্বলি : তিনি হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী হওয়ায় তাঁকে আল-হাম্বলী বলা হয়। **দ্র.** *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৭; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪র্থ খণ্ড, (উর্দূ অনুবাদ), পৃ. ৯০৫; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২২; *দায়িরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ*- ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭।

[৩] *ইবনুল জাওযী*- পৃ. ৮; *সিয়ারু আ'লামিন্ নুবালা*- ২১শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫; *আননুজূমুয্ যাহিরাহ্*- ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭৪।

[৪] *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৮; *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াহ্*- ১৩শ খণ্ড পৃ. ২৮; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*- ৪র্থ খণ্ড, (উর্দূ অনুবাদ), পৃ. ৯০৫; *শাযারাতুয যাহাব*- ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৯; দাউদী, *তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন*- ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৬; *আননুজূমুয্যাহিরাহ্ ফী মুলূকি মিসর ওয়াল কাহিরাহ্*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭৪-১৭৫; *সিয়ারু আ'লামিন্ নুবালা*- ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫; *আয-যায়ল*- ইবনু রাজাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭।

[৫] *মিরআতুয-যামান*- ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩১০।

আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল শহীদ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন,

যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মাসআলা কুরআন ও হাদীস থেকে সাব্যস্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান কোনো মুজতাহিদ বা ইমামের অনুসরণ করতে পারে কিন্তু তাকে (এ অবস্থায়) প্রকৃত সমাধান লাভের প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে, তাকলীদের উপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে চলবে না। অতঃপর যদি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সে মাসআলায় মুজতাহিদ বা ইমামের অভিমত বিরোধী সাব্যস্ত হয় তবে তাকলীদ করা হারাম হবে এবং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী 'আমল করা ফর্য হয়ে পড়বে। আর তাকলীদ হলো কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই কারো কথা মেনে নেয়া এবং এই কথার পিছনে যুক্তি ও দলিল সমন্ধে জিজ্ঞাসা না করা। *[তাকভিয়াতুল ঈমান]*

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি) বলেন,

দুনিয়াতে কোনো 'ইজম'ই মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। কারণ দুনিয়ার এক এক দেশে এক এক প্রকারের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। সবাই দাবি করেন যে, তাঁরা সেবক। অথচ পূর্ব-পশ্চিমের ডিমোক্রেসির মধ্যে কত তফাৎ। মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থা সমস্যার সত্যিকার সমাধান দিতে পারে না। কেননা মানুষের সৃষ্ট ব্যবস্থা পরিবর্তনশীল। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বিধান অপরিবর্তনীয়। তাকে কোনো কন্সটিটুয়েথীকে সন্তুষ্ট করতে হয় না, কোনো ব্যক্তিকে তুষ্ট করতে হয় না, কোনো স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে তিনি আবদ্ধ নন। তাঁর সংবিধানের কোনো এ্যামেন্ডমেন্ট এর প্রয়োজন হয় না। তাঁর দেয়া জীবন-বিধান আল কুরআন সকল যুগের, সকল জাতির জন্য শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। *(অভিভাষণ- ৯৬ পৃ.)*

ক্বাসাসুল হাদীস :

দুনিয়াতে দাজ্জালের কার্যক্রম

আবু তাহসীন মুহাম্মদ

নাওয়াস ইবনু সামআন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তাতে তিনি একবার নিম্ন স্বরে এবং একবার উচ্চ স্বরে বাক ভঙ্গিমা অবলম্বন করলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা (প্রভাবিত হয়ে) মনে মনে ভাবলাম যে, সে যেন সামনের এই খেজুর বাগানের মধ্যেই রয়েছে। তারপর আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট গেলাম, তখন তিনি আমাদের উদ্বিগ্নতা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কী হয়েছে? আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আজ সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এমন নিম্ন ও উচ্চ কণ্ঠে বর্ণনা করলেন, যার ফলে আমরা ধারণা করে বসি যে, সে যেন খেজুর বাগানের মধ্যেই রয়েছে।'

তিনি বললেন, দাজ্জাল ছাড়া তোমাদের ব্যাপারে অন্যান্য জিনিসকে আমার আরো বেশি ভয় হয়। আমি তোমাদের মাঝে থাকাকালে দাজ্জাল যদি আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকে তার প্রতিরোধ করব। আর যদি তার আত্মপ্রকাশ হয় এবং আমি তোমাদের মাঝে না থাকি, তাহলে (তোমরা) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ আত্মরক্ষা করবে। আর আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং প্রতিটি মুসলিমের জন্য (আমার) প্রতিনিধিত্ব করবেন।

সে দাজ্জাল নব-যুবক হবে, তার মাথার কেশরাশি হবে খুব বেশি কোঁচকানো। তার একটি চোখ (আঙ্গুরের ন্যায়) ফোলা থাকবে। যেন সে আব্দুল উযযা ইবনু ক্বাত্বানের মতো দেখতে হবে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ তাকে পাবে, সে যেন তার সামনে সূরা আল-কাহ্ফের শুরুর (দশ পর্যন্ত) আয়াতগুলো পড়ে। "সে শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে আবির্ভূত হবে। আর তার ডানে-বামে (এদিকে ওদিকে) ফিতনা ছড়াবে। হে আল্লাহর বান্দারা। (ঐ সময়) তোমরা অবিচল থাকবে।"

আমরা বললাম, 'পৃথিবীতে তার অবস্থান কতদিন থাকবে?' তিনি বললেন, চল্লিশদিন পর্যন্ত। আর তার একটি দিন এক বছরের সমান দীর্ঘ হবে। একটি দিন হবে এক মাসের সমান লম্বা। একটা দিন এক সপ্তাহের সমান হবে এবং বাকি দিনগুলো প্রায় তোমাদের দিনগুলোর সম পরিমাণ হবে।

আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! যেদিনটি এক বছরের সমান লম্বা হবে, তাতে আমাদের একদিনের (পাঁচ ওয়াক্তের) নামাযই কি যথেষ্ট হবে?' তিনি বললেন, তোমরা (দিন রাতের ২৪ ঘন্টা হিসাবে) অনুমান করে নামায আদায় করতে থাকবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ভূপৃষ্ঠে তার দ্রুত গতির অবস্থা কিরূপ হবে? তিনি বললেন, তীব্র বায়ু তাড়িত মেঘের ন্যায় (দ্রুত বেগে ভ্রমণ করে অশান্তি ও বিপর্যয় ছড়াবে।) সুতরাং সে কিছু লোকের নিকট আসবে ও তাদেরকে তার দিকে আহ্বান জানাবে এবং তারা তার প্রতি ঈমান আনবে ও তার আদেশ পালন করবে। সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ করবে, আকাশ আদেশক্রমে বৃষ্টি বর্ষণ করবে। আর যমীনকে (গাছ-পালা) উদ্গত করার নির্দেশ দেবে। যমীন তার নির্দেশক্রমে তাই উদ্গত করবে। সুতরাং (সে সব গাছ-পালা ভক্ষণ করে) সন্ধ্যায় তাদের গবাদি পশুদের কুঁজ (ও ঝুঁটি) অধিক উঁচু হবে ও তাদের পালানে অধিক পরিমাণে দুধ ভরে থাকবে। উদর পূর্ণ আহার জনিত তাদের পেট টান হয়ে থাকবে। অতঃপর দাজ্জাল (অন্য) লোকের নিকট যাবে ও তার দিকে (আসার জন্য) তাদেরকে আহ্বান জানাবে। তারা কিন্তু তার ডাকে সাড়া দেবে না। ফলে সে তাদের নিকট থেকে ফিরে যাবে।

সে সময় তারা চরম দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়ে পড়বে ও সর্বস্বান্ত হবে। তারপর সে কোনো প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেটাকে সম্বোধন করে বলবে, 'তুই তোর গচ্ছিত রত্নভাণ্ডার বের করে দে।' তখন সেখানকার গুপ্ত রত্নভাণ্ডার মৌমাছিদের নিজ রাণী মৌমাছির অনুসরণ করার মতো (মাটি থেকে বেরিয়ে) তার পিছন ধরবে। তারপর এক পূর্ণ যুবককে ডেকে তাকে অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে তীর নিক্ষেপের

লক্ষ্যমাত্রার দূরত্বে নিক্ষেপ করে দেবে। তারপর তাকে ডাক দেবে। আর সে উজ্জ্বল সহাস্যবদনে তার দিকে (অক্ষত শরীরে) এগিয়ে আসবে।

দাজ্জাল এরূপ কর্ম-কাণ্ডে মগ্ন থাকবে। ইত্যবসরে আল্লাহ তা'আলা মসীহ ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-কে পৃথিবীতে পাঠাবেন। তিনি দামেস্কের পূর্বে অবস্থিত শ্বেত মিনারের নিকট অর্স ও জাফরান মিশ্রিত রঙের দুই বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফেরেশ্তার ডানাতে হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নীচু করবেন, তখন মাথা থেকে বিন্দু বিন্দু পানি ঝরবে এবং যখন মাথা উঁচু করবেন, তখনও মোতির আকারে তা গড়িয়ে পড়বে। যে কাফিরই তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের নাগালে আসবে, সে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর দৃষ্টি যত দূর যাবে, তত দূর পৌঁছবে। অতঃপর তিনি দাজ্জালের সন্ধান চালাবেন। শেষ পর্যন্ত (জেরুজালেমের) 'লুদ' প্রবেশ দ্বারে তাকে ধরে ফেলবেন এবং অনতিবিলম্বে তাকে হত্যা করে দেবেন।

তারপর 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) এমন এক জনগোষ্ঠীর নিকট আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের চক্রান্ত ও ফিৎনা থেকে মুক্ত রেখেছেন। তিনি তাদের চেহারায় হাত বুলাবেন (বিপদমুক্ত করবেন) এবং জান্নাতে তাদের মর্যাদাসমূহ সম্পর্কে তাদেরকে জানাবেন। এসব কাজে তিনি ব্যস্ত থাকবেন এমন সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট ওয়াহী পাঠাবেন যে, আমি আমার কিছু বান্দার আবির্ভাব ঘটিয়েছি, তাদের বিরুদ্ধে কারো লড়ার ক্ষমতা নেই। সুতরাং তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের নিয়ে 'তূর' পর্বতে আশ্রয় নাও। আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ-মাজূজ জাতিকে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উচ্চস্থান থেকে দ্রুত বেগে ছুটে যাবে। তাদের প্রথম দলটি ত্বাবারী হ্রদ পার হবার সময় তার সম্পূর্ণ পানি এমনভাবে পান করে ফেলবে যে, তাদের সর্বশেষ দলটি সেখান দিয়ে পার হবার সময় বলবে, এখানে এক সময় পানি ছিল। আল্লাহর নবী 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাছে একটি গরুর মাথা, বর্তমানে তোমাদের একশ'টি স্বর্ণমুদ্রা অপেক্ষা অধিক উত্তম হবে।

সুতরাং আল্লাহর নবী 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর সঙ্গীগণ মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের (ইয়াজূজ-মাজূজ জাতির) ঘাড়সমূহে এক প্রকার কীট সৃষ্টি করে দেবেন। যার শিকারে পরিণত হয়ে তারা এক সঙ্গে সবাই মারা যাবে। তারপর আল্লাহ তা'আলার নবী 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর সাথীগণ) নিচে নেমে আসবেন। তারপর (এমন অবস্থা ঘটবে যে,) সেই অঞ্চল তাদের মৃতদেহ ও দুর্গন্ধে ভরে থাকবে; এক বিঘত জায়গাও তা থেকে খালি থাকবে না। সুতরাং 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর সঙ্গীরা মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। ফলে তিনি বুখতী উটের ঘাড়ের ন্যায় বৃহদকায় এক প্রকার পাখি পাঠাবেন। তারা উক্ত লাশগুলোকে তুলে নিয়ে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা যেখানে চাইবেন সেখানে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা এমন প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যে, কোনো ঘর ও শিবির বাদ পড়বে না।

সুতরাং সমস্ত যমীন ধুয়ে মসৃণ পাথরের ন্যায় অথবা স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপর যমীনকে আদেশ করা হবে যে, তুমি আপন ফল-মূল যথারীতি উৎপন্ন কর ও নিজ বরকত পুনরায় ফিরিয়ে আন। সুতরাং (বরকতের এত ছড়াছড়ি হবে যে,) একদল লোক একটি মাত্র ডালিম ফল ভক্ষণ করে পরিতৃপ্ত হবে এবং তার খোসার নীচে ছায়া অলম্বন করবে। পশুর দুধে এত প্রাচুর্য প্রদান করা হবে যে, একটি মাত্র দুগ্ধবতী উটনী একটি সম্প্রদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি দুগ্ধবতী গাভী একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে। আর একটি দুগ্ধবতী ছাগী কয়েকটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে।

তারা ঐ অবস্থায় থাকবে, এমন সময় আল্লাহ তা'আলা এক প্রকার পবিত্র বাতাস পাঠাবেন, যা তাদের বগলের নীচে দিয়ে প্রবাহিত হবে। ফলে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জীবন হরণ করবে। তারপর স্রেফ দুর্বৃত্ত ও অসৎ মানুষজন বেঁচে থাকবে, যারা এই ধরার বুকে গাধার ন্যায় প্রকাশ্যে লোকচক্ষুর সামনে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। সুতরাং এদের উপরেই সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় (কিয়ামত)।[১১৯]

আমাদের জন্য শিক্ষা :

১. দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য নিয়মিত সূরা আল-কাহ্ফ-এর প্রথম দশ আয়াত পড়া।
২. দাজ্জালের মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা 'ঈসা ইবনু মারইয়াম-কে দুনিয়াতে পাঠাবেন এবং তিনি তাকে হত্যা করবেন।
৩. দাজ্জাল ও ইয়াজূজ মাজূজের ধ্বংসের পর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন জমিনে বরকতে ভরে দেবেন।

[১১৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ৭৫৬০; হাদীস সম্ভার- হা. ৩৮৫১।*

অনুবাদ সাহিত্য :

যুবকদের ইসলামী শিক্ষা ও লালন-পালন

মূল : ড. আব্দুর রহমান বাল্লাহ আলী*
ভাষান্তরে– আব্দুল্লাহীল হাদী**

[দ্বিতীয় পর্ব]

কেন আমরা যুবকদের প্রস্তুত করি?

আমাদের সামনে যে প্রশ্নটি আসে তা হলো– আমরা কোন উদ্দেশ্যে যুবকদের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি নিয়ে এত গুরুত্ব দিই?

কী, আমরা কি যুবকদের এমনভাবে তৈরি করি যে, তারা নিজেদের জন্য ভালো হবে কিন্তু অন্যদের জন্য কোনো উপকারে আসবে না?

আমরা কি যুবকদের এমনভাবে প্রস্তুত করি যে, তারা শুধু নিজের ব্যাপারেই আগ্রহী থাকবে অন্যদের ব্যাপারে নয়?

আমরা কি যুবকদের এমনভাবে গড়ে তুলি যে, তাদের জীবনে ইসলাম কেবল এক ধরনের সংস্কৃতি বা কিছু তথ্য-জ্ঞান হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকবে?

আমরা কি যুবসমাজকে শুধুমাত্র সলাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত এই ইসলামী বিধানগুলো পালন করার জন্যই প্রস্তুত করি?

আমরা কি যুবকদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিই যে, তারা দৃষ্টি হিফাযত করবে, লজ্জাস্থান রক্ষা করবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বাঁচাবে, দাড়ি রাখবে এতেই সব শেষ!?

বাস্তবতা হলো– এই একটি প্রশ্ন থেকেই অনেকগুলো শাখা-প্রশ্ন বের হয়েছে। কিন্তু এগুলো সবই মূল প্রশ্ন থেকে জন্ম নিয়েছে এবং মূলের সঙ্গে যেমন ডালপালা যুক্ত থাকে গাছের সাথে, সেভাবেই এদের সম্পর্ক।

আমরা দেখি, চিন্তাবিদ ও সংস্কারক ব্যক্তিরা এসব প্রশ্নের পর্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ উত্তর দিয়ে থাকেন। তাদের দৃষ্টিতে, যুবকদের প্রস্তুত করার প্রধান উদ্দেশ্য হলো– সে যেন প্রথমে নিজেই সৎ হয়। কারণ, যে নিজে খারাপ, সে অন্যকে কখনোই সংশোধন করতে পারে না।

এরপর সে যেন পরিবর্তন, সংস্কার ও পরিবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।

আমরা তাকে প্রস্তুত করি যেন সে হক্বের সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়– বাতিলের বিরুদ্ধে; ঈমান বহনকারী হয়ে দাঁড়ায় নাস্তিকতা ও ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে; সামনের সারির যোদ্ধা হয় শত্রুর মোকাবেলায়।

আমরা তাকে প্রস্তুত করি যেন সে নিজের দ্বীন ও দেশকে ধ্বংসাত্মক মতবাদ এবং নাস্তিক, উদাসীন চিন্তাধারার বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।

আমরা তাকে গড়ে তুলি যেন সে অটল দৃঢ়তায় বিদআত, কুসংস্কার ও নানা ধরনের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে।

আমরা তাকে প্রস্তুত করি যেন সে মানুষকে কুফ্‌র ও অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোয় নিয়ে আসে।

আমরা তাকে প্রস্তুত করি যেন তার স্নেহময় কিন্তু শক্ত হাত দ্বারা জাতির এবং মানবতার কষ্ট মুছে দিতে পারে এবং জীবনে পবিত্রতা, নিরাপত্তা ও সুখের পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে।

আমরা তাকে প্রস্তুত করি যেন হক্বের তরবারি দিয়ে বাতিলের সৈন্যবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করতে পারে এবং জ্ঞানের আলো দিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করতে পারে।

আমরা তাকে গড়ে তুলি যেন সে দৃঢ় সংকল্প ও কঠোর স্থিরতায় তাঁর সম্মানকে সেই সম্মানজনক স্থানে পৌঁছে দিতে পারে যেখানে সূর্যের নিচে তার উপযুক্ত আসন হওয়া উচিত।

আমরা যুবকের বাহু প্রস্তুত করি যেন সে ইসলামের পতাকা এবং তার দা'ওয়াত বহন করতে পারে; আমরা তার চিন্তাশক্তি প্রস্তুত করি যেন সে ইসলামী ভাবনা ও সংস্কৃতি বহন করতে পারে; আমরা তার আত্মাকে প্রস্তুত করি যেন সে ইসলামের হিদায়াত, পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা ধারণ করতে পারে এবং যুবকরাই ইন শা-আল্লাহ এসব করতে সক্ষম, যদি তারা পায় বিশেষ যত্ন, সঠিক দিক-নির্দেশনা, সুচারু অনুসরণ এবং এমন তত্ত্বাবধান যা তাদের পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করবে এবং বাধা-বিপত্তি দূর করবে।

আমরা দেখি বিভিন্ন মতবাদ যুবকদের দলে ভিড়িয়ে নেয়, গোষ্ঠীভিত্তিতে তাদের লালন-পালন করে, সাজায়-গোছায়, যাতে তারা সেই মতবাদের দা'ওয়াত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

* *সহকারী অধ্যাপক, আরবী ভাষা অনুষদ, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।*
** *সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।*

এই কাজের জন্য তারা সুসংগঠিত পরিকল্পনা তৈরি করে, বিপুল শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করে যাতে তাদের মতবাদ টিকে থাকে শক্ত হাতে, দৃঢ় সংকল্পে ও তরুণ উদ্যমে।

সুতরাং যুবকদের উচিত এই সত্যটি উপলব্ধি করা, এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লক্ষ্যটি বোঝা এবং এটিকে জীবনের স্থায়ী আকাঙ্ক্ষা বানানো যার কথা ভেবে তারা ঘুমাবে, জাগবে, চলবে, মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে এবং যার ওপর তারা তাদের হৃদয় স্থাপন করবে; যার জন্য তারা নিজেদের পুরো সত্তাকে নিবেদন করবে। যেমন- কবি বলেছেন :

قد رشحوك لأمر لو فطنت له ...

فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل.

"তামাকে এমন এক দায়িত্বের জন্য মনোনীত করা হয়েছে–
যদি তুমি এর গভীরতা বুঝতে,
তবে তুমি কখনোই নিজেকে তুচ্ছ মানুষের সঙ্গে মিশতে দিতে না!"

"যুবকরাই জাতির পরিচয়"

যদি তুমি জানতে চাও, কোন জাতির সত্যিকারের সত্তা ও বাস্তব অবস্থা কী? তবে তাদের সোনা, রূপা, খনিজ সম্পদ, তেল বা আর্থিক রিজার্ভ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না; বরং তাকাও তাদের যুবসমাজের দিকে। যদি তুমি দেখো তাদের যুবকরা ধর্মপরায়ণ, নিজেদের আসল মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরে আছে, উচ্চমার্গের কাজে ব্যস্ত, চরিত্র ও গুণাবলীর পরিপূর্ণতার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। তবে জেনে রেখ– এটি এক মহান জাতি, সম্মান ও মর্যাদায় ঊর্ধ্বে, দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, উচ্চ পতাকা উড়ানো জাতি, যাকে কোনো শত্রু পরাভূত করতে পারে না, যার প্রতি কোনো শক্তি লোভের দৃষ্টি দিতে পারে না।

আর যদি তুমি কোনো জাতির যুবকদের চরিত্র ও মূল্যবোধে পতন দেখো, তাদেরকে তুচ্ছ ও সামান্য কাজে মগ্ন পাও এবং তাদেরকে নীচতা ও পাপাচারের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখো যেমন- মাছি মরুভূমির মৃতদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে জেনে রাখো– সেই জাতি দুর্বল ভিত্তির, ভাঙা-চোরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, ইচ্ছাশক্তিতে ভঙ্গুর। সে জাতি তার শত্রুর সামনে খুব দ্রুত ধসে পড়ে। শত্রুরা তার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তার পবিত্র বিষয়গুলোকে তুচ্ছ করে, তার সম্মানকে পদদলিত করে, তার ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে বিকৃত করে দেয়।

এ সত্যটি বড়ই স্পষ্ট, সময়ের আবর্ত এটিকে আরো দৃঢ় ও পরিষ্কার করে তোলে। কারণ এটি জাতিগুলোর অভিজ্ঞতা, ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ এবং জগতের নির্ধারিত নিয়মের ফলাফল।

নিশ্চয়ই যুবকরাই জাতির পরিচয়, তারা জাতির অবস্থা ভাষাহীনভাবে প্রকাশ করে এবং জাতির ভবিষ্যৎ ও পরিণতির অনুবাদক।

একটি জাতি তার যুবকদের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাহায্যে তার ধর্ম রক্ষা করতে পারে, তার ভূমি নিরাপদ রাখতে পারে, তার গুপ্তধন উত্তোলন করতে পারে, তার সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ ও সদ্ব্যবহার করতে পারে।

কিন্তু এসব কিছুই নির্ভর করে যুবকদের সুষ্ঠু লালন-পালন, তাদের প্রতি যত্ন ও দেখভাল এবং তাদের 'আক্বীদাহ্, নৈতিকতা ও চরিত্রকে ধ্বংসকারী সব বিপদ থেকে রক্ষা করার ওপর।

এটি নির্ভর করে তাদের অন্তরে ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করার ওপর, তাদের আত্মা, বিবেক, সংকল্প ও চিন্তাশক্তির বিকাশের ওপর।

এসবই সেই প্রকৃত উন্নয়ন, যাকে আমাদের অধিক যত্ন করতে হবে, প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়নের থেকেও বেশি, কারণ ঐসব সম্পদ মানুষের কল্যাণেই ব্যবহৃত হয়; মানুষই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং মানুষের অর্থাৎ- যুবসমাজের উন্নয়নই হওয়া উচিত আমাদের অগ্রাধিকারের শীর্ষে।

আরো একটি পার্থক্যও স্পষ্ট : এক ধরনের উন্নয়ন হয় প্রয়োজনের তাগিদে; আরেকটি উন্নয়ন প্রয়োজনের সঙ্গে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যায়। আমরা সবাই একমত যে, আমাদের সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন হচ্ছে যুবসমাজের উন্নয়ন, যাতে তারা জাতির পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়, তার ভাষায় কথা বলে এবং জাতির মর্যাদা রক্ষায় অগ্রভাগে থাকে। যদি তুমি একজন ডুবন্ত ও ক্ষুধার্ত মানুষকে দেখো যে একই সাথে ডুবছে এবং ক্ষুধায় কাতর, তবে বুদ্ধি, বিবেচনা ও প্রয়োজনীয়তার বিধান হলো– প্রথমে তাকে ডুবন্ত দশা থেকে বাঁচাবে, তারপর তার জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করবে।

যদি তুমি বিপরীতটা করো, অর্থাৎ- তাকে সমুদ্রের ঢেউয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে খাবারের খোঁজে বের হও, তবে তুমি সম্পূর্ণ ভুল করবে এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে। মানুষের উন্নয়ন একটি কঠিন উন্নয়ন, ধাপে ধাপে কষ্টের পাহাড় বেয়ে উঠতে হয়, কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়। এটি বস্তুগত উন্নয়নের তুলনায় বহু গুণ বেশি পরিশ্রম ও শ্রম দাবি করে। কারণ মানুষ গঠন করা ভবন নির্মাণের মতো নয়; আত্মাকে গড়ে তোলা ব্যাংক স্থাপনের মতোও নয়।

এজন্যই প্রয়োজন সুপরিকল্পিত পদ্ধতি, নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম, যাতে দূরত্ব ঘুচে আসে, কঠিন সহজ হয়, কথা বাস্তবে রূপ নেয়, আর কল্পনা সত্যে পরিণত হয়।

আমরা বস্তুগত উন্নয়নের গুরুত্ব অস্বীকার করি না, যেমন- অর্থনীতি, কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি। কিন্তু যে বিষয়টি আমরা ত্রুটি হিসেবে দেখি তা হলো– এগুলোর প্রতি এমনভাবে ডুবে থাকা যাতে আত্মিক উন্নয়ন এবং ধর্মীয় চরিত্রগঠন অবহেলিত হয়।

অতএব, দু'টো উন্নয়ন একসাথে চলা উচিত দু'টি উটের কাফেলার মতো পাশাপাশি বা দুই প্রতিযোগিতার দৌড়ানো

ঘোড়ার মতো সমানতালে; বরং আত্মিক উন্নয়নই প্রথম হওয়া উত্তম।

যুবকদের প্রতি ইসলামের যত্নের বহিঃপ্রকাশ

ইসলামের যুবকদের প্রতি যত্ন তাদের কৈশোরে পৌঁছানোর পর থেকেই শুরু হয়নি; বরং ইসলাম তাদের প্রতি যত্ন নিয়েছে তখন থেকেই, যখন তারা এখনো পিতার পিঠে নুতফা হিসেবে, কিংবা মায়ের গর্ভে ভ্রূণ হিসেবে ছিল। সে কারণেই ইসলাম আহ্বান জানায়–

১. উত্তম জীবনসঙ্গী নির্বাচন : ইসলাম ভালো চরিত্রের, উত্তম বংশের এবং সৎ পরিবেশে বেড়ে ওঠা স্ত্রী নির্বাচন করতে নির্দেশ দিয়েছে; কারণ মানুষ যেমন ভালো ফসল পেতে উর্বর জমি নির্বাচন করে, তেমনি মানব উৎপাদন কৃষি উৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ দু'টির মধ্যে তুলনা নেই।

সুতরাং ইসলাম স্ত্রী নির্বাচন করতে গভীর ভাবনা, তার নৈতিকতা ও ধর্মীয় মানদণ্ড যাচাই করতে উৎসাহিত করেছে, যাতে দাম্পত্য জীবনে মিল ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং সন্তানরা শান্ত পরিবেশে লালিত-পালিত হয়ে সমাজে আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ নারী হিসেবে উঠে আসে।

২. দাম্পত্য মিলনে মহান আল্লাহর নাম স্মরণ : দাম্পত্য সম্পর্কের আদবের মধ্যে আছে স্বামী মিলনের সময় "বিস্‌মিল্লা-হ..." দু'আ পড়বে এবং স্ত্রীকে পড়তে বলবে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

«لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ : بِاسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ».

"যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী-সংগমের সময় বলে– বিস্‌মিল্লা-হ, আল্লাহুম্মা জন্নিবনাশ্‌শাইতান ওয়া জন্নিবিশ্‌শাইতানা মা রজাকতানা, তারপর তাদের মধ্যে সন্তান জন্মায়, শয়তান তাকে কখনো ক্ষতি করতে পারবে না।"[১]

অতএব সন্তান জন্ম হওয়ার আগেই; বরং সৃষ্টি হওয়ার আগেই মা-বাবা তাদের জন্য দু'আ করে। ফলে শিশু জন্মের পর শয়তানের বিভ্রান্তি থেকে নিরাপদ পরিবেশে বেড়ে ওঠে।

৩. জন্মের পর ইসলামী আদব : শিশু জন্মালে তার ডান কানে আযান দেওয়া।[২] খেজুর চিবিয়ে মুখে দেওয়া (তাহনিক) ও তার জন্য বরকতের দু'আ করা।[৩] সপ্তম দিনে 'আক্বীক্বাহ্ করা এবং উত্তম নাম রাখা।[৪] এসবই এমন সুন্দর ও কল্যাণকর কাজ, যা শিশুর আগামীর জীবনে সৌভাগ্য, নৈতিকতা, দৃঢ়তা এবং সুখের পথ প্রস্তুত করে।

৪. শিশুর স্বভাব ও ফিতরা রক্ষা : শিশুর স্বভাব যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য রাসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) أَنْ تُسْتَرْضَعَ الحَمْقَاءُ.

রাসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন– মূর্খ নারীর দুধ পান করানো থেকে।[৫] কারণ দুধের মাধ্যমে তার মূর্খতা ও নৈতিক ত্রুটি শিশুর মনে প্রবেশ করতে পারে এবং শিশুর বিশুদ্ধ স্বভাবকে কলুষিত করতে পারে।

৫. হালাল খাদ্যে লালন-পালন : রাসূল (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন শিশুকে অবশ্যই হালাল খাদ্যে লালন করতে হবে। কারণ, যার শরীর হালাল দিয়ে গঠিত হয়, সে হালালকেই ভালোবাসে। আর যার শরীর হারাম দিয়ে গঠিত হয়, সে হারামকেই ভালোবাসার প্রবণতা রাখে। এই বিষয়ে প্রথমটির মধ্যে রয়েছে বিপুল কল্যাণ, আর দ্বিতীয়টির মধ্যে ভয়ংকর ক্ষতি।

৬. সাত বছর হলে সলাতের শিক্ষা : শিশুর বয়স সাত বছর হলে তাকে সলাতের আদেশ করবো। যদি অভ্যাস গড়ে তোলে তাহলে কতই না ভালো। আর না করলে দশ বছর বয়সে প্রহার করবো এবং আমরা বালকদের শয্যায় (ঘুমানোর জায়গা) পৃথক করে দেই, যাতে তারা অল্প বয়সেই কোনো যৌনধর্মী বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট না হয়, যে বয়সে তারা মানসিকভাবে এসব বিষয় উপলব্ধি করার যোগ্য হয় না। এতে তাদের চরিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং আচরণে বিকৃতি সৃষ্টি হতে পারে। আর মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি করুণা এই যে, মানুষ বালেগ হয় দেরিতে, এমন একটি পর্যায়ে যখন তার বুদ্ধি পরিপক্ব হয়ে যায়, বিষয়গুলোকে বুঝতে সক্ষম হয় এবং নিজের প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৭. শৈশবেই তরুণদের যৌন-শিক্ষা দেয়া : ইসলাম শৈশবেই তরুণদের উপযুক্ত বয়সভিত্তিক যৌন-শিক্ষা দেয়, যা পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ যৌন-শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করে। আমরা যখন তাকে সলাত শিখাই, তখনই তাকে শিখাই পায়খানা-পেশাবের আদব, ওযূ নষ্ট হওয়ার বিষয়গুলো, এভাবে ধাপে ধাপে। যৌন-শিক্ষা সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয়; কারণ এটি তাদের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, তাদের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিচ্যুতি ও অনৈতিকতার পথ থেকে তাদের রক্ষা করে। *[চলবে ইন শা-আল্লাহ]*

---

[১] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৪১; সহীহ মুসলিম- হা. ১৪৩৪।*
[২] *আবূ দাউদ- হা. ৫১০৫, আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) দূর্বল বলেছেন।*
[৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৯০৯।*
[৪] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৮৩৮, সহীহ।*
[৫] *সুনানুল কুবরা লিল বাইহাক্বী- হা. ১৫৬৮২, মুরসাল দূর্বল।*

আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ :

রোহিঙ্গাদের কি কোনো মানবাধিকার নেই?

মো. কায়ছার আলী*

আমরা স্বাধীন দেশের সৃষ্টির সেরা মানুষ। শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত। শিক্ষিত, আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর, চিকিৎসা ও অন্যান্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থাসহ সকলে মিলে মিশে এদেশে বসবাস করছি। এ জন্য মহান সৃষ্টিকর্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশ্বের প্রতিটি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান নিজ নিজ দেশ ও জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে সদা তৎপর। ইতিহাস সাক্ষী দেয় মানবিকতা ও মানবাধিকার প্রথম লিখিতভাবে স্বীকৃতি লাভ করে ৬২২ সালে মদিনায় মদিনা সনদে, ৬২৮ সালে মক্কায় হুদায়বিয়ার সন্ধিতে, ৬৩২ সালে বিদায় হজ্জের ভাষণে। গুহাবাসী থেকে সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সভ্যতার আলোয় আসতে আমাদের দীর্ঘ সময় লেগেছে। সভ্য হলেও কোথাও কোথাও কলঙ্কের কালিমা আজও বিদ্যমান। কেই কাউকে ক্ষমতার ভাগ দেয় না বা দিতে চায় না। এর বাস্তব প্রমাণ ঐতিহাসিক ম্যাগনাকার্টা।

১২১৫ সালের ১৫ জুন লন্ডন থেকে ২০ মাইল দূরে টেমস নদীর তীরে এক বৈঠকে ইংল্যান্ডের অজনপ্রিয় রাজা জন আর বিরোধী ব্যারনদের মধ্যে একটি চুক্তির ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল মানবাধিকারের মহাসনদ ম্যাগনকার্টা। সেই ধারণাগুলো বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল এবং অসংখ্য সংবিধানের মূলভিত্তি গড়ে দিয়েছিল। ম্যাগনাকার্টার মাধ্যমেই যথাযথ প্রক্রিয়ার নীতি এবং আইনের অধীনে সম অধিকারের রীতির জন্ম নিয়েছিল বৃটেনে। এ ম্যাগনাকার্টার মধ্য দিয়েই সংসদীয় গণতন্ত্রের পাশাপাশি আইনের ধারণার যাত্রা শুরু হয়। ঐতিহাসিক এ সনদেই বিশ্ব ইতিহাসের সর্বপ্রথম ঘোষণা করা হয়– কোনো দেশের রাজাসহ সে দেশের সকলেই রাষ্ট্রীয় আইনের অধীন, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন। ঐতিহাসিকভাবে ম্যাগনার্কাটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, একে বর্তমান সাংবিধানিক সূচনাও বলা যেতে পারে। এর শর্তগুলোর মধ্যে হচ্ছে– রাজা স্থানীয় প্রতিনিধি লোকদের অনুমোদন ছাড়া কারো স্বাধীনতায় বা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। এ চুক্তির সুবাতাস শুধু ইংল্যান্ডেই নয় অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতালিপ্সু রাজা সহজেই এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে চাননি। কিন্তু সকল সামন্ত মিলে রাজা জনকে লন্ডনের কাছে এক দ্বীপে বন্দী করে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এ চুক্তি বিচার বিভাগকে অনেকটা নিরপেক্ষ করেছিল। ইল্যান্ডের সংবিধান বলতে নির্দিষ্ট কোনো দলিল নেই। এ দলিলটি সেদেশের অন্যতম সাংবিধানিক দলিল। প্রজাদের অধিকার ও রাজার ক্ষমতা হ্রাসের যৌক্তিক এ দলিল পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু দেশে মানবাধিকার ও জন-গণের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করেছে। গত বছরের ১৫ই জুন ঐতিহাসিক ম্যাগনাকার্টার ৮০০ বছর পূর্তি পালিত হয় টেমস নদীর ঐ স্থানে যেখানে রাজা জন বাধ্য হয়ে স্বাক্ষর করেছিলেন। ১৬২৮ সালে পিটিশন অব রাইটস, ১৬৮৮ সালে বিল অব রাইটস, ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকান বিল অব রাইটস, ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা মানুষের মৌলিক চাহিদা বা অধিকার। সহজ কথায় মৌলিক অধিকারকেই মানবাধিকার বলে।

১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। নীতি, নৈতিকতা, মূলবোধ, শান্তির বাণীগুলো চর্চা হতে হতে সার্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতা আজকে লাভ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অর্থাৎ- ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯

* *লেখক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট।*

আগষ্টের (হিরোসিমা ও নাগাসাকি) ভয়াবহতা আমরা বিশ্ববাসী জানি। সে সময় বিভীষিকা ও ধ্বংসলীলা বিশ্ব বিবেককে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের স্ত্রী এলিনর রুজভেল্ট বিষয়টি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় এক আবেগময় বক্তৃতায় মানবতার পক্ষে বক্তব্য উত্থাপন করেন। ৪৮টি রাষ্ট্র তখন একটি কমিশন গঠনের পক্ষে মতামত বা ভোট দেন এবং অবশিষ্ট ৮টি রাষ্ট্র ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকলেও বিপক্ষে কোনো মন্তব্য প্রদান করেনি। জাতিসংঘ সনদই হচ্ছে প্রথম আন্তর্জাতিক দলিল বা মানবাধিকার সমুন্নত রাখার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের মানবাধিকার সংক্রান্ত সার্বজনীন ঘোষনা গৃহীত হয়। বিষয়টি স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে ১৯৫০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ৪২৩/৫ নম্বর সিদ্ধান্তে ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকারের সচেতনতা বৃদ্ধি ও চর্চার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যথাযথ মর্যাদায় পালনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

এবার ফিরে আসি, রোহিঙ্গাদের কথায়। রোহিঙ্গারা কি জীব নয়? জীবন্ত সাধারণ নারী, পুরুষ ও শিশু হত্যা করা কি অহিংস নীতি? সারা বিশ্বে আজ সন্ত্রাসী বা চোরাগুপ্তা হামলা হচ্ছে। সর্বশেষ গত ২৫ আগষ্ট-২০১৭ কফি আনান কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের মুহূর্তে কেনই বা রোঙ্গিরা বা অন্য কেউ একযোগে পুলিশ ফাঁড়িতে আক্রমণ করল? এতে যুক্তিবাদী মানুষেরা ধাঁ ধাঁ প্রস্থ হয়েছে কিন্তু যুক্তিহীন হননি। প্রকৃত দোষীদের অবশ্যই শাস্তি কামনা করি। তদন্ত ছাড়াই অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়ে যেভাবে রোহিঙ্গা মুসলমানদের হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ লুটপাট, জ্বলন্ত অগ্নি কুণ্ডলীতে নিরপরাধ শিশু ও রোহিঙ্গাদের নিক্ষেপ করা হয়েছে তা কোনো বিষাক্ত সাপ কিংবা প্রাণীর সাথে মানুষ এরকম আচরণ করে না। রোহিঙ্গারা বহিরাগত নয়, অভিবাসী নয়, জন্মসুত্রে ঐ দেশেরই অধিবাসী। কেন তারা এই পোড়ামাটির নীতি অবলম্বন করেছে এর উত্তর আমার জানা নেই।

রোহিঙ্গাদের এক মাত্র দোষ যে তারা মুসলমান। এ পর্যন্ত সাড়ে ৬ লাখ রোহিঙ্গা নাফ নদ অতিক্রম করে বাংলাদেশে এসেছে। গত ৫ ডিসেম্বর-২০১৬ ইং নৌকা ডুবিতে তওহিদ নামের এক বছর বয়সী শিশুটি মায়ের দুধের পরিবর্তে নাফ নদীর দূষিত পানি খেতে খেতে চিরতরে না ফেরার দেশে চলে গেছে। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব উ-থান্টের দেশ, শান্তিতে নোবেল জয়ী গণতন্ত্রকামী বেসামরিক সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলর সূচির মিয়ানমারে এবারের মানবাধিকার দিবস কি পালিত হবে? রোহিঙ্গারা এখন মানবাধিকারহীন এবং আপাতত তাদের ঠিকানা ভাসানচরে।

“সাপ্তাহিক আরাফাতে বিজ্ঞাপন দিন, দা’ওয়াতী প্রকাশনায় অংশ নিন।”

–সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত।

বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

- শেষ প্রচ্ছদ (রঙিন) : পূর্ণ পৃষ্ঠা- ১৫,০০০/-।
- দ্বিতীয় প্রচ্ছদ- (রঙিন) : অর্ধ পৃষ্ঠা- ৭,০০০/-।
- তৃতীয় প্রচ্ছদ- (রঙিন) : পূর্ণ পৃষ্ঠা- ১২,০০০/-, অর্ধ পৃষ্ঠা- ৮,০০০/-।
- ভেতরের পৃষ্ঠা (সাদা কালো) : পূর্ণ পৃষ্ঠা- ৮,০০০/-, অর্ধ পৃষ্ঠা- ৫,০০০/-।

সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি :

নতুন বছর : উচ্ছ্বাস নয়, আত্মসমালোচনার সময়

মো. খশিউর রহমান বিন মো. মনসুর আলী*

মানুষ আজ এক অদৃশ্য অন্ধকারের গোলকধাঁধায় আবদ্ধ। চারদিকে আলোর ঝলকানি থাকলেও অন্তর ক্রমশ অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। দিশাহীন এক যাত্রায় সে ছুটে চলেছে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, তার পরিণতি কী! সে বিষয়ে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। ঈমান ও 'আমলের হিসাব তার কাছে এখন গৌণ বিষয়। পরকালের জবাবদিহিতার ভয় যেন হৃদয় থেকে মুছে গেছে। অথচ সময় থেমে নেই। বছর শেষে বছর আসে, ক্যালেন্ডারের পাতা বদলায়, কিন্তু বদলায় না মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, বদলায় না আত্মার অভিমুখ।

বছরের শেষ প্রান্তে এসে সমাজের একটি বড় অংশ ব্যস্ত হয়ে পড়ে তথাকথিত নববর্ষ উদযাপনে। বর্ণিল আলো, উচ্চ শব্দ, উচ্ছ্বাস আর শুভেচ্ছার জোয়ারে ডুবে যায় চারপাশ। নতুন বছর এলেই তারা এক ধরনের আত্মবিস্মৃত আনন্দে মেতে ওঠে। কিন্তু খুব কম মানুষই একবার থেমে ভেবে দেখে, নববর্ষ পালন আদৌ কতটা যৌক্তিক? এই উদযাপন কি আমাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করছে, নাকি আরো দূরে ঠেলে দিচ্ছে?

নতুন বছরের আগমনে তারা রচনা করে স্বপ্নের মিনার, আঁকে সুখের কল্পচিত্র। অথচ বিগত বছরের ভুল, গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের জন্য নেই কোনো অনুশোচনা। নেই আত্মসমালোচনার তাগিদ, নেই সংশোধনের দৃঢ় সংকল্প। মুখে শুধু একটাই বুলি "শুভ নববর্ষ"। কিন্তু প্রশ্ন হলো– কার জন্য এই শুভতা? কোন মানদণ্ডে এই শুভতা নির্ধারিত?

নববর্ষকে ঘিরে সমাজে এক গভীর ভ্রান্ত বিশ্বাস গড়ে উঠেছে এ দিনে নাকি পৃথিবী নতুন সাজে সেজে ওঠে, সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে যায়, বছরের শুরু ভালো হলে গোটা বছর সুখের হবে। এই বিশ্বাস নিছক ভুল ধারণা নয়; বরং 'আক্বীদাহ্গত বিচ্যুতি। কেননা সময় নিজে কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণের ক্ষমতা রাখে না। সময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। তাঁরই হুকুমে তা আবর্তিত হয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِيْنِيْ ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيْ الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদাম সন্তানরা আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যামানাকে গালি দেয়; অথচ আমিই যামানা। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা; রাত ও দিন আমিই পরিবর্তন করি।[১২৫] অর্থাৎ- সময়ের ভালো-মন্দ নির্ধারণকারী আল্লাহ তা'আলা, সময় নিজে নয়।

নববর্ষে ধরণী নাকি জীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে, এই বিশ্বাসে ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানি ভুলে মানুষ বিজাতীয় ও দেশীয় সংস্কৃতির অনুসরণে নেচে-গেয়ে মেতে উঠবে, ইসলামে এমন কোনো ধারণার অস্তিত্ব নেই; বরং নির্দিষ্ট কোনো দিন বা সময়কে শুভ বা অশুভ মনে করাই কুসংস্কার।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ "لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন : সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণে পেঁচা, নক্ষত্র (প্রভাবে বর্ষণ) ও (ক্ষুধায় পেট কামড়ানো) পোকা– এসবের অস্তিত্ব নেই।[১২৬]

এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামে নববর্ষের কোনো বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদা নেই। এটি অন্যান্য সাধারণ দিনের মতোই একটি দিন মাত্র। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরাম, খোলাফায়ে রাশেদীন কিংবা পরবর্তী যুগের কোনো

*প্রাক্তন শিক্ষার্থী, মাদ্‌রাসাতুল হুদা আল ইসলামিয়্যাহ আস সালাফিয়্যাহ, ঠাকুরগাঁও।

[১২৫] সহীহুল বুখারী- হা. ৪৮২৬।
[১২৬] সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬৮৭।

প্রসিদ্ধ ইমাম বা মুহাদ্দিসকে নববর্ষ উদযাপন করতে দেখা যায় না। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নিজ জন্মদিন, হিজরতের দিন, এমনকি তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির দিনও কখনো পালন করেননি। শুধু পালনই নয়, এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনাও তিনি রেখে যাননি। কারণ ইসলামে নতুন কোনো 'আমল বা বিশ্বাস সংযোজন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূল (ﷺ) সতর্ক করে বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে এমন কিছু সংযোজন করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"[১২৭] এই নীতির আলোকেই 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হিজরি সনের প্রবর্তন করলেও নববর্ষ উদযাপনের কোনো প্রথা চালু করেননি।

বাস্তবতায় আজকের নববর্ষ উদযাপন কেবল একটি নিরীহ সামাজিক আয়োজন নয়। এটি বেহায়াপনার সর্বনিম্ন সীমায় নেমে যাওয়ার নামান্তর। রাত বারোটার পর তথাকথিত থার্টি ফার্স্ট নাইট, ব্যান্ড পার্টির কোলাহল, গান-বাজনা, আতশবাজি ও পটকার শব্দে পরিবেশ দূষণ, নাচ-গানে উন্মত্ততা, ব্যভিচারের উন্মুক্ত দরজা, সবকিছু মিলিয়ে এক ভয়াবহ নৈতিক বিপর্যয়ের চিত্র ফুটে ওঠে। এসব কাজ ইসলামে সুস্পষ্টভাবে হারাম।

এর চেয়েও ভয়ংকর দিক হলো, নারীর নগ্ন বা অর্ধনগ্ন উপস্থাপন। সৌন্দর্য প্রদর্শনের নামে নারীকে পুরুষের পাশে দাঁড় করিয়ে যিনা ও ব্যভিচারকে সহজলভ্য করে তোলা।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

উসামাহ্ ইবনু যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "আমি পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে বেশি ক্ষতিকর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।"[১২৮]

বিধর্মীরা ইসলামের বিধান অস্বীকার করলে তাতে ইসলামের কিছু আসে যায় না। কিন্তু মুসলিম সমাজ যখন তাদের ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতি নির্বিচারে গ্রহণ করে, তখন ঈমান মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়ে। এর ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। আজ আমরা ঠিক সেই বাস্তবতাই প্রত্যক্ষ করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ক্ষমা করুন।

দুঃখজনক হলেও সত্য, মুসলিমদের এক বড় অংশ দুনিয়ার উন্নতি ও ভোগকেই জীবনের সাফল্য মনে করে। তারা মনে করে, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ, লাগামহীন জীবনেই নাকি সুখ। অথচ একজন মুসলিমের জীবন কখনোই লাগামহীন নয়। তার জীবন নিয়ন্ত্রিত। মহান আল্লাহর বিধানের শাসনে আবদ্ধ।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত বিধানের অনুগত হয়।"[১২৯]

শয়তান মানুষের সামনে অবাধ স্বাধীনতার মোড়ক দিয়ে সীমাহীন ভোগ-বিলাসকে আকর্ষণীয় করে তোলে। সে ফিসফিস করে বলে, আবদ্ধ জীবন কষ্টদায়ক, ধর্ম মানা মানেই পশ্চাৎপদতা। অথচ বাস্তবতা হলো, যেখানে জীবন নিজেই অনিশ্চিত, সেখানে সীমাহীন স্বপ্ন আর বিলাসিতার আহ্বান এক নির্মম প্রতারণা। রাসূল (ﷺ) আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন,

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ.

"জান্নাতকে কষ্টকর বিষয় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, আর জাহান্নামকে প্রবৃত্তি ও লালসা দিয়ে।"[১৩০]

অতএব নববর্ষ আমাদের জন্য উচ্ছ্বাসের উপলক্ষ নয়; বরং আত্মসমালোচনার সুযোগ। আমাদের উচিত, বিগত বছরের হিসাব নেওয়া, ভুল থেকে ফিরে আসা, পরিবার ও সন্তানদের ঈমানি পরিবেশে গড়ে তোলা এবং আল্লাহর বিধানের প্রতি নতুন করে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। সময় চলে যায়, কিন্তু হিসাব থেকে যায়।

আজ যদি আমরা সচেতন না হই, আগামীকাল আফসোস ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হিদায়েত দান করুন, ক্ষমা করুন এবং সত্যের উপর অবিচল থাকার তাওফীক্ব দিন –আমীন।

---

[১২৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৩৮৪।*
[১২৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫০৯৬।*
[১২৯] *আস-সুন্নাহ- হা. ১৫।*
[১৩০] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৫৫৯।*

সাময়িক প্রসঙ্গ :

খ্রিসমাস (বড়দিন) সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

মিরাজ বিন রাসেল★

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে আমরা এমন এক উম্মতের অন্তর্ভুক্ত, যাদের জীবন উদ্দেশ্যহীন নয়। ইসলাম কোনো আংশিক জীবনব্যবস্থা নয়; বরং মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আত্মিক– সমগ্র জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ বিধান। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন–

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

"আমি জিন্ ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার 'ইবাদত করার জন্য।"[১৩১]

এই আয়াত আমাদের জানিয়ে দেয়– মানুষের জীবন কোনো খেলাধুলা, উৎসব বা ভোগবিলাসের জন্য নয়। আমাদের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি সিদ্ধান্ত এবং প্রতিটি আনন্দ মহান আল্লাহর 'ইবাদতের সীমার ভেতর হতে হবে। সুতরাং যে উৎসব মহান আল্লাহর 'ইবাদতের পরিপন্থী, শির্কের 'আক্বীদাহ্ বহন করে বা কুফ্রী বিশ্বাসের প্রতীক– তা মুসলিম জীবনের লক্ষ্যবস্তুর সম্পূর্ণ বিরোধী।

তাওহীদ : মুসলিম জীবনের ভিত্তি

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾

"বলুন, নিশ্চয় আমার সলাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু –সবই আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র জগতের রব। তাঁর কোনো শরীক নেই।"[১৩২]

এই আয়াত স্পষ্ট করে দেয়– একজন মুসলিমের সম্পূর্ণ জীবন মহান আল্লাহর জন্য উৎসর্গকৃত। এখানে 'জীবন' শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ- আমরা যা কিছু পালন করি– উৎসব, আনন্দ, আচরণ– সবই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির অধীন হতে হবে।

খ্রিসমাস এমন একটি উৎসব, যার মূল 'আক্বীদাহ্ ও তাওহীদের বিপরীত। অতএব এতে অংশগ্রহণ মানে এই আয়াতের ঘোষণার বিরোধিতা করা।

খ্রিসমাসের মূল 'আক্বীদাহ্ ও বাস্তবতা

খ্রিসমাস মূলত খ্রিষ্টানদের একটি ধর্মীয় উৎসব, যা পালিত হয় 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে মহান আল্লাহর পুত্র মনে করে তাঁর জন্মোৎসব হিসেবে। অথচ এই বিশ্বাস সরাসরি ইসলামের তাওহীদ 'আক্বীদার পরিপন্থী।

আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলেন, "আল্লাহ কখনো সন্তান গ্রহণ করেননি।"[১৩৩] তিনি আরো বলেন, "তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন– নিশ্চয়ই তোমরা এক ভয়াবহ কথা বলছ!"[১৩৪]

অতএব, খ্রিসমাস কোনো সাধারণ সামাজিক উৎসব নয়; বরং এটি এমন একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যার ভিত্তি রয়েছে শির্ক ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর।

আর এখানে শুধুমাত্র মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা একটি চক্রান্তের মধ্যে ফেলে দেয়। আর এই চক্রান্ত থেকেই শুরু হয় মুসলিমদের মধ্যে মহান আল্লাহ ভীতির হারিয়ে যাওয়া সূচনা।

বড়দিনের সূচনা

খ্রিষ্টানরা খ্রিসমাসকে 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর জন্মদিন হিসেবে উদযাপন করে। অথচ ⇨ বাইবেলে তাঁর জন্ম তারিখ নির্দিষ্ট নয়। ⇨ প্রথম যুগের খ্রিষ্টানরা এটি পালন করত না জানা যায় বিভিন্ন সূত্রে। ⇨ এটি মূলত প্রাচীন রোমানদের প্যাগান (মূর্তিপূজক) উৎসব থেকে আগত বলে ধারণা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ○ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾

"এবং তিনি তাদেরকে সতর্ক করতে এসেছেন, যারা বলে– 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন'। এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই।"[১৩৫]

★ *আল জামি'আহ আস সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী।*

[১৩১] *সূরা আয্-যা-রিয়া-ত : ৫৬।*

[১৩২] *সূরা আল-আন'আম : ১৬২-১৬৩।*

[১৩৩] *সূরা আল-ইখলা-স : ৩।*

[১৩৪] *সূরা মারইয়াম : ৮৮-৮৯।*

[১৩৫] *সূরা আল-কাহ্ফ : ৪-৫।*

খ্রিসমাসের মূল বক্তব্যই হলো– 'ঈশ্বরের পুত্রের জন্ম'। অথচ আল্লাহ তা'আলা নিজেই এই দাবিকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ঘোষণা করেছেন। সুতরাং একজন মুসলিম যদি এই দিনে আনন্দ প্রকাশ করে বা অংশগ্রহণ করে, সে অজান্তেই একটি শির্কভিত্তিক বিশ্বাসকে সমর্থন করে।

অমুসলিমদের অনুকরণে মুসলমানদের ঈমান ধ্বংসের পথ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"[১৩৬]

অনুকরণ শুধু পোশাক বা খাবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উৎসব, আনন্দ, শুভেচ্ছা ও রীতিনীতি –সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

আজ অনেকেই বলে– "আমি তো বিশ্বাস করি না, শুধু উদযাপন করছি।" কিন্তু ইসলাম বলে– কাজও ঈমানের পরিচয় বহন করে। অতএব শির্কভিত্তিক উৎসব উদযাপন করাও ঈমানের জন্য মারাত্মক হুমকি। শুধুমাত্র ঈমানের মারাত্মক হুমকি নয়; বরং পুরো মুসলিম জাতির জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন।

সময়ের জবাবদিহিতা ও খ্রিসমাস

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْعَصْرِ ○ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ○ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ﴾

"খ্রিসমাস মানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিনোদন, গুনাহপূর্ণ পরিবেশ, 'ইবাদত থেকে গাফিলতা এবং প্রকাশ্য পাপাচার। অথচ আল্লাহ সময়ের কসম করে মানুষকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, যুগের কসম, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কর্ম করেছে।"[১৩৭]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ﴾

"আর মু'মিনরা হলো তারা, যারা অনর্থক কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।"[১৩৮]

[১৩৬] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪০৩১।*
[১৩৭] *সূরা আল-'আসর : ১-৩।*
[১৩৮] *সূরা আল-মু'মিনূন : ৩।*

জন্মদিন উদযাপণ করা সম্পূর্ণ বিদআত

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী।"[১৩৯]

নবী (ﷺ), সাহাবি বা তাবেঈনদের কেউ জন্মদিন পালন করেননি। অতএব জন্মদিন, বিশেষত খ্রিসমাস– বিদআত ও শির্কের সমন্বিত রূপ।

খ্রিসমাসে একজন মুসলিমের কি কি করণীয় হতে পারে

⇨ খ্রিসমাসে শুভেচ্ছা জানানো থেকে বিরত থাকা।

⇨ খ্রিসমাসের শুভেচ্ছা জানানো মানে শির্কভিত্তিক বিশ্বাসকে সমর্থন করা এবং প্রচার করা।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "কুফ্‌রী ধর্মীয় উৎসবে শুভেচ্ছা জানানো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।"

আল্লাহ বলেন, "আর তারা মিথ্যা বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় না।"[১৪০]

সাজসজ্জা ও উপহার আদান-প্রদান না করা

খ্রিসমাস উপলক্ষে ঘর সাজানো, আলো জ্বালানো বা উপহার দেওয়া– সবই ঐ উৎসবের অনুকরণ ও অংশগ্রহণ। কিন্তু অপরদিকে এগুলা সবই অপচয়ের খাতায় নাম লেখায়।

'ইবাদত, কুরআন তিলাওয়াত ও দান-সাদাক্বায় মনোনিবেশ

"নিশ্চয়ই সলাত ও আল্লাহর যিকির অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"[১৪১]

সূরা মারইয়াম পাঠ করে 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সঠিক পরিচয় জানা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনি তো কেবল আল্লাহর বান্দা।"[১৪২]

এই পৃথিবীতে সকল কিছুকে যাচাই করার সুযোগ দিয়েছে শুধুমাত্র মানুষকে আল্লাহ তা'আলা। তাই তিনি বলেন,

"তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ করো না।"[১৪৩]

আমরা সত্য এবং মিথ্যাকে যাচাই করি এবং তার উপর 'আমল করি –আমিন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাওহীদের উপর দৃঢ় রাখুক। শির্ক, বিদআত ও কুফ্‌রী সংস্কৃতির অনুকরণ থেকে আমাদের হিফাযত করুন। আমাদের ঈমানকে মজবুত করুন এবং মৃত্যু দিন ঈমানের সাথে –আমীন, ইয়া রব্বাল 'আলামীন।

[১৩৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪৩/৮৬৭।*
[১৪০] *সূরা আল-ফুরক্বা-ন : ৭২।*
[১৪১] *সূরা আল-আনকাবূত : ৪৫।*
[১৪২] *সূরা মারইয়াম : ৩০।*
[১৪৩] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ৪২।*

‘আক্বীদাহ্ ও মানহাজ :

বাউল মতবাদ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

বাংলার মাটি চিরকালই নানা মত, পথ ও দর্শনের মিলনস্থল। এই জনপদের নদীর স্রোতের মতোই মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসও কখনো স্থির থাকেনি, এক পথ ছেড়ে আরেক পথে মোড় নিয়েছে বারবার। সেই মোড় ঘোরানো পথগুলোর একটিতে জন্ম নিয়েছে “বাউল মতবাদ”। গ্রামবাংলার ধুলো-মাখা পথে, একতারার করুণ সুরে, অদ্ভুত পোশাক ও রহস্যময় ভাষায় যারা জীবনকে খোঁজে তারাই বাউল নামে পরিচিত। বাউল শুধু একটি গান বা লোকঐতিহ্যের নাম নয়; এটি একটি দর্শন, একটি সাধনাপদ্ধতি, যেখানে মানুষ নিজেকেই পরম সত্যের আসনে বসাতে চায়। বাহ্যিক ধর্মীয় বিধিবিধানের পরিবর্তে তারা অন্তরের অনুভূতি ও দেহকেন্দ্রিক সাধনাকে মুখ্য মনে করে। ফলে বাউল মতবাদ কেবল সাংস্কৃতিক প্রবাহ হিসেবেই নয়; বরং বিশ্বাস ও ‘আক্বীদার জগতে এক ভিন্ন ও বিতর্কিত অবস্থান তৈরি করেছে।

বাউলের সংজ্ঞা : বাউল বলতে এমন এক শ্রেণির লোকধর্মাশ্রয়ী সাধককে বোঝানো হয়, যারা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় আইন-কানুনের বাইরে থেকে মানবদেহ ও অন্তরাত্মার মধ্যেই সর্বোচ্চ সত্য বা ঈশ্বরসত্তার সন্ধান করে। তাদের বিশ্বাসে, মানুষই রহস্যের আধার, মানুষই চূড়ান্ত সাধনার ক্ষেত্র।

★ বাউল মতবাদে কুরআন, বেদ বা শাস্ত্রের পরিবর্তে গুরুত্ব পায় “গুরু”, “মনের মানুষ” ও গোপন সাধনা। তারা সাধারণত নামায, রোযা, হালাল-হারামের সীমারেখাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে এবং গান ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে মুক্তির পথ বলে ধারণা করে।

➢ সংক্ষেপে বলা যায়, বাউল হলো এমন একটি লোকধর্মীয় মতবাদ, যেখানে মানবকেন্দ্রিক দর্শন তাওহীদকেন্দ্রিক বিশ্বাসের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

★ বাউল মতবাদের প্রবর্তক : বাউল মতবাদের কোনো নির্দিষ্ট নবী, রাসূল বা আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত প্রবর্তক নেই। ইতিহাসে আমরা দেখি, লালন ফকিরসহ কিছু ব্যক্তি নিজেদের চিন্তা, গান ও সাধনার মাধ্যমে এই ধারাকে চালু করেছেন। তারা যা বলেছেন বা শিখিয়েছেন, তার পেছনে কুরআন বা রাসূল (ﷺ)-এর সহীহ সুন্নাহর দলিল নেই। ইসলামের নিয়ম হলো– যে কোনো দ্বীন বা ‘ইবাদতের পথ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) ঠিক করে দেন। মানুষের বানানো কোনো ধর্মীয় পথ ইসলাম গ্রহণ করে না।

★ বাউল মতবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : গবেষকদের মতে, বাউল মতবাদের উৎপত্তি কোনো নির্দিষ্ট সময় বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নয়; বরং এটি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা একটি লোকধর্মীয় ধারা। বৌদ্ধ সহজযান ও নাথপন্থার প্রভাব পাল যুগে (৮ম-১২শ শতক) বাংলায় সহজযানী বৌদ্ধদের দেহতত্ত্ব, গোপন সাধনা ও সহজ ভাষা বাউল দর্শনের ভিত্তি রচনা করে।[১৪৪] বৈষ্ণব সহজিয়া প্রভাব চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব সহজিয়াদের প্রেমতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণ সাধনা ও গোপন আচরণ বাউল দর্শনে গভীর প্রভাব ফেলে।[১৪৫] সুফিবাদের প্রভাব বাংলায় আগত সুফি দরবেশদের মানবপ্রেম, ফকিরি জীবন ও গুরুবাদের প্রভাব বাউল মতবাদকে ধর্মীয় কাঠামোবিরোধী ধারায় রূপ দেয়।[১৪৬]

মধ্যযুগে বিকাশ এদের বিকাশ হয়েছে যেমন- ১৫-১৭ শতকে বাউলরা গ্রামীণ সমাজে বিচ্ছিন্ন সাধক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময় বাউল মত লোকাচারভিত্তিক রূপ লাভ করে।[১৪৭] তাছাড়া লালন শাহ ও বাউল মতবাদের রূপায়ণ করে ১৮-১৯ শতকে লালন ফকির বাউল মতবাদের দর্শনকে সুসংহত রূপ দেন। তিনি শাস্ত্র, জাত, ধর্ম ও লিঙ্গভেদের বিরোধিতা করেন।[১৪৮] আধুনিক যুগে বাউল মতবাদ হচ্ছে– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমে বাউল গান ও দর্শন শিক্ষিত সমাজে পরিচিতি পায়। তবে এতে বাউল দর্শনের আধ্যাত্মিক দিকের পরিবর্তে সাংস্কৃতিক দিক বেশি গুরুত্ব পায়।[১৪৯]

এছাড়া গবেষকদের মূল্যায়ন– বেশিরভাগ গবেষক একমত যে বাউল মতবাদ একটি সমন্বয়ধর্মী লোকদর্শন, যা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বাইরে অবস্থান করে।[১৫০] বাউল মতবাদ বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি জটিল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর উৎপত্তি বহুধা প্রভাবের সমন্বয়ে এবং এর বিকাশ গ্রামীণ সমাজের অন্তর্লীন সাধনাচর্চার মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়েছে। শাস্ত্রবিমুখতা ও দেহতত্ত্বকেন্দ্রিকতার কারণে এটি মূলধারার ধর্মীয় কাঠামোর বাইরে অবস্থান করলেও লোকমানসে এর প্রভাব আজও বিদ্যমান।

---

* *দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ মাদ্‌রাসা, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।*

[১৪৪] *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)- সুকুমার সেন, পৃ. ৮৪।*
[১৪৫] *বাংলার লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতি- আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ১২১।*
[১৪৬] *বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য- আহমদ শরীফ, পৃ. ১০৯।*
[১৪৭] *বৃহৎ বঙ্গ- দীনেশচন্দ্র সেন, পৃ. ২৩৭।*
[১৪৮] *লালন ফকির ও বাউল ধর্ম- উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃ. ৫২।*
[১৪৯] *বাংলার বাউল- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১৪।*
[১৫০] *লোকধর্ম ও সমাজ- এনামুল হক, পৃ. ৯১।*

★ **ইসলামী দৃষ্টিকোণে বাউল মতবাদ :** এটি তাওহীদের মৌলিক ধারণায় বিচ্যুতি ও স্রষ্টা-সৃষ্টির সীমা বিলুপ্তকরে দেয়। বাউল মতবাদের সবচেয়ে মৌলিক সমস্যা হলো, তাওহীদের সঠিক ধারণার অনুপস্থিতি। বহু বাউল গানে ও দর্শনে এমন কথা পাওয়া যায় যে, আল্লাহ বা পরম সত্তা মানুষের দেহের মধ্যেই অবস্থান করেন, তাঁকে বাইরে খোঁজার প্রয়োজন নেই। এই ধারণা প্রথম দর্শনে আধ্যাত্মিক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সুস্পষ্ট সীমারেখাকে বিলুপ্ত করে দেয়। ইসলাম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে আল্লাহ সৃষ্টির কোনো অংশ নন, তিনি দেহে আবদ্ধ নন এবং মানুষের ভেতরে বা বাইরে কোনো সত্তার সঙ্গে একাকার নন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ "তার মতো কিছুই নেই; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[১৫১] অন্য আয়াতে বলেন, ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ "এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।"[১৫২] আল্লাহ যদি মানুষের দেহে অবস্থান করেন, এমন বিশ্বাস আল্লাহকে সৃষ্টির পর্যায়ে নামিয়ে আনে, যা সরাসরি শির্কের অন্তর্ভুক্ত। তাওহীদের দাবি হলো– আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির ঊর্ধ্বে, স্বতন্ত্র ও অতুলনীয়। সুতরাং বাউল মতবাদের এই দেহতত্ত্বমূলক ধারণা ইসলামী 'আক্বিদার সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। এটি ওহী ও শরিয়তের কর্তৃত্ব অস্বীকার এবং গুরুবাদের আধিপত্য বাউল মতবাদে কুরআন, হাদীস বা কোনো আসমানি কিতাবকে চূড়ান্ত পথনির্দেশ হিসেবে মানা হয় না। সেখানে বলা হয় মানুষের হৃদয়ই আসল কিতাব, গুরুই আসল পথপ্রদর্শক। এই ধারণা ইসলামের মৌলিক ভিত্তিকেই অস্বীকার করে। ইসলাম ঘোষণা করে, মানুষের হিদায়েতের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস হলো আল্লাহর ওহী এবং রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ। কোনো গুরু, সাধক বা আধ্যাত্মিক নেতা শরিয়তের ঊর্ধ্বে হতে পারেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ "বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই।"[১৫৩] অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ "রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।"[১৫৪] 'আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

স্রষ্টার অবাধ্যতায় কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই।[১৫৫]

যখন কোনো মতবাদ গুরুকে শরিয়তের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়, তখন তা মানুষকে মহান আল্লাহর বিধান থেকে সরিয়ে মানুষের হাতে বন্দি করে। কুরআন এমন গুরুবাদকে পূর্ববর্তী জাতিদের ভ্রান্তির মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এছাড়া বাউল মতবাদ দেহতত্ত্ব, গোপন সাধনা ও ধর্মসমন্বয়বাদ বাউল মতবাদের আরেকটি গভীর সমস্যা হলো, দেহকেন্দ্রিক সাধনা ও গোপন আচার। এসব সাধনার মধ্যে অনেক সময় এমন প্রতীকী ভাষা ও চর্চা থাকে, যা ইসলামের লজ্জা, পবিত্রতা ও নৈতিকতার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পাশাপাশি বাউল মতবাদ ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক বিশ্বাসের সমন্বয়ে গঠিত –যা ইসলামী দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ সত্য দ্বীনের সঙ্গে মিথ্যার সংমিশ্রণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾

"বলুন, আমার রব প্রকাশ্য ও গোপন সকল অশ্লীলতাই হারাম করেছেন।"[১৫৬] অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করবে, তা কখনোই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না।"[১৫৭] ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ.

"নব উদ্ভাবিত বিষয় থেকে সাবধান হও; কারণ প্রত্যেক নব উদ্ভাবনই বিদআত।"[১৫৮]

ইসলাম দ্বীনের ক্ষেত্রে স্পষ্টতা চায়, হালাল স্পষ্ট, হারাম স্পষ্ট। গোপন সাধনা ও ধর্মসমন্বয়বাদ এই স্পষ্টতাকে নষ্ট করে এবং মানুষকে ধীরে ধীরে আকিদাগত বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করে। সংক্ষেপে বলা যায়, বাউল মতবাদ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে অধ্যয়নযোগ্য হলেও ইসলামী 'আক্বিদার মানদণ্ডে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। এতে তাওহীদের বিকৃতি, ওহীর অস্বীকৃতি, গুরুবাদ, দেহতত্ত্ব ও ধর্মসমন্বয়বাদ একত্রে বিদ্যমান। একজন মুসলমানের জন্য একমাত্র নিরাপদ পথ হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (ﷺ)-এর সহীহ সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা।

আজ বাংলার গ্রাম-শহরে আজও পথিকেরা হাঁটছে, যাদের গান শুনলে মনে হয়, প্রেম, মানবতা, আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু গভীরে এই পথ ঈমানের জন্য ভয়ঙ্কর ফাঁদ। বাউল সম্প্রদায়ের বাহ্যিক সৌন্দর্য আড়াল করে রেখেছে তাওহীদ, ওহী ও সুন্নাহ থেকে বিচ্যুতি। হৃদয়কে ভ্রমিত করে গান, গুরু, দেহতত্ত্ব কিন্তু, এগুলো আসল মুক্তির পথ নয়। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে বাউল পথ থেকে দূরে থাকে ঈমানকে রক্ষা করে তার হুকুমে অটল থাকার তাওফীক্ব দান করেন –আমীন।

---

[১৫১] *সূরা আশ-শূরা- : ১১।*
[১৫২] *সূরা আল-ইখলা-স : ৪।*
[১৫৩] *সূরা ইউসুফ : ৪০।*
[১৫৪] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১০৯৫, সহীহ।*
[১৫৫] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৩৬৯৬/৩৬, সহীহ।*
[১৫৬] *সূরা আল-হাশ্‌র : ৭।*
[১৫৭] *সূরা আ-লি-'ইমরান : ৮৫।*
[১৫৮] *আবূ দাউদ- হা. ৪৬০৭; আত্ তিরমিযী- ২৬৭৬, সহীহ।*

কবিতা

রাতের স্বরূপ

মোল্লা মাজেদ*

রাত থম থম নিস্তব্ধ নিঝুম
ঝিঁঝির কলতান
কোন বিবাগী সুরের সুধায়
জাগলো আমার প্রাণ।

রাত জাগা সব রাতের পাখি
প্রহর গুণে উঠছে ডাকি
ব্যাকুল মনে থাকি থাকি
উথাল সুরের বান
কোন বিবাগী সুরের সুধায়
জাগলো আমার প্রাণ।

অপরূপ এ রাতের স্বরূপ
তিমির ঘন কালো
মনের নিকষ আঁধার ভেদী
জ্বললো এ কোন আলো।

আলোয় আলো আলোয় ভরা
বিশ্ব নিখিল বসুন্ধরা
কোনো বিহগে দেয়না ধরা
মন করে আনচান
সেই বিবাগী সুরের সুধায়
জাগলো আমার প্রাণ।

শহীদ ওসমান হাদীর লেখা সেই বিখ্যাত কবিতা

আমায় ছিঁড়ে খাও হে শকুন

হে সীমান্তের শকুন
এক্ষুনি ছিঁড়ে খাও আমাকে
হে আটলান্টিকের ঈগল
শিগগির খুবলে খাও আমাকে
হে বৈকাল হ্রদের বাজ
আঁচড়ে কামড়ে ছিন্নভিন্ন করো আমাকে।
আমার রক্তরসে শুধু অসহায়ত্ব আর অভাব;
কাগজের কামলারা তারে আদর করে মুদ্রাস্ফীতি ডাকে।
ঋণের চাপে নীল হয়ে যাচ্ছে আমার অণুচক্রিকা
সংসার চালাতে অন্তরে হয় ইন্টারনাল ব্লিডিং
কী আশ্চর্য, তবুও আমি মরছি না!
ওদিকে দোযখের ভয়ে
আত্মহত্যা করবারও সাহস পাই না আমি!
খোদাকে বললাম, আমি মরতে চাই
তিনি বললেন, বেঁচে আছ কে বলল?
সহস্রাব্দ উন্নয়নের সাক্ষী হিসেবে
রাজা তোমাকে মমি করে রেখেছেন!
বাজারে দীর্ঘশ্বাস ফেললে নাকি
রাজ্যের ভীষণ বদনাম হয়
রাজারও মন খারাপ হয় খুব।
কোতোয়ালরা ফরমান জারি করেছে
আমাকে সারাক্ষণই হাসতে হবে!
নইলে দেশি কুকুর ও বিদেশি মাগুরকে
একবেলা ভালোমন্দ খাওয়ানো হবে আমার মাংস দিয়ে
নিত্যদিন ব্রয়লারের ভুঁড়ি নাকি ওদের ভাল্লাগে না!
অথবা আমাকে ভাগ দিয়ে বেচা হবে
মানুষেরও তো মানুষ খাওয়ার সাধ হতে পারে, তাই না?
ভাগ্যিস তা বিদেশি সুপারশপে বিকি হবে না
দেশি মানুষেরই তো হক্ব বেশি আমাকে খাওয়ার!
এ দোযখই যখন নিয়তি
তখন আমি উদাম হয়ে ডাকছি
দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মাংসাশী বিহগদের
হে ঈগল! চিল ও ভয়ংকর বাজেরা
হে সাম্রাজ্যবাদী সাহসী শকুনিরা!
তোমরা এফ-থার্টি ফাইভের মতো
মিগ টুয়েন্টি নাইনের মতো–
দল বেঁধে হামলে পড়ো আমার বুকে
আমার রান, থান, চক্ষু, কলিজা
আজ সব তোমাদের গনিমতের মাল
দেশি শুয়োর খুবলে খাওয়ার আগেই
আমায় ইচ্ছেমতো ছিঁড়ে খাও তোমরা!
দোহাই, শুধু মস্তিষ্কটা খেয়ো না আমার
তা হলে শীঘ্রই দাস হয়ে যাবে তোমরাও।

---

* *বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*

পত্রিকার পাতা থেকে

২০২৫ সাল বাংলাদেশের জন্য ছিল রাজনৈতিক টানাপোড়েন, সামাজিক পুনর্বিন্যাস ও আন্তর্জাতিক সংযোগের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বছর। বছরজুড়ে গণআন্দোলনের উত্তরাধিকার, বিচার ও জবাবদিহি, স্মৃতিচিহ্ন ও ইতিহাসচর্চা, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং কূটনৈতিক চাপে রাষ্ট্রের গতিপথ নতুন মাত্রা পায়। একই সঙ্গে মানবিক ইস্যু, অর্থনৈতিক চাপ ও আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপট জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রে থাকে। দৈনিক জাতীয় পত্রিকাগুলোর প্রতিবেদনে প্রতিফলিত এসব ঘটনাপ্রবাহ ২০২৫ সালকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এক রূপান্তরকাল হিসেবে চিহ্নিত করে।

জানুয়ারি-২০২৫ : রাজনৈতিক বাস্তবতা ও রাষ্ট্র পরিচালনা

২০২৫ সালের শুরুতে দেশের রাজনীতিতে অস্থিরতা, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা গুরুত্ব পায়। ক্ষমতা ও বিরোধী রাজনীতির টানাপোড়েন, অর্থনীতি ও নির্বাচন প্রশ্নে অনিশ্চয়তার দিকগুলো পত্রিকাগুলো বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে তুলে ধরে। *[সূত্র : ইত্তেফাক, দ্য ডেইলি স্টার, ইনকিলাব]*

ফেব্রুয়ারি-২০২৫ : ধানমণ্ডি ৩২ ইস্যু ও প্রতিক্রিয়া

ধানমণ্ডি ৩২ সংক্রান্ত ঘটনার পর দেশজুড়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একটি পক্ষ এটিকে রাজনৈতিক প্রতীক ভাঙার ঘটনা হিসেবে দেখলেও অন্য পক্ষ ইতিহাস পুনর্মূল্যায়নের প্রসঙ্গ তোলে। বিষয়টি মতাদর্শিক বিভাজনকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। *[সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, নয়া দিগন্ত, ইত্তেফাক]*

মার্চ-২০২৫ : মুক্তিযুদ্ধ ও ইতিহাসচর্চা বিতর্ক

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য, দেয়ালচিত্র ও পাঠ্যবই নিয়ে বিতর্ক সংবাদে গুরুত্ব পায়। ইতিহাসের ব্যাখ্যা, রাষ্ট্রীয় বয়ান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান পত্রিকাগুলোতে উঠে আসে। *[সূত্র : ইত্তেফাক, দ্য ডেইলি স্টার]*

এপ্রিল-২০২৫ : গাজা ইস্যু ও গণসংহতি

গাজায় ইসরায়েলি অভিযানের প্রতিবাদে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে বড় সমাবেশ হয়। পত্রিকাগুলো এটিকে মুসলিম বিশ্ব ও মানবিক মূল্যবোধের প্রশ্নে বাংলাদেশের জনগণের সংহতির প্রকাশ হিসেবে তুলে ধরে। *[সূত্র : নয়া দিগন্ত, ইনকিলাব, দ্য ডেইলি স্টার]*

মে-২০২৫ : বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি ও নিষেধাজ্ঞা বিতর্ক

মে মাসে রাজনৈতিক দল, ধর্মভিত্তিক সংগঠন ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মের বড় কর্মসূচি সংবাদে প্রাধান্য পায়। দল নিষিদ্ধ, রাজনৈতিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক পরিসর নিয়ে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়, যা দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিপথ নিয়ে প্রশ্ন তোলে। *[সূত্র : আমার দেশ, নয়া দিগন্ত, ইত্তেফাক]*

জুন-২০২৫ : বিচার, জবাবদিহি ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

মানবাধিকার, বিচারপ্রক্রিয়া ও অতীত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আদালত ও ট্রাইব্যুনাল-কেন্দ্রিক খবর গুরুত্ব পায়। দেশীয় রাজনীতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলের প্রতিক্রিয়াও সংবাদ বিশ্লেষণে উঠে আসে। *[সূত্র : দ্য ডেইলি স্টার, ইত্তেফাক]*

জুলাই-২০২৫ : জুলাই শহীদ দিবস ও রাজনৈতিক তাৎপর্য

২০২৪ সালের গণআন্দোলনে নিহতদের স্মরণে জুলাই মাসে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয়ভাবে 'জুলাই শহীদ দিবস' পালিত হয়। এই দিবস ঘিরে স্মরণসভা, আলোচনা ও রাজনৈতিক বক্তব্যে সাম্প্রতিক গণআন্দোলনের বৈধতা, রাষ্ট্রীয় দমননীতি ও ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রশ্ন নতুন করে সামনে আসে। *[সূত্র : ইত্তেফাক, দৈনিক আমার দেশ, নয়া দিগন্ত, দ্য ডেইলি স্টার, ইনকিলাব]*

আগস্ট-অক্টোবর-২০২৫ : অর্থনীতি ও রাজপথ

এই সময়ে মূল্যস্ফীতি, কর্মসংস্থান ও রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘিরে রাজপথ উত্তপ্ত থাকে। পত্রিকাগুলো অর্থনৈতিক চাপ ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। *[সূত্র : ইত্তেফাক, আমার দেশ, দ্য ডেইলি স্টার]*

নভেম্বর-২০২৫ : উচ্চপর্যায়ের রায় ও বিতর্ক

একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিচারিক সিদ্ধান্ত দেশজুড়ে আলোচনার জন্ম দেয়। সমর্থক ও সমালোচকদের পাল্টাপাল্টি অবস্থান সংবাদে উঠে আসে এবং ন্যায়বিচার, প্রতিশোধ ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে প্রশ্ন জোরালো হয়। *[সূত্র : ইত্তেফাক, দ্য ডেইলি স্টার, নয়া দিগন্ত]*

ডিসেম্বর-২০২৫ : সহিংসতা, কূটনীতি ও বছরের শেষ

বছরের শেষ দিকে সহিংস ঘটনা, বিক্ষোভ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংবাদে প্রাধান্য পায়। একই সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ও নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ পায়। *[সূত্র : ইনকিলাব, ইত্তেফাক, দ্য ডেইলি স্টার]*

সামগ্রিকভাবে ২০২৫ সাল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গভীর পরিবর্তনের বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়। বছরজুড়ে গণআন্দোলনের উত্তরাধিকার, বিচার ও জবাবদিহির প্রশ্ন, ইতিহাস ও স্মৃতিচিহ্ন ঘিরে বিতর্ক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তির পুনর্গঠন এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চাপ রাষ্ট্রের কাঠামো ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন বাস্তবতা তৈরি করে। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা যেমন বেড়েছে, তেমনি স্থিতিশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনের প্রয়োজনীয়তাও আরো স্পষ্ট হয়েছে। ২০২৫ সালের অভিজ্ঞতা তাই আগামী দিনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাবহ অধ্যায় হয়ে থাকবে।

জমঈয়ত সংবাদ

ঘোনা ও কুশখালীতে জমঈয়তের সাংগঠনিক ও তাবলীগী ইজতেমা

গত ২৯ নভেম্বর শনিবার, মাগরিবের সলাতের পর থেকে সাতক্ষীরা ঘোনা এলাকার উদ্যোগে ঘোনা ক্যাম্পপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদে জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক ও তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ঘোনা এলাকার সভাপতি মাষ্টার মাহমুদুর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা জমঈয়তের সভাপতি উপাধ্যক্ষ এ. এম. এম ওবায়দুল্লাহ গযনফর। প্রধান আলোচক অধ্যক্ষ কাজী আব্দুল্লাহ শাহীন জ্ঞান গর্ভ আলোচনা করেন। এছাড়া প্রভাষক মাও. তৌহিদুজ্জামান, মাও. শাহ আলম, মাও. জয়নাল আবেদীন, আসাদুল ইসলাম প্রমুখ জমঈয়তের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সুন্দর ও সাবলীল আলোচনা পেশ করেন। পরিশেষে প্রধান অতিথি তার স্বভাব সুলভ ভাষায় জমঈয়ত ও সংগঠনের প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয়তার কথা সকলের সামনে পেশ করার মাধ্যমে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

একই দিনে সাতক্ষীরা জেলার কুশখালী এলাকার জমঈয়তের উদ্যোগে কুশখালী গাজীপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদে সাংগঠনিক ও তাবলিগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা সভাপতি মাও. আব্দুল হামিদ অসুস্থতার কারণে সেক্রেটারি আব্দুল হামিদ এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাও. রফিকুল ইসলাম। প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম বিন ফজলুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি মাও. আব্দুর রহমান। এছাড়া প্রভাষক আইয়ুব আলী, মাও. ফজলুল রহমান প্রমুখ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি জমঈয়তে প্রাক ইতিহাস, জমঈয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিণতি, জমঈয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাওহীদের উপর ,গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আলোচনা সভা ও শাখা কমিটি গঠন

ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলাধীন রহিমানপুর এলাকার রহিমানপুর আব্দুল হান্নান হান্নু চেয়ারম্যান পাড়া জামে মসজিদে গত ১২ ডিসেম্বর শুক্রবার বাদ জুমু'আহ্ শাখা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়তের সভাপতি শাইখ মঞ্জুরে খোদা, সহ-সেক্রেটারি প্রফেসর মো. আহেরাব আলী ও মুহা. দেলাওয়ার হোসেন, রহিমানপুর এলাকা কমিটির সভাপতি শাইখ ফজলে কাদের খান, জেলা শুব্বানের সভাপতি মুহা মাসউদ রেজা ও সাধারণ সম্পাদক মো. জুয়েল রানা।

আলোচনায় আমন্ত্রিত আলোচকগণ জমঈয়ত ও শুব্বানের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং শেষে শাখা জমঈয়ত গঠিত হয়।

মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার ৪৩তম ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার ৪৩তম ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক (হাফিযাহুল্লা-হ)।

সহীহুল বুখারী দারস প্রদান করেন মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ শাইখুল হাদীস মুস্তাফা বিন বাহরুদ্দীন আস-সালাফী। সভাপতিত্ব করেন মাদ্‌রাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক, সভাপতি ও কেন্দ্রীয় জঈয়তের সভাপতি আলহাজ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন।

উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্জ আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, হাফেয ড. রফিকুল ইসলাম মাদানী ও শাইখ ইসহাক এরশাদ মাদানী।

মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ-এর ১০ম দারসুল বুখারী ও শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান

মিরপুর, ঢাকা : ১৩ ডিসেম্বর, শনিবার, মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ ও মসজিদ বায়তুল হাক্ব-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ১০ম দারসুল বুখারী ও শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মসজিদ বায়তুল হাক্ব ও মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ পরিচলনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর শামসুল হক। সহীহুল বুখারী দারস প্রদান করেন মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল শাইখ আব্দুন নুর মাদানী।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক শাইখ ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। গেস্ট অব অনার হিসেবে ছিলেন জনাব নূর মুহাম্মদ তালুকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী ও শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী এবং সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের জন্য দারস ও প্রেরণাদায়ক শিক্ষার একটি সফল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ্ ২৫ তম ব্যাচ (বালক) ও ১০ তম ব্যাচ (বালিকা) শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান

গত ১৪ ডিসেম্বর-২০২৫, রবিবার, সকাল ৯ : ০০ ঘটিকায় পাঁচরুখী মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে মাদ্‌রাসার ২৫ তম ব্যাচ (বালক) ও ১০ তম ব্যাচ (বালিকা) শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান সফলভাবে অনুষ্ঠিত হলো।

সহীহুল বুখারী দারস প্রদান করেন মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ-এর প্রিন্সিপাল শাইখ মাসউদুল আলম আল-উমরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদ্‌রাসা সভাপতি আলহাজ্ব ফকির বদরুজ্জামান।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক শাইখ ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন ও শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, দা'ওয়াহ বিষয়ক সেক্রেটারি অধ্যাপক শাইখ ফজলুল বারী খান এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবীয়া-এর প্রিন্সিপাল শাইখ মুস্তাফা বিন বাহরুদ্দীন সালাফী ও ভাইস প্রিন্সিপাল শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী। অনুষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও সাফল্যকে সম্মান জানিয়ে উদযাপিত হলো।

নওগাঁয় প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৫ ডিসেম্বর সোমবার নওগাঁ জেলর রাণীনগর উপজেলা শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক সলাত ও ওযূ শীর্ষক একটি প্রশিক্ষন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম সাহেব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শুব্বানে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহীল হাদী। প্রান্নাথপুর আহলে হাদীস জামে মসজিদে সকাল ১০ টায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু।

বাদ মাগরিব থেকে রাত ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত বড় কালিকাপুর ব্রীজমোড়ে এলাকা জমঈয়ত কর্তৃক আয়োজিত এক ওয়াজ মাহফিলে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন।

আল মা'হাদ আস্ সালাফী : ৪র্থ খতমে বুখারী ও ৩২তম বার্ষিক মাহফিল

খুলনা, ২০ ডিসেম্বর-২০২৫ : খুলনার নিজখামার এলাকায়, আল মা'হাদ আস্ সালাফী প্রাঙ্গণে ৪র্থ খতমে বুখারী ও শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান এবং ৩২তম বার্ষিক মাহফিল-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে নিবন্ধিত (মুআ'দালা) এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত।

৪র্থ খতমে বুখারী ও শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে সহীহুল বুখারীর সমাপনী দারস প্রদান করেন মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক শাইখ ড. আব্দুল্লাহ ফারুক।

বাদ আসর অনুষ্ঠিত মাহফিলের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী। আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন জমঈয়ত উপদেষ্টা শাইখ সাইফুদ্দিন বেলাল মাদানী এবং সহ-সভাপতি শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আহমদ আলী, বাগেরহাট জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহাম্মদ আলতাফ হোসেন এবং কেন্দ্রীয় জমঈয়তের অফিস সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম।

টেঙ্গুরিয়াপাড়ায় বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণ

টেঙ্গুরিয়াপাড়া আব্দুল হাই হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা ও এতিমখানা এবং আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) দারুল হাদীস একাডেমি, বাসাইল, টাংগাইল-এর বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল গতকাল ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫

প্রকাশ করা হয়েছে এবং শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়তের সভাপতি অধ্যাপক শাইখ ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। বিশেষ অতিথি ছিলেন জমঈয়ত সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন টাংগাইল জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মাওলানা লোকমান হোসেন।

অনুষ্ঠানের পরে মাদ্‌রাসার অফিসে টাংগাইল জেলার বিভিন্ন উপজেলার জমঈয়তের সভাপতি ও সেক্রেটারিদের অংশগ্রহণে সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের কার্যক্রমের গতিবৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মৃত্যু সংবাদ

(১) বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস- ঢাকা জেলার সেক্রেটারি মাওলানা মো. নুরুল ইসলামের বড় ভাই মো. আবুল বাশার (৮০) গতকাল ১৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাত ৯:৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। পরদিন ১৭ ডিসেম্বর বুধবার যোহর সলাতের পর তাঁর জানাযার সলাত অনুষ্ঠিত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন।

(২) নওগাঁ জেলার ক্ষিদ্র কালিকাপুর গ্রামের মাওলানা শহিদুল ইসলাম গত ৮ ডিসেম্বর রাত ১০টায় দিকে ইন্তেকাল করেছেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। পরদিন ৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বাদ যোহর তাঁর জানাযার সলাত অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ২ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন। তিনি বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি।

(৩) রাজশাহী জেলার ঝাড়গ্রামের মাওলানা আব্দুল মান্নান গত ১৪ ডিসেম্বর রবিবার সকাল ১০টায় ইন্তিকাল করেছেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি এক ছেলে ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। আমরা তাঁর জন্য দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদারঊস নসীব করুন –আমীন।

শুব্বান সংবাদ

যশোর জেলা শুব্বানের সম্মেলন ২০২৫

৬ ডিসেম্বর-২০২৫ শনিবার বিকাল ৩টায় জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ যশোর জেলা শাখার উদ্দ্যোগে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা শুব্বানের (২৩-২৫ সেশন) সভাপতি মো. শাইখুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে, কেশবপুর ঐতিহাসিক পাবলিক ময়দানে, মো. ইনামুল ইসলাম (সভাপতি জেলা শুব্বান ২৫-২৭ সেশন)-এর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়।

সম্মেলনে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, অধ্যাপক আহমদ আলী।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, প্রধান আলোক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ডক্টর মানজুরে এলাহী, গেষ্ট অব অনার ছিলেন, হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি শাইখ ড. হারুন হুসাইন, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, শুব্বানের প্রথম আহবায়ক, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, শুব্বানের কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ মো. আব্দুল্লাহীল হাদী, আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম-সেক্রেটারি শাইখ মুযাফফর বিন মুহসিন, সহযোগী দাওয়াহ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক তানযীল আহমাদ, শাইখ ড. হারুন অর রশিদ ত্রিশালী মাদানী, ড. মুকাররম বিন মহসিন মাদানি শাইখ আরাফাত মাদানী ও সাতক্ষীরা জেলা শুব্বানে সভাপতি শাইখ শরিফ হুসাইন মাদানী প্রমুখ। অতিথিবৃন্দ কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেন এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

সম্মেলনে যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, নড়াইল এবং আশেপাশের জেলা থেকে দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং ধর্মপ্রাণ নারীপুরুষ সম্মেলনে যোগদান করেন।

ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদআত, প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : কুরআনের প্রতি হরফ তিলাওয়াত করলে দশ নেকি কথা জানি; তবে হাদীসে কিতাবও আরবিতে পাঠ করলে কি দশ দশ নেকি পাবো জানাবেন?

আবু হালিমা
গাবতলি, বগুড়া।

জবাব : কুরআনুল কারীমের প্রতিটি হরফ উচ্চারণে দশ নেকি যা রাসূলের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

'আল্লাহ তা'আলার কিতাবের একটি হরফ যে ব্যক্তি পাঠ করবে তার জন্য এর সাওয়াব আছে। আর সাওয়াব হয় তার দশ গুণ হিসেবে। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।' *(জামে আত্ তিরমিযী- হা. ২৯১০; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২১৩৭, সহীহ)* উল্লিখিত হাদীস থেকে বুঝতে পারি, মহান আল্লাহর কালাম তথা কুরআন তেলাওয়াতে প্রতিটি হরফে ১০ নেকি। কিন্তু হাদীস গ্রন্থ অধ্যায়নে উক্ত নেকি অর্জিত হবে না, কেননা হাদীসে "মহান আল্লাহর কিতাবের" কথা বলা হয়েছে। তবে হাদীস পাঠেরও অনেক ফযীলাত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে আলোকোজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে, তা কণ্ঠস্থ করেছে, সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। অনেক জ্ঞানের বাহক যার নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যান তিনি তার (বাহকের) চাইতে বেশি বুদ্ধিমান হতে পারেন। *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৬৬০; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৬৫৮; সহীহাহ্- হা. ৪০৪, সহীহ)*

রাসূল (ﷺ) হাদীস অধ্যায়নকারীর জন্য চেহারা উজ্জ্বল হওয়ার দু'আ করেছেন। এছাড়াও শারঈ ইল্ম অর্জনকারীর যত ফযীলাত আছে তা অর্জন করতে পারবেন। *(শারঈ ইল্ম অর্জনের ফযীলাত জানতে দেখুন : আবূ দাউদ- হা. ৩৬৪২; জামে আত্ তিরমিযী- হা. ৩৫৩৫)*

ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

«مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ». والتفقه في الدين يكون من طريق الكتاب، ويكون من طريق السنة، والتفقه في السنة من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا كما أن التفقه في القرآن دليل على ذلك.

রাসূল (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সূক্ষ্ম বুঝ দান করেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭১; সহীহ মুসলিম- হা. ১০৩১)* আর দ্বীনের সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন করা যায় কুরআন থেকে এবং সুন্নাহ তথা হাদীস থেকে। সুতরাং হাদীস থেকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন প্রমাণ বহন করে আল্লাহ তা'আলা হাদীস অধ্যায়নকারী বান্দাকে ভালোবাসেন ও তার কল্যাণ চান। *(ফাতাওয়া নূর আলা আদ্-দার্ব- শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায, ১/১১)*

জিজ্ঞাসা (০২) : আমরা জানি সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে 'আক্বিক্বার জন্য ছেলের পক্ষ হতে দু'টি এবং মেয়ের পক্ষ হতে একটি ছাগল জবাই করতে হয়, কিন্তু যাদের অর্থ টাকা-পয়সা নেই, ছাগল কিনার মতো তাঁরা কিভাবেই বা 'আক্বিক্বার সুন্নাত পালন করবে?

জেসমিন আকতার
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব : সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে ছেলের জন্য ২টি ছাগল ও মেয়ের জন্য ১ টি ছাগল 'আক্বীক্বাহ্ দেওয়া সুন্নাত। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৪৭১; সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৮৩৪)*

কিন্তু সকল আলেম ঐক্যমত পোষণ করেছেন, অভাবী বা দরিদ্র ব্যক্তির উপর 'আক্বীক্বার বিধান প্রযোজ্য হবে না।

সৌদি স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ডের কাছে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা উত্তর দেন,

"যেহেতু আপনার আর্থিক অবস্থা সংকীর্ণ এবং উপার্জন কেবল নিজের ও পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনেই ব্যয় হয়, সেক্ষেত্রে সন্তানদের 'আক্বীক্বাহ্ না করতে পারায় আপনার কোনো পাপ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২৮৬)*

তিনি আরো বলেন : "ধর্মে তিনি তোমাদের জন্য কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।" *(সূরা আল-হাজ্জ : ৭৮)*

তিনি আরো বলেন : "তোমরা আল্লাহকে যতটা সম্ভব ভয় করো।" *(সূরা আত্-তাগা-বুন : ১৬)*

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "আমি যখন তোমাদের কোনো কাজের আদেশ দিই, তোমরা তা যতটা সম্ভব পালন করো। আর কোনো জিনিস থেকে নিষেধ করলে তা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকো।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৩৭)*

সুতরাং ভবিষ্যতে যখন আর্থিক সচ্ছলতা আসবে, তখন 'আক্বীক্বাহ্ করা মুস্তাহাব। *(ফাতাওয়া লাজনা আদ্-দায়েমা- ১১/৪৩৬-৪৩৭)*

অতএব, ভবিষ্যতে আপনার সচ্ছলতা আসলে চাইলে তখন 'আক্বীক্বার সুন্নাত আদায় করতে পারবেন ইন শা-আল্লাহ। *(ফাতাওয়া লাজনা আদ্-দায়েমা- ১১/৪৪১-৪৪২)*

সুতরাং আপনাকে এখন 'আক্বীক্বার সুন্নাহ পালন করতে হবে না ইন শা-আল্লাহ।

'আক্বীক্বাহ্ শুধুমাত্র ছাগল জবাই করার মাধ্যমেই আদায় করা যায় অন্য কোনো পদ্ধতিতে না। *(ফাতাওয়া লাজনা আদ্-দায়েমা- ১১/৪৪০, ৪৪৯)*

তবে কেউ চাইলে আপনার পক্ষে 'আক্বীক্বাহ্ করতে পারবে। *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৮৪১; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৫২১৯)*

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***আমরা জানি, নিশা জাতীয় বস্তু হারাম, কেউ যদি সিগারেট কোম্পানিতে চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন, সেটা হারাম কি-না জানাবেন? এনজিও, সুদী বাংকে বা সুদের বিভিন্ন ধরনের সমিতি বা নাচের, গানের সংগঠন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা যাবে কি? প্লিজ জানাবেন।***

আবু হাফসা হোমায়রা
উত্তর দহপাড়া, গাং নগর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব : উল্লিখিত সকল স্থানে চাকরি করে উপার্জন করা হারাম হবে। কেননা হারাম কাজে সহযোগিতা করাও হারাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নেককাজ ও তাক্বওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আর আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।" *(সূরা আল-মায়িদাহ্ : ২)*

অনুরূপভাবে হাদীসে সুদের ও মদের সহযোগি সকলের উপর লানত করা হয়েছে। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৯৮; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩৬৭৪)*

ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "(উল্লিখিত আয়াত) এর অন্তর্ভুক্ত হয় হাজারো মাসআলা; কারণ এটি একটি সাধারণ শব্দ, যা পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সহযোগিতার সব ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে, চাই তা চুক্তি, দান-খয়রাত, লেনদেন-ব্যবসা, বিবাহ কিংবা অন্য কিছু হোক। সংক্ষেপে, যে কোনো কাজে পাপ ও অন্যায়ে সহযোগিতা থাকলে তা হারাম।" *(শারহুল মুমতি-৮/১৯৪)*

ইবনু তাইমিয়াহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) তিনিও একই মত ব্যক্ত করেছেন, তিনি বলেন, "যদি ভাড়াদাতা ধারণা করে যে ভাড়াটে সেই বাড়ি কোনো গুনাহের কাজে ব্যবহার করবে– যেমন- মদ বিক্রি ইত্যাদি। তাহলে তার জন্য সেই বাড়ি ভাড়া দেওয়া বৈধ নয় এবং এমন ভাড়াচুক্তি সহীহও হবে না। বিক্রয় ও ভাড়ার হুকুম এ ব্যাপারে একই।" *(আল-ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ- পৃ. ১৮০, দারুল 'আসমা প্রকাশনী)*

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***জামা'আত চলাকালীন সময়ে কাতারপূর্ণ হয়ে গেছে, এমন সময় কেউ আসলো। এখন সে-কি পিছনের কাতারে একাকী নামায পড়বে? না-কি সামনের কাতার থেকে কাউকে টেনে আনতে হবে? একটু বিস্তারিত বলবেন। কেননা অনেক আলেম বলেন, একাকী দাঁড়াতে হবে। আবার অনেক আলেম বলেন, সামনে থেকে একজনকে টেনে নিতে হবে।***

নাঈম হাসান
সরকারি এম. এম. কলেজ, যশোর।

জবাব : জামা'আত চলাকালীন সময়ে কাতারপূর্ণ হয়ে গেছে, এমন সময় কেউ আসলে কাতারের পিছনে দাঁড়িয়ে একাকী সলাত আদায় করবে, সামনে থেকে কাউকে টেনে নিয়ে আসবে না। কেননা কাউকে

সামনের কাতার থেকে টেনে নিয়ে আসার হাদীস দূর্বল। *(সুনানুল কুবরা লিল বাইহাক্বী- হা. ৫২১১; ইরওয়াউল গালীল- দ্র. হা. ৫৪১, ২/৩২৫)*

কাতারের পিছনে একাকী সলাত আদায় নিষেধ *(মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৮০০০; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৬৮২, সহীহ)* সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা হচ্ছে–

আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "পুনরায় (সলাত) আদায়ের নির্দেশটি সেই অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত– যখন কেউ সারিতে যুক্ত হওয়া ও ফাঁক পূরণের যে ওয়াজিব, তাতে ত্রুটি করে। কিন্তু যদি সে সারিতে কোনো ফাঁক না পায়, তাহলে সে অবহেলাকারী নয়; এই অবস্থায় তার সলাত বাতিল বলে হুকুম দেওয়া যুক্তিসংগত নয়। এটিই শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যার পছন্দনীয় অভিমত। তিনি আল-ইখতিয়ারাত (পৃ. ৪২)-এ বলেছেন : 'কোনো উযর থাকলে একা দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করলেও তা সহীহ হবে –এ মতটি হানাফিয়াদেরও এবং যদি সারিতে দাঁড়ানোর মতো জায়গা না পায়, তাহলে সারির পেছনে একাই দাঁড়ানোই উত্তম। তার পাশে কাউকে টেনে আনার প্রয়োজন নেই; কারণ কাউকে টেনে আনা তার প্রতি জবরদস্তির হস্তক্ষেপ।'" *(আদ-দ্বাঈফাহ- দ্র. হা. ৯২৩, ২/৩২৩; ইরওয়াউল গালীল- দ্র. হা. ৫৪১, ২/৩২৯)*

জিজ্ঞাসা (০৫) : যারা ইতিপূর্বে বিভিন্ন অপারেশন করেছে তাদেরকে সরকার টাকা দিচ্ছে যেমন ব্রেন স্টোক, আলসার, জরায়ু অপারেশন ইত্যাদি এর জন্য। মূলত এই টাকাটা চিকিৎসার জন্য। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে– আমার এখন চিকিৎসার প্রয়োজন নেই বা চিকিৎসা করার এখন আর কোনো দরকারই নেই। আমি যদি টাকাটা চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহার না করে অন্য কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করি যেমন পরিবারের ক্ষেত্রে কোনো কিছু কেনাকাটা, তাহলে কি হারাম হবে? ওই টাকা দিয়ে কোনো কিছু কিনলে কি হারাম হবে, যেহেতু আমার এখন আর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।

আব্দুল আল আহাদ, গাইবান্ধা।

জবাব : সরকার যদি আপনাকে উক্ত টাকা প্রদান করে এ শর্তে যে, এ টাকা দিয়ে চিকিৎসা বা অপারেশনই করতে হবে তাহলে উক্ত অর্থ অন্য কাজে ব্যবহার করা হারাম হবে কেননা এটা আমানত স্বরূপ। আমানত তার নির্দিষ্ট স্থানেই খরচ করতে হবে। সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "মুসলিমদের একে অপরের সাথে সন্ধি স্থাপন করা জায়িয। কিন্তু বৈধকে অবৈধ অথবা অবৈধকে বৈধ করার মতো সন্ধি চুক্তি জায়িয নেই। মুসলিমগণ তাদের একে অপরের মধ্যে স্থিরকৃত শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল করার মত শর্ত বৈধ নয় (তা বাতিল বলে গণ্য হবে)। *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৫৯৪; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৩৫৩, সহীহ)*

অর্থাৎ- মুসলিমরা তাদের মাঝের শর্তসমূহ মেনে চলবে। তবে যদি সরকার আপনার সহযোগিতা হিসেবে উক্ত অর্থ দিয়ে থাকে নির্দিষ্টভাবে চিকিৎসার জন্য নয় তাহলে উক্ত টাকা বৈধ যেকোনো কাজে খরচ করা যাবে ইন শা-আল্লাহ।

পরামর্শ : সরকারি নির্দেশনা যাচাই করুন– টাকাটা পাওয়ার সময় যে নির্দেশনা বা নিয়মাবলী দেওয়া হয়েছিল, তা ভালোভাবে পড়ুন এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

জিজ্ঞাসা (০৬) : শীতের কারণে গরম পানি দিয়ে ওযূ ও গোসলের শারঈ বিধান কি? জানতে চাই।

আব্দুল্লাহ, দিনাজপুর।

জবাব : গরম পানি দিয়ে ওযূ ও গোসলে কোনো অসুবিধা নেই। তবে যদি পানি খুব গরম হয়, তাহলে তা ব্যবহার করা যাবে –কিন্তু মাকরূহ। কারণ অত্যধিক গরম পানি ত্বকে পোড়া ধরাতে পারে ও কষ্ট দেয়। গরম পানির মাধ্যমে ওযূ বা গোসল করলে কি নাপাকী দূর হয় কি না –এ ব্যাপারে প্রাচীনকালে মতভেদ ছিল। সঠিক মত হলো– এতে নাপাকী দূর হয়ে যায় (ওযূ/গোসল শুদ্ধ হয়); বরং শীতপ্রধান এলাকায় তো এটি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে পানি যদি নাপাক জ্বালানির মাধ্যমে গরম করা হয়, তাহলে তা মাকরূহ।" *(আল মুগনী লি ইবনু কুদামাহ- ১/১৪)*

ইবনু বায (রহিমাহুল্লাহ) গরম পানি দিয়ে ওযূকে উত্তম বলেছেন যখন গরম পানি পরিপূর্ণভাবে ওযূতে সাহায্য করে। কেননা রাসূল পরিপূর্ণরূপে ওযূ করতে আদেশ করেছেন। *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৫১; ফাতাওয়া নূর আদ্দারব লি ইবনু বায- ৫/১৩৫)*

জিজ্ঞাসা (০৭) : শীতকালে রমাযানের কাযা সওম পালন করলে কি নেকী কম হবে বা ফরয আদায় হবে? গত রমাযানের কিছু সওম কাযা আছে।

আমাতুল্লাহ, ঢাকা।

জবাব : না, এতে কোনো সমস্যা নেই ও নেকীও কমবে না ইন শা-আল্লাহ। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৪)*

এখানে আল্লাহ তা'আলা অন্য সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন, তা যে কোনো সময় হতে পারে। তবে বেশি বিলম্ব না করাই উত্তম। শীতকালকে কেন্দ্র করে বিলম্ব করলে কোনো সমস্যা নেই। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫০)*

জিজ্ঞাসা (০৮) : শীতকালে সালাফদের 'ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাই।

হাম্মাদ, ঢাকা।

জবাব : শীতকাল হচ্ছে ঈমানদারদের জন্য 'ইবাদতের বসন্তকাল। কেননা দিন ছোট সওম রাখতে কোনো কষ্ট হয় না এবং রাত বড় হওয়ায় কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করতেও কোনো কষ্ট হয় না। "রাসূল (ﷺ) শীতকালের সওম সম্পর্কে বলেন, শীতকালের রোযা হচ্ছে বিনা পরিশ্রমে যুদ্ধলব্ধ মালের অনুরূপ।" *(জামে আত্ তিরমিযী- হা. ৭৯৭; সহীহাহ্ - হা. ১৯২২, সহীহ)*

সালাফদের কিছু কথা : 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "শীত হলো 'ইবাদতগোষ্ঠীর জন্য গনীমত (অনন্য সুযোগ)।"

ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন : "শীতকে স্বাগতম! এ সময়ে বরকত নাযিল হয়; রাত লম্বা হয় –যাতে ক্বিয়ামের সুযোগ পাওয়া যায়; আর দিন ছোট হয় –যা রোযার জন্য সুবিধাজনক।"

হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : "মু'মিনের জন্য শীত কতই না সুন্দর সময়! এর রাত দীর্ঘ– সে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে; আর দিন ছোট –সে তা রোযা রেখে কাটায়।"

ইবনু রজব হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : "শীত হলো মু'মিনের বসন্তকাল; কারণ সে এতে 'ইবাদতের বাগানগুলোতে বিচরণ করে, বন্দেগির মাঠে দৌড়ায়, এবং সহজ-সুবিধাজনক 'আমলের বাগিচায় নিজের হৃদয়কে সতেজ করে।"

জিজ্ঞাসা (০৯) : মোজার উপর মাসহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই দলিলসহ।

রিমা, বগুড়া।

জবাব : আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য শরীয়তকে সহজ করেছেন। তার একটি নমুনা হচ্ছে, মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতি দিয়েছেন। মোজার উপর মাসাহ রাসূল (ﷺ) থেকে প্রমাণিত। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৮২)*

মোজার উপর মাসাহ বৈধ হওয়ার শর্ত : ১. ওযূ করে মোজা পরিধান করতে হবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২০৬)* **২.** মোজাদ্বয় পবিত্র হতে হবে। **৩.** ছোট নাপাকীর সময় মাসাহ বৈধ হবে, বড় নাপাকীতে না। **৪.** মুকিমের জন্য **১** দিন **১** রাত ও মুসাফিরের জন্য ৩ দিন ৩ রাত এর মধ্যে মাসাহ হতে হবে। *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৬)* **৫.** পায়ের গোড়ালি আবৃত করে এমন মোজা হতে হবে। সুতরাং টিখনু প্রকাশ পায় এরূপ মোজায় মাসাহ বৈধ হবে না। *(ই'লামুল মুসাফিরীন বি-বা'দি আদাবি ওয়া আহকামিস্ সাফার লি ইবনু উসায়মিন)*

জিজ্ঞাসা (১০) : সুদী ব্যাংকের এটিএম বুথে সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে চাকরি করা যাবে কি অথবা ব্যাংকের প্রধান শাখায় পিওন কিংবা সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে চাকরি করা যাবে কি? সেটা কি হালাল হবে?

রিফাত আহমদ, নেত্রকোনা।

জবাব : না, সুদী ব্যাংকের এটিএম বুথে সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে চাকরি করা বৈধ নয় অনুরূপভাবে ব্যাংকের প্রধান শাখায় পিওন কিংবা সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে চাকরি করাও বৈধ হবে না। কেননা তাদের সেখানে চাকরি করার মাধ্যমে সুদের সহযোগিতা করা হয়। হারামের সহযোগিতা হয় এমন সকল পেশায় হারাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নেককাজ ও তাক্বওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আর আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।" *(সূরা আল-মায়িদাহ্ : ২)*

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) লানত করেছেন সুদখোরের উপর, সুদদাতার উপর, এর লেখকের উপর ও তার সাক্ষী দু'জনের উপর এবং বলেছেন এরা সবাই সমান। *(সহীহ মুসলিম- ই. ফা. বাং, হা. ৩৯৪৮, বাং ই. সে., হা. ৩৯৪৭)*

উল্লিখিত দলিল প্রমাণ করে, সুদী কাজে কোনোভাবেই সহযোগিতা করা যাবে না।

প্রচ্ছদ পরিচিতি

রাশিয়ার মুসলিমদের গর্ব ফখরুল মুসলিমিন মসজিদ

আবু ফাইয়ায জি. রহমান

৯ হাজার ৭০০ বর্গমিটার জমির উপর নির্মিত ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ নির্মিত হলো রাশিয়ার স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনি থেকে অদূরে শালি শহরে। এই মসজিদটিতে একসাথে ৩০ হাজার মুসল্লী সলাত আদায় করতে পারবেন। এছাড়াও আশপাশের আঙ্গিনা মিলে মোট ৭০ হাজার মুসল্লী এতে সলাত আদায় করতে পারবেন। চেচনিয়ার স্থানীয় প্রশাসন এবং সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশের অতিথিদের নিয়ে আড়ম্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইউরোপের বৃহত্তম মসজিদটির উদ্বোধন করা হয়। মসজিদটির নাম রাখা হয়েছে 'ফাখর আল-মুসলিমীন' বা 'মুসলিমদের গর্ব'।

চেচনিয়ার প্রেসিডেন্ট রমযান কাদিরোভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেছেন, আঞ্চলিক রাজধানী গ্রোজনির নিকটে অবস্থিত শহর শালীতে মসজিদটি অবস্থিত এবং এটি আকার, সৌন্দর্য, নকশা ও বিশালত্বের দিক থেকে অনন্য। মসজিদটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছে সাত বছর।

মসজিদটি আধুনিক ইসলামী স্থাপত্যের অনন্য সাক্ষর বহন করে। উন্নত মার্বেল পাথরে সজ্জিত মসজিদটির বাইরে ফোয়ারা ও সুবিশাল বাগানবীথি রয়েছে। এতে মসজিদের সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মসজিদে প্রবেশের জন্য তিনটি সদর দরজা ও সুউচ্চ ৪টি মিনার রয়েছে। কারুকার্য, শোভানন্দন ও বৃহদায়তনের কারণে মসজিদটি যে কারো নজর কাড়বে। গোটা মসজিদটি বাহারি বিভিন্ন ফুল এবং ঝর্ণায় সাজানো, মসজিদের বাইরের অংশে অতিরিক্ত ৭০ হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ যোগ দিতে পারবেন।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মসজিদটি উদ্বোধনের সময় উপস্থিত থাকতে না পারলেও এক বার্তায় মসজিদটির প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, এটি চেচেন অঞ্চল ও প্রজাতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সহযোগী হিসেবে পরিচিত চেচনিয়ার নেতা রমাযান কাদিরভ বলেছেন, আঞ্চলিক রাজধানী গ্রোজনি থেকে খানিকটা দূরের শহর শালিতে অবস্থিত এ মসজিদটি 'স্থাপত্য শিল্পে অনন্য এবং পরিধি ও সৌন্দর্যে অতুলনীয় হিসেবে পরিচিতি পাবে আগামীদিনে।

উল্লেখ্য, রাশিয়ায় মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সে দেশের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। রাশিয়ার গ্রান্ড মুফতি তালাত তাজউদ্দিনের সাথে এক সাক্ষাতে প্রেসিডেন্ট পুতিন জানিয়েছেন, ২০০০ সালে মস্কোতে মাত্র ১৬টি মসজিদ থাকলেও বর্তমানে সেই সংখ্যা ১২০০-এ এসে দাঁড়িয়েছে। এতে বুঝা যায়, রাশিয়ার মাটিতে কীভাবে ইসলামের প্রসার ঘটছে।

রাশিয়ার ১৪ কোটি ৬০ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিমের সংখ্যা ২ কোটিরও বেশি। দেশের গ্র্যান্ড মুফতির দেয়া তথ্যমতে, আগামী ১৫ বছরের মধ্যে রাশিয়ায় মুসলিম জনসংখ্যার হার ৩০ শতাংশে উন্নীত হবে। যা বর্তমানে মাত্র ৭ শতাংশে রয়েছে।

চেচনিয়ার শাসক রমযান কাদিরোভ মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে চেচনিয়ার ক্ষমতায় বসেন। তিনি চেচনিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মুফতি হাজী আহমদ কাদিরোভের ছেলে। বর্তমান রাশিয়া সরকার চেচনিয়ার স্থিতিশীলতার জন্য চেচনিয়ার বর্তমান শাসক কাদিরভের উপর খুবই নির্ভরশীল।

চেচনিয়া শাসনের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে কাদিরোভ চেচেনদের সার্বিক উন্নতি ও ইসলাম প্রচারে কাজ করছেন। তার কাজগুলো চেচেনদের নতুনভাবে উজ্জীবিত করছে।

তিনি ইসলামচর্চা শুরু করেছেন নিজ পরিবার থেকে। তার ১২ ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রায় সবাই কুরআনের হাফেয। চেচনিয়াতে তিনি শরী'আহ আইন চালু করেন।

দুই দফা যুদ্ধে বিধ্বস্ত চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনী কাদিরোভের নেতৃত্বে আবারও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। গ্রোজনীতে এখন আছে নতুন নতুন রাজপথ, সুউচ্চ ভবন, একটি নতুন ফুটবল স্টেডিয়াম। কাদিরোভের সমর্থকদের মতে তিনি চেচনিয়াকে পরিণত করেছেন উত্তর ককেশাসের সবচেয়ে স্থিতিশীল একটি অঞ্চলে।

ইসলামী ঐতিহ্যের পৃষ্ঠপোষকতা করাই কাদিরভের মূল ভাবনা। চেচনিয়াকে রাশিয়ায় ইসলামের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে তিনি বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যেই তিনি পিতার নামে নির্মাণ করেন ইউরোপের অন্যতম বৃহত্তম মসজিদ। ২০০৮ সালের অক্টোবরে সেটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। উদ্বোধনকালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন উপস্থিত ছিলেন। মসজিদটিতে একসঙ্গে প্রায় ১০ হাজার মুসল্লী সলাত আদায় করতে পারেন।

মসজিদটি 'চেচনিয়ার হৃদয়' (The Heart of Chechnya) হিসেবে পরিচিত। ২০ কোটি ডলার খরচ করে বিসালাকার এ মসজিদ নির্মাণ করা হয়। 'ফখরুল মুসলিমিন মসজিদ' নির্মাণের আগ পর্যন্ত এটিই ইউরোপের সর্ববৃহৎ মসজিদ হিসেবে গণ্য হত। *[সূত্র : নয়া দিগন্ত অনলাইন, দৈনিক ইনকিলাব, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম]*

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর প্রকাশিত বইসমূহ

ক্র. নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
০১	১. কালেমা তাইয়্যেবা, ২. আহলে হাদীস পরিচিতি, ৩. নবুওয়াতে মুহাম্মাদী, ৪. সিয়ামে রামাযান, ৫. তারাবীহ, ৬. ঈদে কুরবান, ৭. তিন তালাক প্রসঙ্গ, ৮. ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি, ৯. মুরগী আগে জন্মেছে না ডিম	আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী
০২	বিশিষ্ট গবেষকদের কলমে, আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (*)'র জীবনী	ড. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
০৩	ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী
০৪	১. বুলূগুল মারাম, ২. কিতাবুল কাবায়ির	অনুবাদ : মাও. আব্দুর রহমান
০৫	নূরুল ঈমান	মূল : মাও. আব্বাস আলী মুর্শিদাবাদী
০৬	ইসলামের আলোকে জীবন বিধান	মুহাম্মদ আবুল হোসেন
০৭	নবুওয়াতী যুগে ইসলাম প্রচারে নারীদের অবদান	প্রফেসর ড. সুলাইমান বিন হামাদ আল-আওদাহ
০৮	সহীহ আল্-কালিমুত্ তাইয়্যিব	শাইখ মুহাম্মদ নাসেরু-দ্-দীন আল-আলবানী
০৯	অভিভাষন	ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত জানুয়ারি ২০২৬ মাসের সালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	যোহর	'আসর	মাগরিব	'ইশা	তারিখ	ফজর	যোহর	'আসর	মাগরিব	'ইশা
০১.০১.২৬	০৫:২০	১২:০২	০৩:০৩	০৫:২৩	০৬:৪৪	১৬.০১.২৬	০৫:২৪	১২:০৮	০৩:১৩	০৫:৩৪	০৬:৫৩
০২.০১.২৬	০৫:২১	১২:০২	০৩:০৪	০৫:২৪	০৬:৪৪	১৭.০১.২৬	০৫:২৪	১২:০৯	০৩:১৩	০৫:৩৪	০৬:৫৪
০৩.০১.২৬	০৫:২১	১২:০৩	০৩:০৪	০৫:২৪	০৬:৪৫	১৮.০১.২৬	০৫:২৪	১২:০৯	০৩:১৪	০৫:৩৫	০৬:৫৪
০৪.০১.২৬	০৫:২১	১২:০৩	০৩:০৫	০৫:২৫	০৬:৪৫	১৯.০১.২৬	০৫:২৪	১২:০৯	০৩:১৫	০৫:৩৬	০৬:৫৫
০৫.০১.২৬	০৫:২২	১২:০৪	০৩:০৫	০৫:২৬	০৬:৪৬	২০.০১.২৬	০৫:২৪	১২:১০	০৩:১৫	০৫:৩৬	০৬:৫৫
০৬.০১.২৬	০৫:২২	১২:০৪	০৩:০৬	০৫:২৬	০৬:৪৭	২১.০১.২৬	০৫:২৪	১২:১০	০৩:১৬	০৫:৩৭	০৬:৫৬
০৭.০১.২৬	০৫:২২	১২:০৫	০৩:০৭	০৫:২৭	০৬:৪৭	২২.০১.২৬	০৫:২৪	১২:১০	০৩:১৭	০৫:৩৮	০৬:৫৭
০৮.০১.২৬	০৫:২৩	১২:০৫	০৩:০৭	০৫:২৮	০৬:৪৮	২৩.০১.২৬	০৫:২৪	১২:১০	০৩:১৭	০৫:৩৯	০৬:৫৭
০৯.০১.২৬	০৫:২৩	১২:০৬	০৩:০৮	০৫:২৯	০৬:৪৮	২৪.০১.২৬	০৫:২৩	১২:১১	০৩:১৮	০৫:৩৯	০৬:৫৮
১০.০১.২৬	০৫:২৩	১২:০৬	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৪৯	২৫.০১.২৬	০৫:২৩	১২:১১	০৩:১৮	০৫:৪০	০৬:৫৯
১১.০১.২৬	০৫:২৩	১২:০৬	০৩:০৯	০৫:৩০	০৬:৫০	২৬.০১.২৬	০৫:২৩	১২:১১	০৩:১৯	০৫:৪১	০৬:৫৯
১২.০১.২৬	০৫:২৩	১২:০৭	০৩:১০	০৫:৩১	০৬:৫০	২৭.০১.২৬	০৫:২৩	১২:১১	০৩:২০	০৫:৪১	০৭:০০
১৩.০১.২৬	০৫:২৩	১২:০৭	০৩:১১	০৫:৩১	০৬:৫১	২৮.০১.২৬	০৫:২৩	১২:১২	০৩:২০	০৫:৪২	০৭:০০
১৪.০১.২৬	০৫:২৪	১২:০৮	০৩:১১	০৫:৩২	০৬:৫২	২৯.০১.২৬	০৫:২৩	১২:১২	০৩:২১	০৫:৪৩	০৭:০১
১৫.০১.২৬	০৫:২৪	১২:০৮	০৩:১২	০৫:৩৩	০৬:৫২	৩০.০১.২৬	০৫:২২	১২:১২	০৩:২১	০৫:৪৪	০৭:০১
						৩১.০১.২৬	০৫:২২	১২:১২	০৩:২২	০৫:৪৪	০৭:০২

ঢাকার সময়ের আগে	সময়	ঢাকার সময়ের পরে
নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, পিরোজপুর	১ মিনিট	গাজীপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ
চাঁদপুর, বরিশাল, বি.বাড়িয়া	২ মিনিট	ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ
সিলেট, হবিগঞ্জ	৩ মিনিট	টাংগাইল, সাতক্ষীরা
কুমিল্লা, মৌলভী বাজার	৪ মিনিট	যশোর, সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী, শেরপুর, জামালপুর, ঝিনাইদহ
নোয়াখালী	৫ মিনিট	পাবনা, কুষ্টিয়া
ফেনী	৬ মিনিট	বগুড়া * ১০ মিনিটি পরে : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সৈয়দপুর
	৭ মিনিট	গাইবান্ধা, নাটোর, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম
	৮ মিনিট	নওগাঁ, রাজশাহী * ১৩ মিনিট পরে : ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়
চট্টগ্রাম	৯ মিনিট	জয়পুরহাট, রংপুর, লালমনিরহাট
কক্সবাজার	১১ মিনিট	দিনাজপুর, নীলফামারী

সূর্যাস্তের সময় অনুসারে ঢাকার সময়ের সাথে কিশোরগঞ্জ ও বাগেরহাট

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

মেধাবৃত্তির সুবিধা

ভর্তি চলছে

Fall Semester 2025

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

৫০% টিউশন ফি ছাড়

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)
  Master of Business Administration (MBA-Regular)
  Master of Business Administration (MBA-Executive)

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. **25.00**

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন।

2026 বাৎসরিক ক্যালেন্ডার

১৪৪৭-৪৮ হি.
১৪৩২-৩৩ বা.

01 January

রজব-শাবান ১৪৪৭ হিজরী
পৌষ-মাঘ ১৪৩২ বাংলা

SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
31 ১৯					01 ১৯	02 ২০
03 ২১	04 ২২	05 ২৩	06 ২৪	07 ২৫	08 ২৬	09 ২৭
10 ২৮	11 ২৯	12 ৩০	13 ০১	14 ০২	15 ০৩	16 ০৪
17 ০৫	18 ০৬	19 ০৭	20 ০৮	21 ০৯	22 ১০	23 ১১
24 ১২	25 ১৩	26 ১৪	27 ১৫	28 ১৬	29 ১৭	30 ১৮

02 February

শাবান-রমাযান ১৪৪৭ হিজরী
মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩২ বাংলা

SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
	01 ১৮	02 ১৯	03 ২০	04 ২১	05 ২২	06 ২৩
07 ২৪	08 ২৫	09 ২৬	10 ২৭	11 ২৮	12 ২৯	13 ৩০
14 ০১	15 ০২	16 ০৩	17 ০৪	18 ০৫	19 ০৬	20 ০৭
21 ০৮	22 ০৯	23 ১০	24 ১১	25 ১২	26 ১৩	27 ১৪
28 ১৫						

03 March

রমাযান-শাওয়াল ১৪৪৭ হিজরী
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩২ বাংলা

SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
	01 ১৬	02 ১৭	03 ১৮	04 ১৯	05 ২০	06 ২১
07 ২২	08 ২৩	09 ২৪	10 ২৫	11 ২৬	12 ২৭	13 ২৮
14 ২৯	15 ৩০	16 ০১	17 ০২	18 ০৩	19 ০৪	20 ০৫
21 ০৬	22 ০৭	23 ০৮	24 ০৯	25 ১০	26 ১১	27 ১২
28 ১৩	29 ১৪	30 ১৫	31 ১৬			

04 April

শাওয়াল-জিলক্বদ ১৪৪৭ হিজরী
চৈত্র-বৈশাখ ১৪৩২-৩৩ বাংলা

SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
				01 ১৭	02 ১৮	03 ১৯
04 ২০	05 ২১	06 ২২	07 ২৩	08 ২৪	09 ২৫	10 ২৬
11 ২৭	12 ২৮	13 ২৯	14 ৩০	15 ০১	16 ০২	17 ০৩
18 ০৪	19 ০৫	20 ০৬	21 ০৭	22 ০৮	23 ০৯	24 ১০
25 ১১	26 ১২	27 ১৩	28 ১৪	29 ১৫	30 ১৬	

05 May

জিলক্বদ-জিলহজ্জ ১৪৪৭ হিজরী
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বাংলা

SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
30 ১৭	31 ১৮					01 ১৯
02 ২০	03 ২১	04 ২২	05 ২৩	06 ২৪	07 ২৫	08 ২৬
09 ২৭	10 ২৮	11 ২৯	12 ৩০	13 ৩১	14 ০১	15 ০২
16 ০৩	17 ০৪	18 ০৫	19 ০৬	20 ০৭	21 ০৮	22 ০৯
23 ১০	24 ১১	25 ১২	26 ১৩	27 ১৪	28 ১৫	29 ১৬

06 June

জিলহজ্জ-মুহাররম ১৪৪৭-৪৮ হিজরী
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩৩ বাংলা

SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
		01 ১৭	02 ১৮	03 ১৯	04 ২০	05 ২১
06 ২২	07 ২৩	08 ২৪	09 ২৫	10 ২৬	11 ২৭	12 ২৮
13 ২৯	14 ৩০	15 ০১	16 ০২	17 ০৩	18 ০৪	19 ০৫
20 ০৬	21 ০৭	22 ০৮	23 ০৯	24 ১০	25 ১১	26 ১২
27 ১৩	28 ১৪	29 ১৫	30 ১৬			

07 July

মুহাররম-সফর ১৪৪৮ হিজরী
আষাঢ়- শ্রাবণ ১৪৩৩ বাংলা

SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
				01 ১৬	02 ১৭	03 ১৮
04 ১৯	05 ২০	06 ২১	07 ২২	08 ২৩	09 ২৪	10 ২৫
11 ২৬	12 ২৭	13 ২৮	14 ২৯	15 ৩০	16 ০১	17 ০২
18 ০৩	19 ০৪	20 ০৫	21 ০৬	22 ০৭	23 ০৮	24 ০৯
25 ১০	26 ১১	27 ১২	28 ১৩	29 ১৪	30 ১৫	31 ১৬

08 August

সফর-রবি: আউ: ১৪৪৮ হিজরী
শ্রাবণ - ভাদ্র ১৪৩৩ বাংলা

SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
01 ১৭	02 ১৮	03 ১৯	04 ২০	05 ২১	06 ২২	07 ২৩
08 ২৪	09 ২৫	10 ২৬	11 ২৭	12 ২৮	13 ২৯	14 ৩০
15 ৩১	16 ০২	17 ০৩	18 ০৪	19 ০৫	20 ০৬	21 ০৭
22 ০৮	23 ০৯	24 ১০	25 ১১	26 ১২	27 ১৩	28 ১৪
29 ১৫	30 ১৬	31 ১৭				

09 September

রবি: আউ:-রবি: সানি ১৪৪৮ হিজরী
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩৩ বাংলা

SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
			01 ১৮	02 ১৯	03 ২০	04 ২১
05 ২২	06 ২৩	07 ২৪	08 ২৫	09 ২৬	10 ২৭	11 ২৮
12 ২৯	13 ৩০	14 ০১	15 ০২	16 ০৩	17 ০৪	18 ০৫
19 ০৬	20 ০৭	21 ০৮	22 ০৯	23 ১০	24 ১১	25 ১২
26 ১৩	27 ১৪	28 ১৫	29 ১৬	30 ১৭		

10 October

রবি: সানি-জমা: আউ: ১৪৪৮ হিজরী
আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩৩ বাংলা

SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
31 ১৯					01 ১৮	02 ১৯
03 ২০	04 ২১	05 ২২	06 ২৩	07 ২৪	08 ২৫	09 ২৬
10 ২৭	11 ২৮	12 ২৯	13 ৩০	14 ৩১	15 ০১	16 ০২
17 ০৩	18 ০৪	19 ০৫	20 ০৬	21 ০৭	22 ০৮	23 ০৯
24 ১০	25 ১১	26 ১২	27 ১৩	28 ১৪	29 ১৫	30 ১৬

11 November

জমা: আউ:-জমা: সানি ১৪৪৮ হিজরী
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বাংলা

SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
	01 ১৫	02 ১৬	03 ১৭	04 ১৮	05 ১৯	06 ২০
07 ২১	08 ২২	09 ২৩	10 ২৪	11 ২৫	12 ২৬	13 ২৭
14 ২৮	15 ২৯	16 ৩০	17 ০১	18 ০২	19 ০৩	20 ০৪
21 ০৫	22 ০৬	23 ০৭	24 ০৮	25 ০৯	26 ১০	27 ১১
28 ১২	29 ১৩	30 ১৪				

12 December

জমা: সানি-রজব ১৪৪৮ হিজরী
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩৩ বাংলা

SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI
			01 ১৫	02 ১৬	03 ১৭	04 ১৮
05 ১৯	06 ২০	07 ২১	08 ২২	09 ২৩	10 ২৪	11 ২৫
12 ২৬	13 ২৭	14 ২৮	15 ২৯	16 ৩০	17 ০১	18 ০২
19 ০৩	20 ০৪	21 ০৫	22 ০৬	23 ০৭	24 ০৮	25 ০৯
26 ১০	27 ১১	28 ১২	29 ১৩	30 ১৪	31 ১৫	

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং**
হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত